সেক্সপিয়র

(তৃতীয় ভাগ)

… keys, Immortal boy,
… of joy
Of … g fears
And … source of sympathetic tears.

—GRA…

শ্রীহ… চন্দ্র রক্ষিত সঙ্কলিত

প্রকাশক—শ্রীবিপিনবিহারী রক্ষিত,
মজিলপুর, ২৪ পরগণা।

…ত্র, ১৩০৫।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

কলিকাত

১৭ নং নন্দকুমার চৌধুরীর

"কালিকা যন্ত্রে

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উৎসর্গ

যাঁহার নামের সহিত এই অনূদিত গ্রন্থ গ্রথিত হইয়া,

গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে

গৌরবান্বিত করিয়াছে ;

যাঁহার গুণ-গরিমা,—বিদ্যা, দয়া, দান, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা,—

ভারত-বিখ্যাত,

ধর্ম্মে, সমাজে, সাহিত্যানুরাগে

যিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ;

একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী,—যাঁহার গৃহে চির-অধিষ্ঠান ;

বঙ্গের সেই আদর্শ ভূম্যধিকারী,

রাজ কুল-ভূষণ,

পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-ভাস্কর,—

মহামান্য, পরম পূজাস্পদ, ভাওয়ালের অধীশ্বর

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

মহোদয়ের শ্রীচরণে,—

তাঁহার একান্ত আদরের সামগ্রী

এই "সেক্সপিয়র—তৃতীয় ভাগ",—

তদীয় ভক্তের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে

উৎসৃষ্ট হইল।

সূচীপ…

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।

আত্মকথা

বিপুল পরিশ্রমে ও বহু অর্থব্যয়ে, সেক্সপিয়র তৃতীয়ভাগও প্রকাশিত হইল। আর এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট। সহৃদয় পাঠক পাঠিকার দয়া হইলে, সেই অবশিষ্ট এক ভাগও (চতুর্থ ভাগ বা শেষ) আগামী বর্ষের এমনি দিনে প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি-মত, এবার মহাকবির মহানাটক-চতুষ্টয়ের একটি সমালোচনা গেল। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ স্বরূপ সেই সমালোচনাটিই সর্ব্বাগ্রে সন্নিবেশিত হইল। ব্যাপার যেরূপ কঠিন ও গুরুতর, তাহাতে দুই দশ পৃষ্ঠায় সকল কথা গুছাইয়া বলা, একরূপ অসম্ভব। যাহা বলিয়াছি, তাহা সমুদ্রে শিশির-বিন্দু-তুল্য। তবে ভরসা এই, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, ইঙ্গিতেই মনের ভাব বুঝিতে পারেন। 'পৃথিবীর কবি' সেক্সপিয়রের মহানাটক-চতুষ্টয়ের এই অতি ক্ষুদ্রতম সংক্ষিপ্ত সমালোচনা,—সেই ইঙ্গিত মাত্র। কেন না, ইউরোপে সেক্সপিয়রের সমালোচন সম্পর্কীয় এত গ্রন্থাদির প্রচার হইয়াছে যে, কেবলমাত্র সেইগুলিই সংগৃহীত হইলে, একটা বড় লাইব্রেরী-বাড়ী ভরিয়া যায়।

আমার যে কয়জন হিতার্থী সুহৃদ্,—আমার এই গ্রন্থ প্রণয়নে, কোন-না-কোন প্রকারে, অল্প-বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন আশা আছে, কৃ[illegible]তার সহিত এবারও তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতেছি। আমার সাহিত্যে ও স[illegible]র চির-সহায়,—'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের প্রবর্ত্তক ও পরি-[illegible]শীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুজ মহাশয়ের নাম,—আমাকে সর্ব্বাগ্রে [illegible] করিতে হয়। ফলতঃ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার উপদেশ, সাহস, ভরসা ও [illegible]হায়তা না পাইলে,—আমি এই বহু ব্যয়-সাধ্য, বিপুল শ্রম-সাপেক্ষ, গুরুতর কঠিন কার্য্যে,—কখনই হস্তক্ষেপ করিতাম না।—এজন্য আমি [illegible]ন্তঃকরণে পূজ্যপাদ বসুজ মহাশয়ের শুভ কামনা করি।

দ্বিতীয় সাহায্য,—আমার প্রাণোপ… কনিষ্ঠ সহোদর,—সুকবি শ্রীমান্ বিপিনবিহারীর নিকট পাইয়াছি।—সে সাহায্য এত যে, তাহার পরিমাণ হয় না। ভায়ের নিকট ভায়ের কৃতজ্ঞতা,—লিখিবার জিনিস নয়; পরন্তু তাহা আমি অন্তরের অন্তরে অনুভব করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, বিপিনবি…রী দীর্ঘজীবী হউন,—এবং আজীবন ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব অর্জ্জন করিয়া, আমাদের …শের মুখ উজ্জ্বল করুন।

তৃতীয় সাহায্য পাইয়াছি,—আমার প্রীতিভাজন সুধী-বন্ধু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-…থ দ…জ ভায়ার নিকট।—তিনিও সময়ে সময়ে নানা উপদেশে, নানা গ্রন্থের …, আমার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

এবারকার এই তৃতীয়ভাগ সেক্সপিয়রে, আমি আমার আর দুইটি হিতৈষী …ও বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। সুকবি ও সুহৃৎ-বৎসল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার …, এবং চিন্তাশীল ও তত্ত্বানুরাগী শ্রীযুক্ত বেনোয়ারিলাল সামন্ত মহাশয়কে উদ্দেশ করিয়া,—আমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

সহৃদয় পাঠক পাঠিকা এক্ষণে,—প্রথম দুইভাগের ন্যায়,—এই তৃতীয় ভাগ …পিয়রও, কৃপা-চক্ষে দেখিলে বাধিত হইব।

…২ শিবনারায়ণ দাসের লেন,
কলিক…। …শে ভাদ্র, ১৩০৫। } শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দাস।

কবি-প্রতিভা।

(মহাকবি সেক্সপিয়রের মহানাটক-চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচন)

মহাকবি সেক্সপিয়রের মহানাটক-চতুষ্টয়ের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করিলে,—কবি যে কি অপূর্ব্ব শক্তি ও অমানুষী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সেরূপ সুদীর্ঘ সমালোচনা করিবার স্থানও নাই, এবং আমাদের সে অবসর ও শক্তিও নাই। কবির ম্যাক্‌বেথ্, হামলেট্, ওথেলো ও লিয়র,—এই চারিখানি মহানাটকে, কবির অসাধারণ—অদ্ভুত ক্ষমতা প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার আর সকল গ্রন্থ, অন্যের হিসাবে, এক একটি কোহিনুরস্বরূপ বটে; কিন্তু তাঁহার এই মহানাটক-চতুষ্টয়ের তুলনায়, তাঁহার অন্যান্য নাটকগুলি,—চন্দ্র-সূর্য্যের নিকট এক একটি ক্ষুদ্র গ্রহের অনুরূপ।

মনুষ্যহৃদয়ে পুণ্য এবং পাপ, ভালো এবং মন্দ, স্বর্গ এবং নরক,—এইরূপ বিপরীত ভাবের সমন্বয়। কেবল সৌন্দর্য্য ও শোভাই জগতের প্রাণস্বরূপ নহে। সৌন্দর্য্য,—কবির ধ্যান ও আরাধনার সামগ্রী এবং কাব্যের প্রধান অবলম্বন হইলেও, যে মহাকাব্যে মানব-চরিত্র প্রদর্শিত হইবে,—সৃষ্টি-রহস্য প্রকটিত হইবে, তাহা কেবল সৌন্দর্য্যময় হইলেই চলিবে না, পরন্তু তাহাতে কোমলতা ও কঠোরতা দুইই থাকা আবশ্যক। সুন্দর ও কুৎসিত,—দুই লইয়াই জগৎ, এবং সুন্দর ও কুৎসিত দুই লইয়াই মহাকাব্য।—মহাকাব্য বিশ্ব-সৃষ্টিরই প্রতিকৃতি।

প্রকৃতির হাসি-মুখ প্রতিনিয়ত কেহ দেখিতে পায় না; এইমাত্র যে অশান্ত রূপসী,—বালিকার ন্যায় স্খলিত-বসনা, উন্মুক্ত-কুন্তলা হইয়া,—অপরূপ সৌন্দর্য্য বিকীরণ করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতেছিল,—পরক্ষণে দেখ, সে মূর্ত্তি গাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া, মহাপ্রলয়ের বিরাট দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। মানবপ্রকৃতিও এইরূপ;—কখন সরলতার মধুর সমাবেশ, কখন নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তিমান্ ছবি;—কখন পুণ্যের আধার, কখন পাপের নিদান! মনুষ্য,—দেবতাও বটে; দানবও বটে! দু'য়ের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে মনুষ্যচরিত্র সম্পূর্ণ। যেখানে দেবতার পদতলে দানব নির্য্যাতিত, সেইখানেই মনুষ্যের চরম উৎকর্ষ; পরন্তু যেখানে দানবের পদতলে দেবতা, সেইখানেই মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ নাই। সেক্সপিয়র এই মহান্ মনুষ্য-হৃদয় লইয়া তাঁহার মহা-কাব্য-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এমনভাবে মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা,—আর কোনও কবির কাব্যে দৃষ্ট হয় না। এই গুণেই সেক্সপিয়র কাব্য-জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন।

১—ম্যাক্‌বেথ।

কবির ম্যাক্‌বেথ্ অসাধারণ সৃষ্টি! ঘটনা-বৈচিত্র্যে, দৃশ্য-সংযোজনে, বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশে,—নাট্যাংশে, ম্যাক্‌বেথ কবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। মেঘ-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত, জলা-ভূমি, পিশাচীর আবির্ভাব, লোভ ও দুরাকাঙ্ক্ষার উত্তেজনা,—ম্যাকবেথের হৃদয় লইয়া পিশাচীগণের ক্রীড়া-কৌতুক লেডি ম্যাক্‌বেথের দানবী-বেশ, স্বামী-স্ত্রীর মহাপাপ-বহ্নিতে আত্মদান,—সরল-হৃদয়, স্নেহপ্রবণ, ধর্ম্মাত্মা ডান্‌কানের ভীষণ হত্যা, ম্যাক্‌বেথের সঙ্কল্পে বিঘ্ন, লেডি ম্যাক্‌বেথের উত্তেজনা, পিতার সাদৃশ্য দর্শনে রাজহত্যায় লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয়-স্পন্দন,—প্রভৃতি কত ঘটনাই একেবারে চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত!—পড়িতে পড়িতে শ্বাস রুদ্ধ হয়,—হৃদয়ে আতঙ্ক, বিস্ময়, ও ঘৃণার উদ্রেক হয়,—চক্ষু চাহিতে কষ্ট হয়,—যেন দৃষ্টিমাত্রেই চির-অন্ধ হইবার সম্ভাবনা!—তখন মনে হয়, আমি আর ইহজগতে নাই,—কবি তাঁহার ভীষণ কাব্য-চিত্রপটে মনুষ্যের মন এমনি চির-আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ সে বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, মর্ম্মস্পর্শী।

ম্যাক্‌বেথ্ মহা-নাটকের মূলতত্ত্ব,—পাপের প্রলোভনে মানবাত্মার অধোগতি। যেন ছিন্নমস্তা, আপন হস্তে আপন শিরশ্ছেদ করিয়া, হৃদয়-উদ্গত শোণিত-ধারা পান করিতেছে! ম্যাক্‌বেথ্ নিষ্পাপ হৃদয়টাকে দুরাকাঙ্ক্ষ-দানবের পদতলে দিয়া, নরকের অনলে দগ্ধ হইতেছে,—কিন্তু ভস্মীভূত হইতেছে না! মহাকবি বিশাল চিত্রপটে অঙ্কিত করিতেছেন,—ম্যাক্‌বেথ-ধর্ম্মী মানবাত্মা সয়তানের আকর্ষণে আত্মহারা!

ম্যাক্‌বেথ শারীর-বলে অসুর-তুল্য, কিন্তু হৃদয়ে বড় দুর্ব্বল। পরন্তু হৃদয়-বলেই মানবের জগতে একাধিপত্য,—শারীর-বল নগণ্য মাত্র। ম্যাক্‌বেথের শারীর-বলের তুল্য হৃদয়-বল থাকিলে, এই মহানাটকের রূপান্তর হইত। হৃদয়ে দুর্ব্বল দেখিয়াই, সয়তান ম্যাক্‌বেথের অধিকার পাইয়াছিল, সেই জন্যই——

ম্যাক্‌বেথ্ মহাপাপী,—ম্যাকবেথ্ মহাপাপীর জীবনী,—ম্যাক্‌বেথ লোক-শিক্ষার অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত-স্থল।

ম্যাক্‌বেথ-পত্নী, স্বামীকে স্নেহ করে, ভালবাসে, এবং স্বামীর বীরোচিত সাহস দেখিয়া পুলকিত হয়। স্বামীর হৃদয়, জগৎ-সংসারের অজ্ঞেয় হউক,—তথাপি সে হৃদয় স্ত্রীর তীক্ষ্নদৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না। ম্যাক্‌বেথ্ হৃদয়ে বড় দুর্ব্বল, তাহা লেডি ম্যাকবেথের বুঝিতে বাকি ছিল না। ম্যাক্‌বেথ, শুভ জানিয়া কখন শুভ-অনুষ্ঠানে রত হয় নাই,—পুণ্য বুঝিয়া কখন পুণ্যে মন দেয়

নাই ;—কেবল জন-সাধারণ্যে খ্যাতি-প্রতিপত্তির প্রত্যাশায় তাহার মাঙ্গল্যে অনুরাগ ;—লেডী ম্যাক্‌বেথ্‌ ইহা পরিষ্কার বুঝিত। নিরাপদে যদি পাপের অনুষ্ঠান হইতে পারে, তবে ম্যাক্‌বেথ তাহাতে অসম্মত নহে ; কিন্তু যেখানে গোলযোগের সম্ভাবনা, ম্যাক্‌বেথ্‌ সেখানে নাই।—ইহাই ম্যাক্‌বেথের হৃদয়। এই হৃদয়ের সহিত অশান্ত-প্রকৃতি, অসীম দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণা, দুঃসাহসিনী,—লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয় সম্মিলন! ম্যাক্‌বেথ্‌ যুদ্ধে বিজয়ী ; রণক্ষেত্রে স্বীয় বিজয়-নিশান উড্ডীন করিতে পারদর্শী ;—কিন্তু লেডি ম্যাক্‌বেথের অন্তরের পাপযুদ্ধে, ম্যাক্‌বেথকে হারি মানিতে হয় ;—তাহার সে বিজয়-নিশান অবনত হইয়া পড়ে।—তাই ম্যাক্‌বেথ্‌ পত্নীর ইঙ্গিতে, নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিল!

পত্নী পতির সহায়। যখন চিত্ত-দৌর্ব্বল্যে প্রাণটা কোথায় ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, পুণ্য-প্রতিমা পত্নী,—অমনি পুণ্য-আকর্ষণে তাহা যথাস্থানে সংরক্ষিত করেন। কিন্তু পুণ্যে ও পাপে যে স্বামীর তুল্য-আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, এবং যে নিজের উচ্চ মর্য্যাদা স্বামীর পাপানুষ্ঠানে বিসর্জ্জন দিতে পারে,—তাহার অসাধ্য কর্ম্মই নাই। এমন সময় আসে, যখন নরকের অধঃসোপানে দাঁড়াইয়া নিদারুণ আর্ত্তনাদে স্বামীর প্রাণ যায়-যায় হয়, তখন পত্নী ইচ্ছাসত্ত্বেও স্বামীকে রক্ষা করিতে পারে না। লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ এই শ্রেণীর মহাপাপিনী পত্নী ;—স্বামীর উপর তাঁহার অসীম প্রভুতা। স্বামী দুরাকাঙ্ক্ষায় জর্জ্জরিত ; দুরাকাঙ্ক্ষ-পরায়ণা পত্নী সেই অগ্নিতে ফুৎকার দিল! তখন আগুন হু হু জ্বলিয়া উঠিল ; সে আগুনে ম্যাক্‌বেথ্‌-পতঙ্গ পুড়িল,—কিন্তু মরিল না। পত্নী, পতির সহায় হইল,—কিন্তু পুণ্যে নহে,—পাপে। এইজন্যই ম্যাক্‌বেথের এতই ভীষণ পরিণাম!

সত্য বটে, ম্যাক্‌বেথের অন্তরে দুরাকাঙ্ক্ষা জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি কোথায়? পথে পর্ব্বতপ্রমাণ বিঘ্নসমূহ ; দুর্ব্বল-হৃদয় ম্যাক্‌বেথ্‌ অগ্রসর হইতে না পারিয়া ভাবিতেছিল। এমন সময় লেডি ম্যাক্‌বেথের আবির্ভাব হইল ; তাহার তিরস্কারে ভীরুতা পলায়ন করিল,—সাহস আসিল। ইহা যে ম্যাক্‌বেথের উপর উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তির অধিকার, তাহা নহে ;—ইহা দুর্ব্বল হৃদয়ের উপর প্রবল হৃদয়াবেগের সম্মিলন।—পাপিষ্ঠা পত্নীর উত্তেজনার ফলে, তরঙ্গ-তুফানে ম্যাক্‌বেথের ক্ষুদ্র হৃদয়-তরী নিমজ্জিত হইল।——রমণী ধার্ম্মিকা হইলে, কোন্ সিদ্ধ-যোগী তাহার সমতুল্য হইতে পারেন? রমণী পাপিষ্ঠা হইলে, কোন্ মহাপাপ তাহার উচ্চে আসন লইতে সমর্থ হয়?

কিন্তু পাপিষ্ঠা হইলেও, লেডি ম্যাক্‌বেথ্‌ রমণী। রমণীর বুকে রমণীর হৃদয়ই

নিহিত ছিল। এই জন্য, পাপ-সঙ্কল্পে সুদৃঢ়া হইলেও,—হৃদয়ে উত্তেজনা আনিতে, হতভাগিনীকে মদিরার সাহায্য লইতে হইয়াছিল। এই জন্যই পাপিষ্ঠা,—নিদ্রিত রাজার মুখে, তাহার মৃত পিতার সাদৃশ্য দেখিয়া, সঙ্কল্প সাধনে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য হত্যার পর হত্যা সাধন করিয়া, দারুণ মনস্তাপে তাঁহাকে একদিন বলিতে হইয়াছিল,—"যাহার জন্য এত পাপানুষ্ঠান, কে বলিতে পারে তাহাই নিরবচ্ছিন্ন সুখ! কিন্তু যাহা হারাইলাম,—তাহা কি মধুর ছিল!"

ক্রমে লেডি-ম্যাক্‌বেথ্ অপ্রকৃতিস্থ হইয়া পড়িল। ম্যাক্‌বেথেরও হৃদয়ও ভারাক্রান্ত, শান্তিসুখহীন, দারুণ অবসাদময়। পত্নীর মুখে সে হাসি নাই, কণ্ঠস্বরে সে উৎসাহও নাই! ম্যাক্‌বেথের হৃদয় নরকময় হইয়া উঠিল,—লেডি ম্যাক্‌বেথের হৃদয় অস্বাভাবিক ক্রিয়ায় বিকৃত হইল!

তখন লেডি-ম্যাক্‌বেথ্ আপনার কার্য্য আপনি দেখিল! যে মগ্নপ্রায় তরী,—মনে করিলে, গর্জ্জিত মহাসিন্ধুর বক্ষ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারিত, এখন সেই তরী,—উদ্বেল তরঙ্গমালায় প্রতিহত হইতে-হইতে, জলমধ্যে-নিমজ্জিত পাহাড়শ্রেণীর শিখরদেশে আহত হইতে লাগিল! ম্যাক্‌বেথ্ নিদ্রাশূন্য,—বহিশ্চক্ষুতে যেন আত্মকৃত হত্যাকাণ্ড দেখিতে পাইতেছে;—আসনে উপবেশন করিতে গিয়াও ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা,—হতভাগ্য এখন দেখিতে পায়!—লেডি ম্যাক্‌বেথ্ বুঝিল, এ সকলি তাহারই পাপ-বুদ্ধির পরিণাম! যে অন্তরাত্মার আশ্রয়ে মনুষ্যহৃদয় সুন্দর, হতভাগিনী দেখিল, তাহার সে হৃদয় তিরোহিত হইয়াছে,—কেবল নরকের জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি বুকের মধ্যে দিবানিশি জ্বলিতেছে! রমণীর হৃদয় আর এ মহাপাপের বোঝা বহিতে পারিল না,—সত্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল।——যে ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করেন; যে পাপকে আলিঙ্গন দেয়, পাপ তাহার সর্ব্বনাশসাধন করে। পাপকে আলিঙ্গন দিয়াছিল বলিয়াই,—ম্যাক্‌বেথ, হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করিতে লাগিল; লেডি-ম্যাক্‌বেথ্ উন্মাদিনী হইল!

লেডী-ম্যাক্‌বেথের চক্ষে নিদ্রা নাই, অথচ তাহা জাগরণেরও অবস্থা নহে। হতভাগিনী দিবানিশি হস্ত প্রক্ষালন করিতেছে, রুমালে হাত ঘষিতেছে, তবুও যেন রক্তের চিহ্ন মুছিতেছে না! চারিদিকে বিভীষিকা। দারুণ মনস্তাপে লেডি-ম্যাক্‌বেথ্ বলিতেছে,—"এ হাতের ময়লা কি কিছুতেই মুছিবে না? আরব্য দেশের সমগ্র গন্ধ-দ্রব্যেও কি এ দুর্গন্ধ দূর হইবে না?"—হস্তেই যদি শোণিত-চিহ্ন থাকিত, এবং দুর্গন্ধ যদি হস্তের মধ্যেই আবদ্ধ রহিত, তবে তাহা

লোপ পাইত। কিন্তু হায়, মনের উপর যে দাগ [illegible] —হৃদয়ের মধ্যে যে দুর্গন্ধ হয়,—তাহা দূর করিতে, কি ঔষধ পৃথিবীতে আছে? এই [illegible] ম্যাক্‌বেথ্ বৈদ্যকে পরামর্শ দিয়াছিল,—"তুমি কি মনের ব্যাধি দূর করিবার কোন ঔষধ জান না? স্মৃতি হইতে বদ্ধমূল [illegible] দূর করিয়া দাও,—মস্তিষ্ক শীতল প্রলেপে স্নিগ্ধ করিয়া দাও,—বুকের গুরুভার নামাইতে বিস্মৃতি আনিয়া দাও!"——বিস্মৃতি! ম্যাক্‌বেথ্ ঠিকই বুঝিয়াছিল, বিস্মৃতি ভিন্ন এ ব্যাধির অন্য ঔষধ নাই! মহাপাপীর,—মহাপাপের স্মৃতির তুল্য [illegible] শাস্তি আর নাই; সেই স্মৃতির বিলোপই—শান্তি! কিন্তু বিস্মৃতি [illegible] নহে।—লেডি-ম্যাক্‌বেথ্ দারুণ মনোবিকারে ইহলোক [illegible] জ্বালা জুড়াইল।

পত্নীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া ম্যাক্‌বেথ বলিয়া উঠিল,—

"——To-morrow, and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day
To the last syllable of recorded time;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out, brief candle!
Life 's but a walking shadow; a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more: it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."

ইহা শুনিলে, পাপীর উক্তি [illegible] মনে হয় না;—পরন্তু যে [illegible] অপরাধে আত্মবিনাশ করিয়াছে, এবং উপস্থিত মুহূর্তে জীবন-সঙ্গিনী পত্নীর চির-বিয়োগ-শোকে আঘাত পাইয়াছে, তাহারই নিরাশা-দগ্ধ হৃদয়ের উক্তি বলিয়া মনে হয়।

ম্যাক্‌বেথ্, পত্নীর মৃত্যুতে [illegible] উত্তেজনা পাইল, কিন্তু সে উত্তেজনার ফল যুদ্ধক্ষেত্রেই শেষ হইল। ম্যাক্‌বেথ মরিয়া জুড়াইল। তখন ডাকিনীগণের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল;—

"——Fair is foul, and foul is fair
Hover through the fog and filthy air."

সেই গীত গায়িতে গায়িতে,—ডাকিনীগণ চিরদিনই পৃথিবী-[illegible] বিচরণ করিতেছে। যে তাহাদের আপাত-মনোরম আশ্বাস-বাক্যে মুগ্ধ হয়, তাহারা তাহারই সর্ব্বনাশ সাধন করে। 'পাপের জন্য পাপানুষ্ঠান করে',—এই মন্ত্র ব্যতীত, তাহাদের অন্য মন্ত্র নাই।

এই পি...চিগণ —কেবল সেক্সপিয়রের সময়েই বর্ত্তমান ছি... না, ...বা ইহা কেবল...র ...কল্পনাও নয় ;—পরন্তু যেদিন প...বীতে পাপের সৃষ্টি হইয়াছে, সে...দিন হইতেই ইহাদের ...সৃষ্টি হইয়াছে।

মহা...দেখাইলেন,—কেবল দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তিরই এইরূপ দুর্দ্দশা হয় না ;—পরন্তু ...ক ব্যক্তিও যদি হৃদয়কে তেমন দৃঢ় করিতে না পারেন, তবে অবস্থাবিশেষে, তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রও এই পিশাচীগণের ক্রীড়া-নিকেতন হয় !

ম্যাকবেথের এইরূপ ভীষণ ভয়াবহ পরিণাম দেখাইতে, মহাকবি 'ম্যাক্‌বেথ' ...দৃশ্য কি ভীষণ করিয়াই দেখাইয়াছেন !

২—হাম্‌লেট।

কবিত্বে ও দর্শন তত্ত্বে—হাম্‌লেট,—মহাকবির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য,—কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানাটক নহে।—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহানাটক তাঁহার ম্যাক্‌বেথ।

...র পিতৃব্য,—জ্যেষ্ঠ সহোদরকে গোপনে হত্যা করিয়া, তাঁহার রাজ্য ও তাঁহ... রাণী লাভ করেন। রাণীর এই পুনর্ব্বিবাহ-ব্যাপার,—রাজার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমা...। রাজ্য পরহস্তগত হইল, তাহাতে পুত্র হাম্‌লেটের লোভ নাই ; কিন্তু তেমন সদাশয় পিতার তাদৃশ হত্যা, এবং মাতার এই পৈশাচিক আচরণ,—হামলেটের প্রাণে বড়ই আঘাত করিল।

হাম্‌লেট ...লেন, সকলেরই প্রিয় ...ন। তিনি বিদ্বান, উন্নত...রিত্র, কবি ...শীক। তাহার প্রকৃতিতে সরস হাস্য-কৌতুক ও গাম্ভীর্য্য,—উভয়ই বিরাজ করিত। কবি-হৃদয়ের উদ্দাম কল্পনা ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর গম্ভীর চি...,—...র রাসায়নিক-ক্রিয়ার সংযোগে তাঁহাতে নিহিত ছি...। তবুও তাঁহার সেই ...গুলে বিষাদের একটা ঘন ছায়া আচ্ছন্ন থাকিত। পিতার বিয়োগ-দুঃখ, পিতৃব্যের নৃশংসতা, মাতার অবৈধ ব্যবহার,—হামলেটকে বড়ই ব্যথিত করিল। জগৎ যেন দানবের রচনা, ইহ...সার যেন পাপের লীলাভূমি, পৃথিবী যেন আজীবন কারাবাস,—এইরূপ চিন্তাই হামলেটের মনে দিবানিশি জাগিত। প্রেতাত্মার উপদেশে, প্রতিহিংসাও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। তখন সকল ভাব একত্রি...ত হইয়া, হামলেটকে বড়ই যন্ত্রণা দিতে লাগিল। তাহাতেই গভীর দুঃখের উৎপত্তি হইল ; সেই অবধি হামলেট মহাদুঃখী।

সেই ...তে শোকের মলিন বেশ তিনি ...ত্যাগ করিলেন না ; হাস্য-কৌতুক, গীতবাদ্য সকল... তিনি বিদায় দিলেন ; অন্তরে যে প্রেম-শিখা জ্বলিতেছিল, তাহাও নিবাইয়া দিলেন ;—আপনা...ক সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইলেন। কেবল অন্তরে জাগি...

রহিল।—অন্তরের [illegible] সংসারের, দুঃখ ভুলিতে ও [illegible] নিবৃত্তি [illegible]তে, সুখ আহরণ করে ; কিন্তু হাম্লেট্ দুঃখ ভোগের জন্য দুঃখের [illegible] করিলেন,—সুখের চিন্তা মন হইতে এককালে বিদায় দিলেন। [illegible] হইলে, হাম্লেটের দুঃখ কি, তাহা বুঝিতে হয়, এবং সে দুঃখের পরিমাণ কত, তাহাও অনুভব করিতে হয়। হামলেটের সুখদুঃখ,—সাধারণ লোকের সুখদুঃখের [illegible]তুল্য হইল,—কথা ছিল না। [illegible] সে হৃদয়ের সুখদুঃখের অনুভূতি বড় গভীর। সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিতে যেমন ভীষণ ঝঞ্ঝার আবির্ভাব হয়,—মহাপ্রলয়ের দিনে যেমন উনপঞ্চাশ বায়ুর প্রয়োজন হয় ;—হামলেটের হৃদয়স্থ সুখদুঃখের মাত্রা ঠিক করিতে, [illegible] গভীর—গভীরতম সুখদুঃখের কল্পনা করিতে হয়। এবং হামলেটের [illegible] সে সুখদুঃখের পরিমাণ না বুঝিলে, হামলেটকে বুঝা যায় না। সুখদুঃখের যে বৃত্তি সাধারণ লোকের নিত্য কল্পনার [illegible], হামলেটের সুখদুঃখ কল্পনা তাহা হইতে ভিন্ন ;—এই জন্যই হামলেটের [illegible] বড় গভীর, এই জন্য হাম্লেট মহাপ্রাণী।

পক্ষান্তরে হাম্লেট দার্শনিক, সংযতচিত্ত, বুদ্ধিমান ;—প্রতিহিংসার অনল বক্ষে জ্বলিতেছে [illegible] হাম্লেট অপরিণামদর্শী বা উদ্ধত নহেন। তিনি ধীরভাবে [illegible] হেন, [illegible] লোকের সংস্রব ত্যাগ করি[illegible] ক হইতেছে [illegible] তাঁহার উন্মা[illegible]—ছলনা [illegible],—কিন্তু সে ছলনার নীচ[illegible]

[illegible] এই ছলনা [illegible]রের সঙ্গে [illegible], ক্রমে বাস্তব উন্মত্ততায় পরিণত হইয়াছিল। অথবা, হামলেট অন্য সব সময়ে বেশ সহজ স্বাভাবিক লোক ; কেবল গভীর দুঃখ-চিন্তায়,—মাতা ও পিতৃব্যের ব্যবহারের কথা যখন মনে উদয় হয়, সেই সময়েই তিনি উন্মত্ত। কথাটা খোলসা করিয়া বলিতে এইরূপ দাঁড়ায়,—হাম্লেট যখন মাতার [illegible]হারে, পিতৃব্যের নিষ্ঠুরতা স্মরণে উন্মত্ততা প্রকাশ করেন,—তখন তিনি সত্য সত্যই উন্মত্ত। [illegible] ঘটনায়, যে উন্মত্ততা দেখান, তাহা ভাণ মাত্র।—[illegible],—সত্যতা নির্ণয় করিবার একটা কৌশল। আবার, যখন [illegible] বেশ সহজ স্বাভাবিক লোক,—তখন সে [illegible] থাকে না।

এই কথাটা বুঝিতে হইলে, মনুষ্য-প্রকৃতির একটু [illegible] দৃষ্টি হইতে হয়।

এই নিখিল সংসারে [illegible] এক হিসাবে, হাম্লেটের [illegible]

প্রকৃতিস্থ ?——কেনা মনের আগুনে পুড়ি ,—বাসনার তীব্র উত্তাপে, নিরাশার অরুন্তুদ যন্ত্রণায়, স্নেহ-বন্ধনের বিচ্ছিন্নতায়,— অন্তরের অন্তরে পাগল হইয়াছে ? পরন্তু কপটতাময় লোকসমাজে মিশিয়া, দেঁতোর হাসি হাসিয়া, কে না বিজ্ঞের ভাণ করে ? তখন হন তিনি,—সহজ স্বাভাবিক লোক ; আর যে তাহার বিপরীত ব্যবহার করে,—সত্য ও সরলতাই জীবনের সম্বল করে,—আত্মবঞ্চক নিষ্ঠুর সংসার তাহাকেই পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া থাকে !—হ্যামলেট মনে খাঁটী, বাহ্য-ব্যবহারে পাগল ; কিন্তু তোমায় আমায় ভিতরে পাগল ; বাহিরে স্বাভাবিক অবস্থার ভাণ করি মাত্র।—এ হিসাবে এই ভাণ,—হ্যামলেটের ?— না ভাণ,—তোমায় আমার ?

তার পর, হ্যামলেট ইচ্ছা করিয়া যে ভাণ করিতেন,—তাহার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্রেতমূর্ত্তির কথিত ঘটনাবলী সত্য কিনা, তাহা জানিবার জন্যই তাঁহার ছলনা,—এ ছলনা মনকে-চোক-ঠারিয়া নহে অতএব, হ্যামলেট যে নিরবচ্ছিন্ন ভাণের অভিনয় করেন,—এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া,—ঠিক নয়।—তাহাতে হ্যামলেটের প্রতি অবিচার করা হয়।

তারপর যে উন্মত্ততায় দর্শনের কথা,—গৃহীর জ্ঞান, [illegible] আত্মবিস্মৃতি, প্রণয়ের সরলতা নিহিত,—তাহা কি সাধারণ উন্মত্ততা ? [illegible] হ্যামলেটকে ধরিতে পারিল না। মন বুঝিবার জন্য যে নিকটে [illegible] তাহাকে বাঁশী বাজাইতে বলিলেন ! সে পারিল না। হাসিতে হাসিতে রাজপুত্র হ্যাম্‌লেট তখন বলিতেছেন ;——

"——Why, look you now, how unworthy a thing you make of me! You would play upon me; you would seems to know my stops; you would pluck out the heart of my mystery; you would sound from my lowest note to the top of my compass: and there is much music, excellent voice, in this little organ; yet can not you make it speak. 'Sblood, do you think I am easier to be played on than a pipe? Call me what instrument you will, though you can fret me, you can not play upon me."

ইহা কি উন্মত্ততা ? এ ক্ষেত্রে ভাণ করিল কে ?—হাম্‌লেট, না তাঁহার বয়স্য ? সামাজিক বিজ্ঞ,—না নবপ্রাণ প্রকৃতির শিশু ?

হাম্‌লেট,—পিতৃব্যের উপর যেরূপ বীতশ্রদ্ধ, তাঁহার মাতার উপরও ততোধিক। এজন্য মাতাকে নিকটে পাইয়া, পিতার প্রতিকৃতি দেখাইয়া, মাতাকে ভর্ৎসনা করিলেন। সে এক একটি কথা,—যেন মুখে জলন্ত অঙ্গার স্পর্শের ন্যায় অনুভূত হইল। পিতার কথা বলিতে বলিতে, [illegible] পুনর্ব্বার পিতার

প্রেতাত্মা দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা জননীকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ঐ দেখ, মা, তিনি [illegible] আছেন!—ঐ শুন, তিনি কি বলিতেছেন।" জননী তাহা দেখিতে পাইলেন না।——এই প্রেতাত্মা হামলেটের মানস-সৃষ্টি, এই জন্য অন্যের দৃষ্টির অগোচর। এখানে হামলেট বাস্তব পাগল।

পাপ পিতৃব্য ও মাতা, হামলেটের উন্মত্ততার কারণ নির্দ্দেশ করিতে ব্যস্ত হইলেন। সুন্দরী ওফিলিয়া হামলেটের প্রণয়িনী,—সেই প্রণয়-চিন্তা হইতে এই উন্মত্ততা আসিয়াছে কি না তাহা জানা আবশ্যক। পিতৃব্য যে আসল কারণ না বুঝিতেন, এমন নহে; পরে শেষে রাণীও বুঝিলেন, প্রণয়ে এ ব্যাধির উৎপত্তি নহে।—বালিকা ওফিলিয়া,—নির্ব্বাত সরোবর-বক্ষে অস্ফুট কোমল-কোরক। এত সুন্দর, এত মনোজ্ঞ, এত কোমল, এত পবিত্র যে,—এ মাটীর পৃথিবীতে তাহার স্থান হইল না। হৃদয়হীন নির্ব্বোধ বৃদ্ধ পিতা,—বিদ্যাভিমানী, বিবেচনা শূন্য, দাম্ভিক ভ্রাতা,—ইহাদেরই অভিভাবকতায়,—মাতৃহীনা ওফিলিয়া পরিপালিতা! অথচ বালিকার ক্ষুদ্র বুকে এত প্রেম,—নির্ম্মল মুখমণ্ডলে এমন স্বর্গীয় শোভা যে, বালিকার মুখপানে চাহিয়া, হামলেট উন্মত্ততার অভিনয় ভুলিয়া যাইতেন,—মনের দুঃখে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ ব্যক্ত করিতেন।—তাহা শুনিয়া একদিন পলোনিয়াসকে পর্য্যন্তও বলিতে হইয়াছিল,—"এমন সংযত উন্মত্ততা আমি দেখি নাই।"

[illegible] তুমি বলিবে, হামলেট উন্মত্ত ও ভানময়,—আর তুমি সহস্র লোক ও সর্ব্বজ্ঞ [illegible]?

গভীর দুঃখে উন্মত্ত হওয়া সত্ত্বেও, হামলেটের সত্যনিষ্ঠা প্রবলা ছিল। প্রেতাত্মার মুখে সকল কাহিনী শুনিয়াও, হামলেট সত্যতার প্রমাণ লইতে [illegible] [illegible]।—এমন কি, [illegible] তিনি একদল অভিনেতা আনাইয়া, পিতার মৃত্যুর ঘটনা তুল্য একটা বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া, অভিনয়ও করাইলেন;—এবং সেই অভিনয় মাতাকে ও পিতৃব্যকে দেখাইলেন।

তখন আর তাঁহার প্রেতবাক্যে এতটুকুও অবিশ্বাস রহিল না,—পিতৃব্য ও জননী-কৃত পাপ, অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিলেন।—এইবার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

হামলেটের জীবনের ইতিহাস বড়ই দুঃখময়। উন্মত্ততার ছলনা হইতে, শেষে হামলেট প্রকৃতই উন্মত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে হৃদয় যেমন অসাধারণ, তাঁহার উন্মত্ততাও তেমনি অসাধারণ। সে উন্মত্ততায় অসার প্রলাপ ছিল না।—

পর্য্যন্ত দার্শনিকের গভীর চিন্তায় যাহা পরিব্যক্ত হয়, উন্মত্ত হামলেটের [illegible] মুখেতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে! কাব্য, ইতিহাস ও দর্শন,—এই তিনের [illegible] সংমিশ্রণে "হাম্লেট্" দার্শনিক নাটক। ম্যাক্বেথের ন্যায় ঘটনার চ[illegible] ইহাতে নাই, তেমন ভয়াবহ দৃশ্যেরও অবতারণা নাই,—কিন্তু হামলেটের সৌন্দর্য্য,—হামলেটের চিন্তাশীলতায়, দার্শনিকতায়, কবিত্বে ও মাধুর্য্যে। অপিচ, ইহাতে যে অদ্ভুত ও বিস্ময়-[illegible] আছে, তাহা কেবল অনুভবনীয়,—বুঝাইবার নহে। প্রেত মূর্ত্তি-দর্শনে বিস্ময়বিহ্বল হাম্লেটের ভাষাতেই বলি,—

—"There are more things in heaven and earth Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

কথাটা গুছাইয়া বলিতে পারিলে, [illegible] হিসাবে, "হামলেট" নাটক সম্বন্ধেও ইহা খাটে।—ইহাতে কতই না অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে!

দুঃখ, ধীরে ধীরে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, তেমন সুদৃঢ় চিত্তকে কিরূপে আচ্ছন্ন করিল,—পরে নানারূপে বিধ্বস্ত করিয়া, সে হৃদয়-দুর্গ কিরূপে ধূলিসাৎ করিল,—"হামলেট" তাহার নিদর্শন। মহাকবির মহতী প্রতিভার এমন সর্ব্বোচ্চ স্ফুর্ত্তি,—আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। এমন গভীর চিন্তা, এমন অদ্ভুত উদ্দাম ক[illegible]—সর্ব্বসময়ে সর্ব্বত্র দেখিবার আশা করাও বিড়ম্বনা। "হামলেট" সংসারীর [illegible]মন আদরের সামগ্রী, দার্শনিকেরও সেইরূপ প্রিয়বস্তু। সরল হৃদয় কৃষক, ও সৌন্দর্য্যবিভোর [illegible] কবি,—উভয়েই "হ্যাম্লেটে" [illegible] প্রিয়চক্ষে দেখিতে পারেন।

[illegible]থেলো।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ওথেলোকে [illegible] কি ভাবে দেখিবেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। যে কেবল হৃদয়ের গুণে, তেমন সর্ব্ব-সৌন্দর্য্যে [illegible] রমণীরত্ন লাভ পাইয়াছিল, এবং তেমন [illegible], নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ হারাইয়াছিল,—তাহার মত দুর্ভাগ্য কে? [illegible] রমণী,—[illegible] রূপবান্, গুণবান্, এবং বিদ্বান্ রাজাদিগকেও প্রত্যাখ্যান করিয়া, [illegible]কার ব্যক্তিকে হৃদ[illegible] করিয়াছিলেন, এবং [illegible] প্রেমে আত্মহারা হইয়া [illegible]ছিলেন,—

"I saw Othello's visage in his m[illegible]—

যাঁহার প্রণয়ের ইতিহাস এক কথায় এই [illegible] ব্যক্ত হইয়াছে,—

She [illegible]ed me for the danger[illegible]
And I loved her that she did pity t[illegible]

প্রেমের ইতিহাসে তিনি চির[illegible] দস্তুতঃ ডেসডিমো

সীম প্রেম, অসীম ভালবাসা। এমন সসীমে-অসীমে অপূর্ব্ব-মিলন,—বড়ই সুন্দর! সতী-প্রতিমা দেস্‌দিমোনার প্রেম,—আকাশের ন্যায় অনন্ত, সমুদ্রের ন্যায় গভীর, স্বর্গের ন্যায় পবিত্র। শূকর রত্নের আদর বুঝিবে কেন?—তাই কাফ্রি ওথেলো,—সে সৌন্দর্য্য-ল াম দেস্‌দিমোনার মহত্ত্ব বুঝিল না।

ওথেলোর ভাগ্য প্রতিকূল, তাই এই অনন্ত সুখ,—পতিব্রতা প্রেমরাণীর গভীর ভালবাসা,—তাহার সহিল না। পাপ ঈর্ষা,—হতভাগ্যের সকল সুখ হরণ করিল।

কাফ্রি ওথেলো, সেই অপূর্ব্ব সুন্দরী দেস্‌দিমোনাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিত। সে ভালবাসা এত যে, তাহার পরিমাণ ছিল না। ওথেলোর নিজের কথাতেই বলি,—'আমার এ ভালবাসা বুদ্ধিমানের ভালবাসা নহে,—হৃদয়বানের ভালবাসা!'—এমনি যে ভালবাসা,—সেই ভালবাসাতেই প্রণয়িণীকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়া, বুঝি তাহার আশা মিটিত না,—এজন্য হৃদয়টিকে সে ভালবাসায় ডুবাইয়া র খিয়াছিল।—কিন্তু হায়! এত সুখ, হতভাগ্যের অদৃষ্টে সহিল না! তাই, সামান্য কথায়, বুঝি র দোষে, তাহার বুক-ভরা প্রেম বিচলিত হইল;—ক্ষুদ্র নিশ্বাস স্পর্শে মহামূল্য গৃহ ভূমিসাৎ হইল।

পাপ ইয়াগো ...গর মূল। ইয়াগোর তুলনা,—ইয়াগো ভিন্ন এ সং রে আর কাহারও সহিত হইতে পারে না। স্বয়ং পাপ ইহার কাছে হারি মানিয়া যায়,—তৃতীয় রিচার্ডও এক অংশে ইহার কনিষ্ঠ সহোদর হইতে পারে। কাসিওর পদোন্নতি ও পদচ্যুতি হইতে, তাহার মনে হিংসার আগুন জ্বলিয়াছিল; কিন্তু সে আগুনে পুড়িল,—নিষ্পাপ-হৃদয়া, সরলা দেস্‌দিমোনা!

দুর্ভাগ্য ওথেলো কিছুই বুঝিলেন না। যেন কি যাদুমন্ত্র তাহাকে মুগ্ধ করিল। তিনি ধ্রুব বিশ্বাস করিলেন,—তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব দেস্‌দিমোনা অসতী! দেস্‌দিমোনা অসতী? তবে এখনও স্বর্গ কেন?—পৃথিবী কেন?—ধর্ম্ম কেন?—পুণ্য কেন?—পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল—চরণ অবশ, দেহ অবশ, মন অবশ! ওথেলো তবুও সয়তানকে প্রকৃত ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলেন, সয়তান হাসিয়া বলিল,—"যাহা বলিয়াছি, তাহার প্রমাণ আছে।" সমুদ্রে বাড়বানল জ্বলিল!—ওথেলো ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হইয়া, নিদারুণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় বেড়াইতে লাগিল। দেস্‌দিমোনা কিছুই জানেন না,—নিষ্ঠুরা নিয়তি যে অলক্ষ্যে তাহার মহা সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা তিনি কিছুই অবগত নন। স্বামীর আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বিস্মিতা হইয়া, স্বামীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

ক্ষিপ্তপ্রায় স্বামী সকল কথা বলিল না।—এইখানেই ওথেলোর মহাভ্রম; এইখানেই হিংসার জীবন্ত অভিনয়!

দারুণ হিংসার বশে ওথেলো দেস্‌দিমোনাকে হত্যা করিল। ওহো, ভবিতব্য!

মহাকবি, এই বিষাদময় নাটকে একটি সরল প্রেমময় হৃদয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহাকেই আবার ঈর্ষার অনলে দগ্ধ করিলেন। কবি দেখাইলেন, ঈর্ষার ন্যায় প্রেমের পরম শত্রু,—পৃথিবীতে আর নাই। ঈর্ষা একবার অন্তরে প্রবেশলাভ করিলে, অন্তর খাক্ না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

৪—লিয়র।

লিয়রের ইতিহাসও দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। বৃদ্ধ লিয়র জরাজীর্ণ, রাজ্য-ভারে প্রপীড়িত,—কন্যাগণকে বিশাল রাজ্য ভাগ করিয়া দিতেছেন। রাজা হইয়াও লিয়র বয়োবার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীন। কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের স্বরূপ নির্ণয়ে অক্ষম। তাহার উপর অতিমাত্র তোষামোদ-প্রিয় ও যশোলিপ্সু। নহিলে রিগান ও গনারিলের আপাত-মধুর স্তোকবাক্যে প্রতারিত হইয়া,—সেই সরলে শোভাময়ী কুমারী কর্ডিলিয়াকে পরিত্যাগ করিবেন কেন?

এই নিখিল বিশ্ব চরাচরের একমাত্র লক্ষ্য,—আত্মপ্রতিষ্ঠা। এই জন্যই মানুষ সহস্র উপায়ে সুখের অনুষ্ঠান করিয়াও সুখ পায় না,—অন্তরে অন্তরে সারাটা জীবন দুঃখ অনুভব করে। সুখ আত্মবিসর্জ্জনে,—আত্মপ্রতিষ্ঠায় নহে;—ইহা কাব্যে ও জীবনে, সৃষ্টির আরম্ভ হইতে লোক বুঝিয়া আসিতেছে, অথচ মোহান্ধ মানুষ তাহা আত্মজীবনে দেখাইতে পারে না। লিয়র সর্ব্বস্ব বিতরণ করিতে বসিয়াও, জীবনের বৈতরণী-তীরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন,—"তুমি কি আমার?"—তুমি আমার হইলে, এ সর্ব্বস্ব তোমার! হায়! আমি এত করিলাম, তাহার কি কোন পুরস্কার নাই?—এতটুকু কৃতজ্ঞতা-প্রকাশও নাই? তুমি যদি আমার না হও, তবে নিকটে আসিও না,—আমি তোমার কেহ নহি!—এইরূপ চিন্তার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠা বৈ আর কি আছে?

দানবী রিগান বৃদ্ধ পিতাকে ভুলাইল, গনারিলও পাপিষ্ঠার অনুসরণ করিল। কিন্তু সত্য সত্য এ সংসার দানবের রচনা নহে,—তাহা হইলে এ কণ্টক-উদ্যানে কর্ডিলিয়া-কুসুম ফুটিতে পাইত না। কর্ডিলিয়া কুমারী; ভগিনীগণের মত মুখস্থ বিদ্যা দেখাইতে, মৌখিক ভালবাসা জানাইতে,—সে ঘৃণাবোধ করিল, তাহার সরল স্বাভাবিক অন্তরের সরল কথাই প্রকাশ করিল।—আত্মপ্রশংসালোলুপ বুদ্ধিহীন অন্ধ লিয়রের তাহা ভালো লাগিল না। লিয়র কর্ডিলিয়াকে

ভিশাং দিলেন,—তাহার প্রাপ্য অংশ অন্য দুই কন্যাকে অর্পণ করিলেন। কেণ্ট বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু লিয়র কোন কথাই শুনিলেন না;—উপরন্তু কেণ্টকে জীবন-ভয় দেখাইলেন,—শেষ সেই হিতৈষী মন্ত্রীকে দূরীভূত করিয়া দিলেন।—এখানেও লিয়রে আত্মতুষ্টি ও যশোলিপ্সার অভিমান পূর্ণরূপে বিরাজিত। কেণ্ট তাঁহার মনের মত কথা বলে নাই কেন,—ইহাই কেণ্টের অপরাধ!

লিয়র না বুঝিলেও,— ফ্রান্সরাজ, কর্ডিলিয়াকে বুঝিলেন। বুঝিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন। কর্ডিলিয়া হৃদয়গুণে সকলকে মুগ্ধ করিলেন। দুর্ভাগ্য লিয়র বুঝিলেন না যে, তিনি যাহা ঘৃণায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অমূল্য কোহিনুর, এবং যাহা সাদরে বক্ষে ধারণ করিলেন, তাহা প্রাণঘাতিনী সর্পিণী।

কিন্তু অল্পদিনেই লিয়রের এই মহা ভ্রম ভাঙ্গিল। একদিন দারুণ বর্ষা, গভীর অন্ধকার, পথের কুকুরটি পর্য্যন্ত গৃহাভ্যন্তরে আশ্রয় লইয়াছে,—সেইদিন লিয়র সেই গভীরদুর্য্যোগময়ী রজনীতে, কন্যাদ্বয়ের বাটী হইতে বহিস্কৃত হইয়া, প্রান্তরে দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধের অনাবৃত মস্তকের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিতেছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কন্যাগণের অকৃতজ্ঞতায় তিনি মর্ম্মাহত। সন্তানের নিষ্ঠুর ব্যবহার, নির্ম্মম অকৃতজ্ঞতা,—ভুজঙ্গদংশন হইতেও জ্বালাময়। লিয়র অন্তরের অন্তরে আজ সে জ্বালা উপলব্ধি করিলেন। আজ তিনি উন্মত্ত। কর্ত্তব্যজ্ঞান, ধর্ম্মবুদ্ধি, ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদাবোধ না থাকিলে,—সদাই আত্ম-প্রতিষ্ঠায়-তৎপর, একান্ত যশোলোলুপ, কর্তৃত্বাভিমানী, প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু ব্যক্তির,—পরিণামে এইরূপ উন্মত্ততাই আসিয়া থাকে। বিশেষ লিয়র আবার জরাজীর্ণ বৃদ্ধ। কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট বৃদ্ধ তখন আত্মগ্লানি ও অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া, দারুণ মনোবিকারে, গাত্র-বসন পর্য্যন্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, চীৎকার করিতেছেন,—

"Blow, wind, and crack your cheeks!
rage! blow!
You cataracts and hurricanoes, spout
Till you have drenched our steeples, drowned the cocks!—
You sulphurous and thought-executing fires,
Vaunt couriers to oak-cleaving thounderbolts,
Singe my white head!—And thou, all-shaking thunder,
Strike flat the thick rotundity o' the world!
Crack nature's moulds, all germens spill at once,
That make ingrateful man!"

ক্রমে লিয়র ঘোর উন্মত্ত হইলেন। মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতা,—মানুষকে এমনি চরম দুর্দ্দশায় আনিয়া থাকে। বিশেষ, যাহার ধর্ম্মবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই,—

কেবলমাত্র প্রশংসালোভে, তোষামোদে ও কর্ত্তৃত্বাভিমানে, যে,—অন্যের উপর করিয়া থাকে, তাহারপরিণাম এইরূপই হয়।

সংবাদ পাইয়া কর্ডিলিয়া পিতার শুশ্রূষার জন্য আসিলেন। আর্ত্তের চক্ষু মুছাইতে যেন স্বর্গের দেবী ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন। পিতার মস্তক ক্রোড়ে লইয়া, নানাপ্রকার সান্ত্বনায়, নানা ঔষধে পিতাকে আরোগ্য করিয়া, তদীয় রাজ্য উদ্ধারের জন্য ভগিনীগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সেই কর্ডিলিয়া! —বিবাহের যৌতুকস্বরূপ, যে পিতার অভিশাপমাত্র পাইয়াছিল, এই সেই কর্ডিলিয়া! যাহার সত্য ও সরলতাপূর্ণ অল্প কথায় অসন্তুষ্ট হইয়া, লিয়র যাহাকে দূরীভূত করিয়াছিলেন,—এই সেই কর্ডিলিয়া!—এতদিনে দুর্ভাগ্য লিয়রের চৈতন্য হইল।

কিন্তু বিধাতার বিচার বড় রহস্যময়! যুদ্ধে হারিয়া কর্ডিলিয়া বন্দিনী হইলেন, লিয়রও সেই সঙ্গে কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। পরে সব ফুরাইল।

ওথেলোর দুঃখে কাঁদিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু লিয়রের দুঃখে কান্না আসে নাই,—ইহা ক্রন্দনেরও অতীত। ওথেলো দারুণ দুঃখে আত্মহত্যা করিয়া জ্বালা জুড়াইয়াছিল, কিন্তু দারুণ দুঃখে লিয়রের হৃদয় আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িল! "লিয়র"ও বিষাদ-কাহিনী। সেই দুর্য্যোগময়ী ভয়ঙ্করী নিশীথে লিয়রের আর্ত্তনাদ,—পথে পথে ভিখারীবেশে ভ্রমণ,—তাহা স্মরণমাত্রেই হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হয়, মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতা মনে আসে;—মনে হয়, মহাসমুদ্র উথলিয়া উঠিয়া এ পাপের সংসার গ্রাস করিয়া ফেলুক! কিন্তু তখনি আবার ধীরে ধীরে কর্ডিলিয়া-ছবি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে!—আবার বাঁচিতে সাধ যায়, জন্ম জন্ম মনুষ্যজন্ম পাইতে বাসনা হয়। ভাবের গভীরতা ও জগতের সার্ব্বজনীন দুর্ব্বলতার সহিত ঠিক খাপ্ খায় দেখিয়া,—কেহ কেহ লিয়রকেই সেক্সপিয়রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলিয়া থাকেন।—আমাদের বিবেচনায় কিন্তু ম্যাক্‌বেথ্‌ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

দেখিলাম,—ম্যাকবেথ্ মহাপাপী; হাম্‌লেট্ মহাদুঃখী; ওথেলো বড় দুর্ভাগ্য, লিয়রও বড় দুর্ভাগ্য। মহাকবি এই চারিখানি মহানাটকে মানব-চরিত্রের মহান্ রহস্য প্রকটিত করিয়াছেন। আনুপূর্ব্বিক ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়,—বিস্ময়ে সেই মহাকবির মহতী প্রতিভা ধ্যান করিতে হয়।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

সেক্সপিয়র

হ্যামলেট

(HAMLET, PRINCE OF DENMARK.)

(১)

ডেনমার্কের রাজা হ্যামলেটের,—কোন অজ্ঞাত কারণে সহসা মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী গারট্রুড,—আপন দেবরকে,—হ্যামলেটের কনিষ্ঠ সহোদর ক্লডিয়সকে বিবাহ করেন। স্বামীর মৃত্যুর দুই মাসের মধ্যেই এই বিবাহ ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। চক্ষের জল শুকাইতে-না-শুকাইতে এবং সেই সার্ব্বজনীন শোকের বিন্দুমাত্রও উপশম হইতে-না-হইতে, এরূপ অস্বাভাবিক ব্যাপার,—লোক-সাধারণের চক্ষে নিতান্তই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল। রাণীর অন্তঃকরণ যে স্নেহ-মমতা-শূন্য এবং তাঁহার প্রকৃতি যে নিতান্ত নীচ ও স্বার্থময়,—সকলে তাহা বুঝিল। তাঁহার স্বামী,—রূপে ও গুণে অতুল ছিলেন। অথচ সেই স্বামীর সহোদর ক্লডিয়স্,—আকৃতিতে যেরূপ কদর্য্য, প্রকৃতিতেও ততোধিক কুৎসিত এবং অধম। তাহারই উপর রাণীর এইরূপ অ[illegible] [illegible]গের কারণ, লোকে সহসা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; তবে সকলের মনে

এইরূপ একটা বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই হতভাগ্য দুর্ব্বৃত্ত ক্লডিয়স,—কৌশলে রাজাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করিয়াছে,—এবং যুবরাজ হামলেটকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া, নিজে তাহা অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

লোকের বিশ্বাস যেরূপ হউক,—রাজার মৃত্যু ও তদীয় বিধবা পত্নীর অস্বাভাবিক ব্যবহার,—লোকের মনে যেরূপ ভাবান্তর ঘটাইয়া দিক,—যুবরাজ হামলেটের মনে কিন্তু বড়ই একটা গভীর বিষাদ-রেখা পতিত হইয়াছিল। হামলেট একান্ত পিতৃ-ভক্ত ছিলেন। মৃত পিতার স্মৃতি,—অন্তরের অন্তরে, ভক্তিভরে তিনি জাগরূক রাখিয়াছিলেন। সুতরাং মাতার এই অস্বাভাবিক ব্যাপার,—তাঁহার হৃদয় বড়ই যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিয়াছিল। একদিকে পিতার মৃত্যুজনিত শোক, অন্যদিকে মাতার বিবাহ-ব্যাপার,—এই দুই বিরোধী ঘটনায়,—লজ্জায় ও ঘৃণায়, তিনি মরমে মরিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই নির্ম্মল হৃদয়,—গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। তদবধি তাঁহার নয়নের প্রীতি-প্রফুল্লতা এবং জীবনের যে কিছু সাধ-আহ্লাদ,—সকলই তিরোহিত হইল। পুস্তকপাঠে না ক্রীড়া-কৌতুকে তাঁহার প্রবৃত্তি রহিল না। এ সংসার তাঁহার বিষময় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন এ সংসারোদ্যান কেহ যত্নের চক্ষে দেখে না,—তাই ইহা কণ্টকাবৃত ও আবর্জ্জনাময় হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে। তিনি সিংহাসনে বঞ্চিত হইয়াছেন,—তাহাতে তাঁহার এতটুকুও দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহার মাতা যে, তাঁহার তেমন পিতার স্মৃতি এমনি করিয়া অমান্য করিবে,—এবং তিনি যে, হৃদয় হইতে দেবতাকে নামাইয়া দিয়া এক পিশাচকে আহ্বান করিবেন,—অধিকন্তু সকল শোক দুঃখ এককালে জলাঞ্জলি দিয়া এইরূপ বিবাহ-উৎসবে মত্ত হইবেন,—এই চিন্তাই হামলেটকে দুঃখ-জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। নহিলে তিনি উন্নতমনা, বিদ্বান্, সচ্চরিত্র,—সিংহাসনে বঞ্চিত হইবার ক্ষোভ তাঁহার আদৌ ছিল না।

নূতন রাজা ক্লডিয়স্ এবং রাণী গারট্রুড,—হামলেটের মনের এই ভাব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে লাগিলেন। তাঁহারা হামলেটকে ডাকিয়া যখন-তখন নানা উপায়ে বুঝাইতেন; কিন্তু তাঁহাকে বুঝানো ভার। একদিন হামলেটের সহিত তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্তা হইল:—

ক্লডিয়স্। স্বর্গীয় রাজার শোক আমাদের সকলকেই লাগিয়াছে, এবং রাজ্যের সকল লোকও সেজন্য দুঃখিত। কিন্তু প্রিয় হামলেট, তোমার হৃদয়ে তাঁহার শোক আজিও প্রবলরূপে বিদ্যমান। আমরা তাঁহার জন্য শোক করিতেছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কাজও করিতেছি। যিনি গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক যেমন অনিবার্য্য,—তাঁহার অবর্ত্তমানে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য এবং কতটা পরিমাণে আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়াছে,—সে চিন্তাও তেমনি অনিবার্য্য। সেই জন্যই এই রাণী—তোমার জননী,—যিনি ইতিপূর্ব্বে আমার ভ্রাতার পত্নী ছিলেন,—ইহাঁকে গ্রহণ করিয়াছি। এই বিবাহ-ব্যাপার যে বিশেষ আনন্দে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাও নহে। জ্যেষ্ঠের শোকের সঙ্গে সঙ্গে যদিও বিবাহের আনন্দ কিছু মিশিয়াছে বটে, তথাপি সেই আনন্দও আবার তদীয় বিয়োগব্যথার সহিত জড়িত হইয়াছে,—জানিও। এইরূপে সুখদুঃখের তুলাদণ্ড দুই দিকেই সমান আছে।—ইহাই স্বাভাবিক। বিশেষ এই বিবাহ ব্যাপার,—সকলের সম্মতিক্রমেই সম্পন্ন হইয়াছে। এইজন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি। এক্ষণে আমার পুত্র স্থানীয় ও একান্ত আত্মীয় হামলেট!——

হামলেট। (স্বগত) আমি তোমার আত্মীয় হইলেও কিছু অধিক। কিন্তু তুমি আমাদের বংশের কলঙ্ক!

রাজা। হামলেট, এখনও পর্য্যন্ত তুমি কি জন্য এমন বিষণ্ণ আছ?

হামলেট উত্তর করিলেন, "না, ঠিক তা নয়, আমি এক রকম বেশ আছি।"

গাত্রুড্। বৎস, এই শোক-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করো। এবং রাজাকে বন্ধুভাবে অবলোকন করো। নিরন্তর চক্ষু এমন ভূমিপানে নত করিয়া ধূলির মধ্যে তোমার পিতৃস্মৃতির অনুসন্ধান করিও না। তুমি জানো, মৃত্যু চিরদিনই স্বাভাবিক। সকলকেই মরিতে হয়। চিরকাল কে বাঁচিয়া থাকে? এই জগৎ হইতে সকলেই একদিন সেই অনন্তে চলিয়া যায়।

হামলেট। রাণি! ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

রাণী। তবে তুমি শুধু মাত্র এরূপ ভাব দেখাও কেন? যেন এরূপ আর কাহারও হয় না,—কেবল তোমারই হইয়াছে!

[illegible] "দেখায়" কেন? আমি দেখাইতে জানি না মা, [illegible] পরিচ্ছদ, [illegible] এই [illegible] দীর্ঘশ্বাস,

এই সজল চক্ষু, মুখের এই [illegible] ভাব,— এ[illegible] হইব, কারণ এ[illegible] গুলি লইয়া [illegible] পারে। [illegible] নহে। আমার অন্তরের অন্ত[illegible], [illegible] তাহা দেখাইতে [illegible]রি না।

রাজা। হামলেট, তোমার পিতার [illegible] তোমার এইরূপ [illegible] তোমার স্বভাবানুযায়ী বটে। [illegible] পিতাকে হারাইয়াছেন, এবং [illegible] তাঁহা[illegible] পৌত্র—সন্তান [illegible] কর্ত্তব্য অনুরোধে, [illegible] কয়েক [illegible] ধারণ করিয়া থা[illegible]ক। কিন্তু এইরূপ [illegible] চির[illegible] বিধানের অবমাননা স্বরূপ। [illegible] যে, [illegible] চলিতে [illegible],—[illegible] যায়। [illegible] এইরূপ দুঃখ ভোগ,—[illegible] ইহাতে চিত্তের দুর্ব্বলতা এবং মনের অস[illegible] তাহার পরিচয় দেওয়া [illegible] অবশ্যই ঘটিবে, এবং সহজেই [illegible] বুঝি[illegible], [illegible] হইয়া [illegible]! [illegible] ঈশ্বরের নিক[illegible]? সেইরূপ,—আমাদের প্রজা[illegible] নিকট[illegible] করিতেছি, [illegible] ইহা [illegible], এবং আমাকেও তোমার পিতার স্বরূপ মনে করো। [illegible] আমার [illegible] সিংহাসন [illegible] ইচ্ছা, তোমার [illegible] আমাদের [illegible] এই [illegible] থাকো।

রাণী। হামলেট [illegible] তোমাকে [illegible] তুমি আ[illegible]

হামলেট। [illegible] আমি সাধ্যমত [illegible]

রাজা। ([illegible]) [illegible] বলিল, তাহা [illegible] এস, [illegible] আমা[illegible] গেছে, [illegible]

[illegible] একাকী [illegible] [illegible] লাগিল —

ওঃ! এই কঠিন দেহ ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ভস্মসাৎ হোক্। আত্মহত্যার যদি বিধাতার কঠোর নিষেধ না থাকিত,—হায় ঈশ্বর! এই জগৎ কি ভীষণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে! সকলি আস্বাদহীন, সৌন্দর্য্যহীন ও চির-পুরাতন। হায়, এই পরিণাম? দুই মাস তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে,—না, তাহারও কম!—আর তেমন রাজা—তাঁহার সঙ্গে ইহার তুলনা? দেবতা ও দানব! আমার মাতার প্রতি কি [illegible] স্নেহই তাঁহার ছিল [illegible] জোরে বাতাস বহিলে তাঁহার সহ্য হইত না পাছে [illegible] যন্ত্রণা হয়। স্বর্গে ও মর্ত্যে কি প্রভেদ! [illegible] সে ক[illegible] কি [illegible]? ভুলিতে কি পারিব না? আমার মাতা এ[illegible] ও [illegible] তাঁহার নির্ভর করিতেছেন। যেন তাঁহার পরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible]ই এক মাসের মধ্যে,—অহো! ভুলিতে কি পারি না?—যাক্, সে কথা আর তুলিব না। হায়, কি দুর্ব্বলতা! এই কিছুদিন [illegible] আমার পিতার শোকে বিহ্বল হইয়া তিনি দিবারাত্রি চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়াছেন।—সেই তিনি—হায় ঈশ্বর! বন্য পশুও এত শীঘ্র শোক-দুঃখ ভুলিতে পারে না।—সেই তিনি সকল ভুলিয়া আমার পিতৃব্যকে বিবাহ করিলেন! [illegible]! কি ভয়াবহ [illegible] ব্যাপার! এত শীঘ্র এমন কৌশলে [illegible] বিবাহ [illegible] সম্পন্ন হইল! কিন্তু যাক্,—আমার হৃদয় ফাটিয়া যা[illegible],—[illegible] এখন নিস্তব্ধ থাকিতে হইবে।”

---

(২)

রাজা ও রাণী বিস্তর চেষ্টা করিয়াও হামলেটকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন [illegible] হামলেট [illegible] হৃদয়ে শোক-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াই থাকিতেন, [illegible] রাজ্যের [illegible] উৎসবের [illegible] যোগ দিতেন না।

হামলেটের [illegible] আর একটা প্রধান কারণ [illegible] কি ভাবে [illegible] পিতার মৃত্যু হইল,—তাহা জানিতে না পারা। তাঁ[illegible] মৃত্যু এইরূপ [illegible] দিয়াছিলেন যে, সর্পাঘাতে রাজার [illegible] তাহা কি ঠিক? [illegible] মনে মনে সন্দেহ করি[illegible] [illegible] সর্প! আর

সেই সর্পই তাঁহার পিতার রাজমুকুট আপন মাথায় পরিয়া, তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়াছে!

এই অনুমান কতদূর সত্য,—তাঁহার মাতা এই হত্যা-ব্যাপারে কতটা সংশ্লিষ্ট, এবং তাঁহার সম্মতিক্রমে বা তাঁহার অজ্ঞাতসারে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল কি না,—দিবানিশি এই চিন্তাও হ্যামলেটের অন্তর শান্তিশূন্য ও সুখহীন করিয়া ...াছিল।

... এমন একটা জনরব দুই চারি জন বিশ্বস্ত লোকের মধ্যে উঠিয়াছিল যে, ... পথে, রাজপ্রাসাদের নিকটে, মৃতরাজার প্রেতমূর্ত্তি দুই তিন রাত্রি আবি... হইয়াছিল। রাজা মৃত্যু-সময় যে পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন, প্রেতমূর্ত্তিও ঠিক সেই পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আসিয়াছিল।

হ্যামলেটের প্রিয় বন্ধু হোরেসিও নিজে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ না করিয়া বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। একদিন রাত্রিকালে যখন দুই জন সৈনিক পাহারায় নিযুক্ত ছিল, হোরেসিও সেই সময় তাহাদের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সেই প্রেতমূর্ত্তি সহসা তথায় আবির্ভূত হইল। সেই মূর্ত্তি কি মলিন! মুখে ক্রোধ নাই, কিন্তু দুঃখের ভার বড়ই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান। মুখে একটিও কথা নাই, কিন্তু সেই মূর্ত্তি দুই একবার মাথা নাড়িতে লাগিল। বোধ হইল, যেন কথা কহিতে ইচ্ছা আছে। হোরেসিও কথা কহিলেন, কিন্তু কোন উত্তর মিলিল না। সহসা উষাকালীন কুক্কুটধ্বনি শ্রুত হইল, আর সেই সঙ্গে সেই প্রেতমূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইল।

হোরেসিও অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি নিজে একজন সুশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি। এইরূপ ঘটনায় তাঁহার আস্থা ছিল না। কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এই ঘটনা যাহাতে প্রকাশ না পায়, এজন্য তিনি সঙ্গীদিগকে অনুরোধ করিলেন। শেষে সকলের পরামর্শ মতে,—যুবরাজ হ্যামলেটকে তিনি এ কথা জানাইলেন।

হ্যামলেট ও হোরেসিও,—দুই জনের মধ্যে বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। একত্র অধ্যয়ন করিয়া, উভয়েই শিক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই অধ্যয়নস্থান হইতে, অল্পদিন হইল, হোরেসিও ... আসিয়াছেন।

এক্ষণে হামলেটের মৃত পিতার এই অদ্ভুত ঘটনার কথা লইয়া তিনি হামলেটের সহিত দেখা করিতে গেলেন।

যখন হামলেট পিতার শোকে ও মাতার পৈশাচিক ব্যবহারে একান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় হোরেসিও সেখানে উপস্থিত হইলেন।

দুই বন্ধুতে দেখা-সাক্ষাতের পর এবং পরস্পরের কুশলবার্ত্তা সম্ভাষণাদির পর, হামলেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "হোরেসিও, তুমি সহসা উইটেনবার্গ (তাঁহাদের অধ্যয়নস্থান) হইতে চলিয়া আসিলে কেন?"

হোরেসিও। স্কুল-পলাইয়া আসিয়াছি।

হামলেট। তোমার শত্রুতেও একথা বলিতে পারে না, এবং তুমি নিজে বলিলেও, একথা আমি বিশ্বাস করি না। সত্য বলো,—কি জন্য আসিয়াছ?

হোরেসিও। আমি তোমার পিতার সমাধি উপলক্ষেই আসিয়াছি।

হামলেট। আমি তোমায় মিনতি করি, আমায় উপহাস করিও না। আমি জানি, তোমরা আমার মাতার বিবাহ-উৎসব দেখিতে আসিয়াছ!

হোরেসিও। বস্তুতঃ, কথা তাই দাঁড়াইয়াছে বটে। এই দুই কাজই বড় শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হইল।

হামলেট। হোরেসিও, ইহা আর কিছুই নয়—খরচ পত্রের সাশ্রয়। পিতার কবর উপলক্ষে যে খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহ হইয়াছে, তাহা মাতার বিবাহ-উৎসবে নিয়োজিত হইবে।—হায় হোরেসিও! সেই দিন দেখিবার অপেক্ষা!—যদি আমার শত্রুকেও স্ব[illegible] থাকিতে দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলেও আমি সুখী হইতাম। আমার মনে হয়, আমার পিতাকে নিয়তই দেখিতে পাইতেছি!

হোরেসিও। কোথায়?

হামলেট। আমার মানস-চক্ষে।

হোরেসিও। গত নিশীথে আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি।

হামলেট। কাহাকে দেখিয়াছ?

হোরেসিও। তোমার পিতা—সেই সদাশয় ডেনমার্ক-[illegible] দেখি[illegible]

তখন [illegible] একে সকল ক[illegible] হোরেসিও ব্যক্ত [illegible] রলেন। [illegible] পাহারার থাকি[illegible] সৈনিকেরা কিরূপ দেখিয়াছে, এব[illegible] তারপর প্রথমতঃ [illegible]

...... না করিয়া ... কিরূপ প্রত্যক্ষ ক... — প্রেতমূর্ত্তির অবয়ব কেমন, ... কেমন এবং মুখের ভাবই বা কেমন, ... একে সকল কথাই বলি...

শুনিয়া হামলেটের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। এবং নিজে প্রহরিগণের সহিত থাকিয়া এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবেন,—তাহার জন্য প্রস্তুতও হইলেন। কেহই যেন কোন কথা প্রকাশ না করে,—সকলকে সে অনুরোধও করিলেন।

—

(৩)

রাত্রিকালে যখন শীতল বাতাস বহিয়া সর্ব্বশরীর কাঁপাইতেছিল, সেই সময় হামলেট,—প্রিয়বন্ধু হোরেশিও এবং মার্সেলাস নামে একজন কর্ম্মচারীর সহিত প্রাসাদের নিকট দণ্ডায়মান ... সেই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রাত্রি ঠিক দ্বিপ্রহর ... সেই প্রেতমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। হোরেশিও তাহা হামলেটকে দেখাইয়া দিলেন।

সহসা সেই মূর্ত্তি দেখিয়া, হামলেট ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তারপর বলিলেন, "হে স্বর্গীয় দেবগণ! তোমরা আমাদিগকে রক্ষা করো!"

তার পর কিছু সাহসভরে সেই প্রেতমূর্ত্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"তুমি সৎ বা অসৎ হও,—স্বর্গের বাতাস ... নরকের ... লইয়াই আসিয়া থাকো,—যে মূর্ত্তি ধরিয়া ... সে সম্বন্ধে আমি কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না! তুমি মহাত্মা হামলেট—ডেনমার্কের অধীশ্বর,—আমার পিতা!——আমি মিনতি করিতেছি, আমার কথার উত্তর দাও।—আমি যাহা জানিতে চাহি, তাহা বলিয়া দাও। অজ্ঞ ... রাখিয়া আমাকে ... মারিও না। তোমার ... তুমি ... ? আমরা ... দেখিয়াছি ... কবরমধ্যে ... সুখে শায়িত ছিলে।—উঠিয়াছ কেন? তোমার ভীষণ ... বিদীর্ণ ... তোমায় বাহির করিয়াছে? ... মেঘের অন্তরাল হইতে ... উঠিতেছে, ... ময়,

রাত্রিকে ... করিয়া ... আগমনের প্রয়োজ... আমাদের অন্তঃকরণে নান... যাই বা তোমার লাভ কি?

সেই প্রেতমূর্ত্তি ধীরে ধী... হামলেটকে আহ্বান করিল।

হোরেসিও। ঐ মূর্ত্তি তোমাকে ... ডাকিতেছে। বোধ হয়, তো... একাকী পাইলে কিছু বলিবে।

মার্সেলাস্। দেখুন কে... ডাকিতেছে। যেন কিছু দূরে ... কিছু বলিবে। কিন্তু আপনি ...বেন না।

হোরেসিও। না, নিশ্চয়ই না।

হামলেট। ইহা তো ক... কহিবে না,—... আমা যাইতে হইবে।

হোরেসিও। না সখে।

হামলেট। কেন ভ... আমার জীবনের মূল্য কি? আর আমার আত্মা,—সে তো ... ;—ঐ মূর্ত্তি আমার সেই আত্মাকেই বা কি করিতে পারে? ঐ দেখ, আমায় ডাকিতেছে।—আমি চলিলাম।

মার্সিলাস। আপনাকে যাই...।

হামলেট। হাত ছাড়,—আমায় যাইতেই হইবে।

হোরেসিও। শান্ত হও,—তুমি যাইতে পারিবে না।

হামলেট। আমার অদৃষ্ট আমায় আহ্বান করিতেছে। তুমি ... আমার প্রত্যেক শিরায় শিরায় আমি কত দৃঢ় হইয়াছি! ঐ ... আমায় ছাড়িয়া দাও

...লেট চলিয়া ...লেন, কেহই ধরিয়া রাখিতে ... মার্সেলাস তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

...ক লক্ষ্য করিয়া

আমি

...লেট। ...লো।

...তমূর্তি। আমার সময় প্রায় হইয়া আসিয়াছে। এখনি আবার আমাকে ...কর সেই অসীম যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইবে।

...লেট। হায়, কি কষ্ট!

...তমূর্তি। আমার জন্য দুঃখ করিও না। কিন্তু আমি যাহা বলি, তাহা ...যোগ দিয়া শুন। শুনিলে, তুমি তাহার ...শোধ লইবে,—ইহা আমার ...শ্বাস। আমি তোমার পিতার প্রেত-আত্মা,— ...চুক্ষণের জন্য রাত্রিকালে বেড়াইবার অধিকার আমার আছে। কিন্তু দিবাভাগে অগ্নির মধ্যে থাকিয়া আমার উপবাসী রহিতে হয়। যে পর্য্যন্ত না অতীত জীবনের পাপরাশি ভস্মীভূ... হয়, সে পর্য্যন্ত আমাকে এইরূপ অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতে হইবে। কি যন্ত্রণার মধ্যে যে আমি আছি, তাহার একটি কথাও যদি তোমায় বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে, তোমার অন্তর চির-অবশ হইয়া যাইত।—তোমার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে শোণিতস্রোত রুদ্ধ হইত।—তোমার চক্ষু নক্ষত্রের ন্যায় কেন্দ্রচ্যুত হইয়া জলিতে থাকিত।—প্রতি লোমকূপ কণ্টকিত হইয়া উঠিত। কিন্তু সে স্থানের কোন কথাই বলিবার অধিকার কাহারও নাই। রক্তমাংসের শরীর লইয়া, যাহারা পৃথিবীতে আছে, তাহাদের কাছে সে কথা বলিবার নয়। যদি তুমি তোমার পিতাকে প্রকৃত ভালবাসিয়া থাকো,——

হামলেট। হায় ঈশ্বর!

প্রেতমূর্তি। তবে তুমি তাঁহার ... ... প্রতিশোধ লইবে।

হামলেট। হত্যা!

প্রেতমূর্তি। অতি ভীষণ হত্যা। যেখানে ... প্রয়োজন থাকে, ... ভীষণ। কিন্তু এই হত্যা অপ্রয়োজনীয় ... ... ভীষণ হইতেও ভীষ...

হামলেট। শীঘ্রই ইহার ...

...কা ... পারিবে ...

...

...

...লিয়া না উঠে, তবে তোমায় এখন নিতান্ত নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য বলিতে হইবে। তুমি শুনিয়া থাকিবে, আমার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে,—এইরূপ জনশ্রুতি উঠিয়াছে। এবং আমার রাজ্যের লোক তাহাই আমার মৃত্যুর কারণ জানিয়া আছে। কিন্তু যে সর্প তোমার পিতাকে দংশন করিয়াছে, সেই সর্প এখন তোমার পিতৃ সিংহাসনে অধিরূঢ়।

হ্যামলেট। ওঃ! আমার অন্তর ঠিক এই কথাই বলিয়াছে। আমারই ...

প্রেতমূর্ত্তি। হাঁ, সেই নরপিশাচ—পশুপ্রকৃতি—তোমার পিতৃব্য,—নানা প্রলোভনে আমার পত্নীকে—তোমার মাতাকে ভুলাইয়া, আপনার অঙ্কশায়িনী করিয়াছে, এবং সেই পাপিষ্ঠের কুমন্ত্রণা ও উত্তেজনার ফলে আমার পত্নী এই হত্যাব্যাপারে লিপ্ত ছিল।—হায়, হ্যামলেট! তোমার মাতার কি অধঃপতন! আমাদের সেই পবিত্র দাম্পত্য...র কি শোচনীয় পরিণাম! ...ই প্রেম—সেই ভালবাসা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, এই হতভাগ্যের ...ও ন্যস্ত হইল! কিন্তু জানিও, পাপ, দেবতার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রলোভন ...াইলেও, যেমন ধর্ম্মাত্মাকে বিচলিত করিতে পারে না,—পাপ তেমনি ...র সিংহাসনে বসিয়া পবিত্রতার সহিত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা করিলেও আপনার হীনস্বভাব ভুলিতে পারে না। কিন্তু থাক্,—প্রভাতের বাতাস অনুভব করিতেছি,—এখনি আমাকে যাইতে হইবে,—আমার কাল ফুরাইয়া আসিয়াছে। এখন শুন,—প্রকৃত ব্যাপার মন দিয়া শুন।—মধ্যাহ্নকালে যখন আমি আমার উদ্যানে নিদ্রা যাইতেছিলাম, তখন তোমার পিতৃব্য চুপি চুপি সেখানে গিয়া, আমার কর্ণকুহরে কোন বিষাক্ত দ্রব্য ঢালিয়া দিল। মনুষ্য-শোণিতের সহিত সেই বিষের সংমিশ্রণ অতি ভয়ঙ্কর!—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার সমস্ত শরীরে ঐ বিষ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহাতে দেহের সর্ব্বস্থানে ফোস্কা হইয়া উঠিল।—অরুন্তুদ যন্ত্রণায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমার মৃত্যু হইল। এইরূপে, ভ্রাতার হস্তে রাজ্য, রাণী এবং জীবন পর্য্যন্ত হারাইলাম।—হায়! আমার আত্মকৃত পাপ তখনও প্রবল। তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট একটি প্রার্থনা করিবারও অবসর পাই নাই। কি ভীষণ!—কি ভীষণ! যদি তোমার অন্তরে প্রকৃত পিতৃভক্তি থাকে, এবং মাতৃসম্মান ...

[illegible] থাকে, তবে ইহা সহ্য করিবে না। [illegible] প্রয়োজন,—[illegible] [illegible] হত্যাকারীকে [illegible] প্রতিহিংসার [illegible] [illegible] করে, তোমার মাতা যেন তাহার [illegible] না হন। তাঁহাকে ঈশ্বরের বিচারের জন্য রাখিয়া দিও। এবং তাঁহার হৃদয়ের অন্তরে যে কণ্টক ফুটিতেছে, [illegible] তাঁহাকে [illegible] হইতে দিও। আমায় বিদায় দাও প্রভাতকাল [illegible] প্রায়। [illegible] ——হামলেট! আমায় মনে রাখিও।

সহসা [illegible] অন্তর্হিত হইল

হামলেট। [illegible] স্বর্গস্থ দেবগণ! [illegible] লোকবৃন্দ! আর কাহাকে [illegible] নরকের নাম লইব কি? হা, ধিক্! হৃদয়, শান্ত হও। [illegible] [illegible] মর্ত্ত্য সহসা [illegible] নিস্তেজ হইও না। আমাকে সবল [illegible] রাখো——[illegible] মনে রাখিব! হায় [illegible]! [illegible] পর্য্যন্ত [illegible] থাকিবে, [illegible] তোমাকে ভুলিতে পারিব না!—তোমায় মনে রাখিব! [illegible] তোমার [illegible] হইতে [illegible] সকল চিন্তা দূরী করিব। যৌবনে যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছি,—যে আনন্দ, যে শিক্ষা,—[illegible] কিছু পাইয়াছি, [illegible] বিসর্জ্জন করিব। তোমারই আদেশ,—এই মন [illegible] [illegible] রাখিবে [illegible] কি ভীষণা [illegible]!—কি [illegible] [illegible]—বিদায়—আমায় মনে রাখিও—[illegible] শেষ কথা [illegible] আমি [illegible] কথা গ্রহণ করিয়াছি।

এই সময়ে [illegible] ও মার্সেলাস,—হামলেটের ফিরিতে [illegible] দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইল। তারপর সেই প্রেতমূর্ত্তি সম্বন্ধে হামলেটকে [illegible] কথা জিজ্ঞাসা করিল

হামলেট গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওগো! [illegible] ডেনমার্কে এমন নর-পিশাচ আর নাই!"

হোরেসিও। তাহা আমরা জানি। [illegible] কথা বলিবার জন্য,—কবর হইতে প্রেতযোনীর আবির্ভাবের প্রয়োজন [illegible] না।

হামলেট প্রথমতঃ কিছুই বলিতে [illegible] না, কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তারপর [illegible] মার্সেলাসকে শপথ করাইয়া,—[illegible] [illegible] [illegible] করিতে নিষেধ করিয়া, [illegible] একে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন,

জন্য ... ও অনুচরকে ... রোধ
... সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া বলিতেছিল,

... কি অদ্ভুত ব্যাপার ...

হামলেট। সেই জন্যই ইহার প্রতি আরও ...
... ও মর্ত্যে ... অসংখ্য ...
তোমাদের দর্শন বিজ্ঞান কল্পনা করিতেও পারে না। কি...
আমার ... অবান্তর দেখিবে। আমার স্বাভাবিক ...
... তুমি বিস্মিত হইও না; কিংবা কিছু বুঝিতে পারিলে ... রিবর্ত্তন
... দিতে এমন বুঝাইও না ... আমায় বিষয় ... ড়িয়া
গোপনীয় কথা। কথাটা বিশেষ করিয়া মনে রাখি... । সময়
... অসামান্য হইয়া গেল। কি দুর্ভাগ্য আমার ... গোলযোগ
... সংশোধন করিতে আসিয়াছিলাম।

(৫)

এই ঘটনা হইতে হামলেট আত্মগোপন করিবার জন্য ... অবলম্বী,
... পরিবর্ত্তন করিলে, যে সত্য সত্যই তিনি ... পাগল হইয়াছেন
... তাঁহার পিতা ও ... কিন্তু ... তাঁহাকে বুঝিতে
... তাহারা ... এরূপ উন্মত্ততার কারণ ... পিতাশোক বা
... মনে করিলেন ... প্রণয়ঘটিত ... এই ভাবান্তর
... হইয়াছে।

কিন্তু পাঠক বুঝিয়াছেন, ... কারণ, — তাঁহার
... মাতার ... তাঁহার ... প্রতিমূর্ত্তি যে কথা
... অহর্নিশ জাগিতেছে। কিন্তু পাছে
... হামলেট ... — পাছে তাঁহার পিতৃব্য মনে
সন্দেহ করেন ... তাঁহার মৃত্যুর যথার্থ কারণ অবগত
... এই ... হামলেট উন্মত্ততার
... পারিবেন। ... ছিল। ... পাগল ...

রাণী যে, প্রণয়-চিন্তাই হামলে
ন, তাহাও একেবারে অমূলক নহে।

চিব পলোনিয়াসের এক কন্যা ছিল। হামলে
খন হৃদয় ও মন বেশ প্রফুল্ল ছিল,—কোন চিন্তাে
ভারাক্রান্ত ছিল না,—সেই সময় পলোনিয়াসে
ভালবাসিতেন। পলোনিয়াসের এই কন্যার নাম,—
ওফেলি

ওফিলিয়া সকল প্রকারে হামলেটের মনের মত হই
হামলে প্রণয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, প্রেম-উপহারে তাঁহাকে ভূষিত
প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের মধুর উচ্ছ্বাসময় শত শত পত্রে তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে
বহু সম্মানের সহিত তাঁহার প্রণয় ভিক্ষা করিতেন। সুন্দরী ওফিলি
করণে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইতেন।

সেই অবধি উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের গাঢ়তা হয়।

এদিকে পলোনিয়াসের প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তি একজন ঘোর বিষয়ী লোক, রাজকার্য্যে বিশেষ প্র দর্শী, সদাই অতি-সতর্ক,—ভাব-ভালবাসার কোন ধারই ধারেন না। সুতরাং প্রণয়ের গভীরতা ও আন্তরিকতা,—তিনি আদৌ বুঝিতে চাহিতেন না। কগুলা অসার, চির-পুরাতন যুক্তি ও কথাবার্ত্তা লইয়াই তিনি থাকিতেন, আর তাহাই তাঁহার প্রকৃতি। সময়ে অসময়ে সকল স্থ নি তাঁহার সেই প্রকৃতির সহিত অন্যের প্রকৃতি মিলিতে ওজন রিতে চাহিতেন। কোথাও একচুল কম-বেশী দেখিলে, তাঁহার —বুঝি সব গোলমাল হইয়া গেল। এই জন্য ওফিলিয়ার প্রণয়ব্যাপার বুঝিতে পা তিনি ওফিলিয়াকে, প্রণয়ের বিরুদ্ধে নানা কথা বুঝাইতে লাগিলেন। হার ভগিনীকে সময়ে কিয়দংশে স্বভাব পাইয়াছিলেন। তিনিও য় তাঁহার কথার উপদেশ দিতেন। করিতেন।

লেয়ার্টিস্ ফ্রান্সে থাকিতেন। ওফিলিয়াকে ডা গৃহে আসিয়াছেন। ন পুনর্ব আস্থা স্থাপন করিও না গেলেন,—"ভগিনি,

রাখিও, ইহা একটা সাময়িক নেশা,—মুহূর্তের ক্রীড়া মা... মধুর বটে, কিন্তু স্থায়ী নহে।

ওফিলিয়া। ইহার বেশী আর কিছুই নয়?

লেয়ার্টিস্। সে বিষ... না। হামলেট এখনও যৌবনসীমা অতিক্রম করেন নাই। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন সকল অঙ্গের পুষ্টি হয়,—মন এবং চিত্ত-বৃত্তিরও সেইরূপ পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। আজ যে চিন্তা এত মনোমুগ্ধকরী, কাল তাহা অন্য আকার ধরিতে পারে। ইহা অবশ্য বিচিত্র নয় যে, হয়ত হামলেট প্রকৃতই তোমা... ভালবাসেন এবং আজ পর্য্যন্ত অন্য কাহারও চিন্তায়ও তাঁহার প্রণয় কলঙ্কিত হয় নাই। কিন্তু স্নেহময়ী ভগিনী আমার! তুমি সর্ব্বদাই এ কথাটি স্মরণ রাখিও যে,—এ বিষয়ে হামলেট স্বাধীন নহেন। তিনি ...—তাঁহার বিবাহ সকলের শুভ ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। যাহাতে ...লের ভালো হইবে, ...হাকে সেই পথে চলিতে হইবে।—তিনি তোমায় ভাল... তে পারেন। কিন্তু যদি এই ভাব আর না থাকে? যদি সকলের ইহাতে ...ত না থাকে? তবে ভাবিয়া দেখ, তোমার কি বিপদ! তুমি হয়ত, ... উন্মুক্ত করিয়া আপন অসীম প্রেম তাঁহাকে উপহার দিলে, কিন্তু তাহা... দানে কিছুই পাইলে না।—তখন? ভগিনি, ওফেলিয়া! এই কথা ... স্মরণ রাখিবে,—সমানে সমানেই প্রণয় হয়,—অসমানে তাহার ... অন্য। এই কথা স্মরণ রাখিয়া,—আকাঙ্ক্ষা ও ...র বিপদ হইতে ... হইবে। যে সুন্দরী চন্দ্রালোকে আপনার সৌন্দর্য্য উন্মুক্ত করে, অথচ নর-চক্ষের অন্তরালে তাহা লুকাইয়া রাখে, সেই-ই বুদ্ধিমতী। দেখ, ধর্ম্ম নিজেও নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন না। বসন্তের কোমল কোরক,—ফুটিতে না ফুটিতে, কীটের দংশনে শুকাইয়া যায়। তুমি নি... ফুল-কোরকের ন্যায় শান্ত ও মধুর; সেই জন্যই বিপদের আ... আশঙ্কা করি। সাবধান হও। আশঙ্কাই যথেষ্ট নিরাপদ। আর কিছু ...লোভন না থাক, যৌবন নিজেই নিজের শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

ওফি... এই উপদেশ আমার অন্তরের অন্তরে গাঁথিয়া রাখিলাম। কিন্তু ... পথ কণ্টকাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল,—ইহা আমায় ...লিয়া দিয়, ...মনোরম পাপের পথে পদক্ষেপ করিও না।

এই সময় পলোনিয়াস্ সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে পলোনিয়াস্ তাঁহার পুত্র লেয়ার্টিস্‌কে ফ্রান্সযাত্রার জন্য বিদায় দিয়াছিলেন। কিন্তু লিয়ার্টিসের গমনের বিলম্ব দেখিয়া বলিলেন,

"তুমি এখনও এখানে আছ? তোমার সঙ্গিগণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া তুমি এখনই যাত্রা করো। আর এই কথা ক'টি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও।—মনে যাহা ভাবিবে, তাহা প্রকাশ করিবে না। কিংবা অন্যায়চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবে না। সকলের সহিত প্রীতিভাবে মিশিবে, কিন্তু নীচ হইবে না। যাহাদের গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষিত, সেরূপ বন্ধুদিগকে অন্তরে স্থান দিবে। যে-কাহারও সঙ্গ লইও না। কোন বিবাদে প্রবৃত্ত হইও না; কিন্তু প্রবৃত্ত হইলে এমন ভাব দেখাইবে, যাহাতে তোমার শত্রুগণ তোমার বিরুদ্ধে লাগিতে কিছুতেই সাহসী না হয়। সকলে যাহা বলে, তাহা শুনিবে; কিন্তু তোমার মতামত সহসা ব্যক্ত করিবে না। প্রত্যেক লোকের মতামত গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহার ভালো মন্দ সম্বন্ধে নিজে কিছু বলিবে না। অবস্থামত তোমার বেশভূষা কিছু উত্তম করিবে; কিন্তু তাহা যেন মহাবিলাসিতায় পরিণত না হয়। কারণ বেশভূষাতেই অনেক সময় মানুষকে বুঝিতে পারা যায়। কাহাকে ঋণ দিবে না, বা কাহারও ঋণ গ্রহণ করিবে না। কারণ ঋণ, নিজেরও যেমন ক্ষতি করে, বন্ধু-বান্ধবের সহিতও সেইরূপ বিচ্ছেদ ঘটায়। আর ঋণগ্রহণ মিতব্যয়ীর পক্ষে ক্ষতিজনক। সর্ব্বপ্রধান কথা এই,—নিজের প্রতি নিজে খুব খাঁটী থাকিও। তাহা হইলে দেখিবে, রাত্রি যেমন দিনের সুনিশ্চিত অনুগামী, তুমিও সেইরূপ নিশ্চয়ই কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ করিবে না, এবং কাহারও সহিত তোমারও কোনরূপ বিরোধ ঘটিবে না।

লিয়ার্টিস্ পিতৃ-আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় ওফিলিয়াকে বলিয়া গেলেন, "ভগিনি! তোমায় যে সকল কথা বলিয়া গেলাম, তাহা মনে রাখিও।"

ওফিলিয়া। তাহা আমি মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিলাম।

পলোনিয়াস। কি কথা, ওফিলিয়া?

ওফিলিয়া। (নতমুখে) হামলেট-সম্বন্ধীয় কথা।

ঠিক,—আমারও মনে পড়িয়াছে। আমি শুনিয়াছি, হাম্‌লেট অনেক সময় তোমার কাছে আসিয়াছেন, এবং তুমিও তাঁহার সহিত প্রীতিভরে মিশিয়াছ। তোমায় সতর্ক করিবার জন্য বলিতেছি,—তোমার সম্বন্ধে কি করা উচিত বা অনুচিত, তাহা তুমি তত পরিষ্কার রকমে বুঝিতে পারো না;—অতএব তোমাদের মধ্যে কিরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা আমাকে সব খুলিয়া বলো।

ওফিলিয়া। পিতঃ! তিনি অনেক সময়, অনেক কার্য্যে, আমার প্রতি তাঁহার পবিত্র প্রণয় প্রকাশ করিয়াছেন।

পলোনিয়াস। প্রণয়?—কি অবোধ বালিকার মতই কথা বলিলে!—প্রণয়? এ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়াই তুমি এইরূপ বলিতেছ!—তুমি কি তাঁহার প্রণয় বিশ্বাস করো?

ওফিলিয়া। কিরূপ বিশ্বাস করা উচিত, তাহা আমি জানি না।

পলোনিয়াস্। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইয়া দিব। তুমি যাহা অমূল্য বলিয়া [illegible], তাহার প্রকৃত মূল্য কিছুই নাই। তদপেক্ষা বরং নিজের দর বাড়াও।—[illegible], আমাকে জগতের সমক্ষে নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীন প্রতিপন্ন করো।

ওফিলিয়া। তিনি বহু [illegible] সহিত,—আমাকে অতি পবিত্র প্রণয়েরই প্রস্তাব করিয়াছেন——

পলোনিয়াস্। যাও, যাও!—ও [illegible] শুনিতে চাহি না।

ওফিলিয়া। এবং বিস্তর শপথ করিয়াই [illegible] প্রস্তাব করিয়াছেন।

পলোনিয়াস্। তা ঠিক। [illegible], বন্য-কপোত [illegible] হয়। আমি জানি, যখন শিরায় শিরায় শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে, [illegible] তখন শতমুখে শত কথায় আপন ভাব ব্যক্ত করে। প্রথমতঃ এই শিখা অধিক [illegible] দেয়, কিন্তু ইহার কার্য্যকারিণী শক্তি অতি কম। [illegible] সঙ্গে সেই আলোক ও উত্তাপ,—দুই-ই নিবিয়া [illegible] এই শিখায় বিশ্বাস করিও না। এখন হইতে [illegible] না। নিজের [illegible],—ইহা জানিয়া সব সময় তাঁহার [illegible] করিও না। [illegible] হাম্‌লেট এখনও [illegible] তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তি[illegible]

হইতে পারে। আজিও তাঁহার চরিত্র-গঠন হয় নাই। তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত নহে। কিন্তু তোমার পক্ষে, তাহা গ্রহণে, বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। শেষ কথা এবং আমার এই এক কথা,—ওফিলিয়া! যুবরাজ হাম্‌লেটের প্রতি আস্থাস্থাপন করিও না। ইহার ফল শুভজনক নয় বলিয়া, আমি তোমাকে সতর্ক করিতেছি। এখন হইতে আমি হামলেটের সহিত তো[মা]র কথা কহিতে দিব না।—দেখো না, বৃদ্ধ পিতার অবাধ্য হইও না।

ওফিলিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি আপনার অবাধ্য হইব না।"

---

(৬)

হাম্‌লেটের অন্তরে পিতৃহত্যার গভীর দুঃখভার পতিত হইবার অগ্রে, ওফিলিয়ার প্রতি হাম্‌লেটের যে একটা প্রাণের টান ও হৃদয়ের পিপাসা উদ্রিক্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সময়ে সময়ে হামলেট ওফিলিয়াকে প্রণয়-পত্র দিতেন এবং প্রণয়-উপহার-স্বরূপ অঙ্গুরীয় ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীও পাঠাইতেন। সরলা ওফিলিয়াও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ভালবাসিয়া, সুখী হইতেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে সে ভাব থাকিলেও, পলোনিয়াস্ ও লেয়ার্টিসের উপদেশমতে, বাহ্য ব্যবহারে, এক্ষণে ওফিলিয়া কিছুই দেখাইতে পারিতেন না।

আবার এদিকে হামলেটেরও হৃদয়-আকাশ ঘন দুঃখ-মেঘে আচ্ছন্ন হইল। তিনি যত্ন করিয়াই অতি কষ্টে প্রেম-চিন্তায় জলাঞ্জলি দিলেন। বিষাদভারে হৃদয় যখন একান্তই অবনত হইয়া পড়িল, তখন হামলেট ওফিলিয়ার কথা বড় বেশী ভাবিতে পারিতেন না। তার পর তিনি যখন পিতৃ-আদেশে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য উন্মত্ততার ভাণ করিয়া চলিতে লাগিলেন, তখন তিনি সেই ভা[ব] সম্যকরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, ইচ্ছা করিয়াই, ওফিলিয়ার প্রতি কি[ছু] ও নির্দ্দয় হইলেন। সরলা ওফিলিয়া কিন্তু ইহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন না। [তি]নি বুঝিলেন, যুবরাজ হামলেটের চিত্তবিকৃতিই এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

যদিও হামলেটের অন্তরে প্রতিহিংসার আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, এবং দারুণ দুঃখের ছায়া সমস্ত হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল,—প্রণয়-চিন্তা

...র্ত্ত অন্তরে স্থান না পাইলেও, ওফিলিয়ার মূর্ত্তি হামলেটের অন্তরের অন্তরে ...-জাগরূক ছিল। তাই তিনি যখন বুঝিতেন,—ইচ্ছা করিয়াই অনেক সময় ...র ব্যবহারে সেই বালিকাকে মর্ম্মপীড়িত করিতেছেন,—তখন অমনি ...ণের আবেগে অসংযতভাবে কত কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া ওফিলিয়াকে পাঠাইতেন। কখন বা ছুটিয়া গিয়া সকলের অজ্ঞাতে, চমকিতভাবে একবার দেখা করিয়া আসিতেন।—সেই পত্রের ছত্রে ছত্রে কি প্রগাঢ় প্রেম-কাহিনী ...খিত থাকিত!—সেই চকিতদর্শনে কি গভীর প্রণয়োন্মত্ততা প্রকাশ পাইত! ...ফলিয়া তাহা বুঝিতেন।

হাম্‌লেট একদিন উন্মত্তভাবে—ওফিলিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সেই এলো-মেলো বিশৃঙ্খল ভাবভঙ্গি দেখিয়া, ওফিলিয়া ভয়ে ও দুঃখে পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,

"পিতঃ! আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

পলোনিয়াস্‌। কেন?—কি হইয়াছে?

ওফিলিয়া। আমি গৃহে বসিয়া সূচি-কর্ম্ম করিতেছিলাম, সহসা হাম্‌লেট সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।—তাঁহার জামার বোতাম নাই, মাথায় টুপি নাই, মোজা ধূলিমিশ্রিত ও বন্ধনহীন,—পা হইতে তাহা খসিয়া পড়িতেছে। খুব ...লিন ও বিষণ্ণ তিনি। হাঁটুতে হাঁটুতে মিশিতেছেন। চক্ষু এমন করুণাব্যঞ্জক ... সে মূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, যেন নরক হইতে কেহ কোন ভীষণ সংবাদ ...য়া আসিয়াছে!

পলোনিয়াস্‌। তোমার প্রণয়ে পাগল হইল নাকি?

ওফিলিয়া। তাহা আমি জানি না। কিন্তু সত্যই আমি বড় ভয় পাইয়াছি।

পলোনিয়াস্‌। কি বলিল?

ওফিলিয়া। তিনি আসিয়াই আমার হাত ধরিলেন, এবং হাত ধরিয়াই ... ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর অন্য হাত নিজের কপালে ...াখিয়া, এমনি করিয়া তিনি আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, যেন বো... হইল, তিনি আমার প্রতিকৃতি তুলিয়া লইবেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ ...হিলেন। অবশেষে আমার হাত একটু কাঁপাইয়া এবং তাঁহার ...থা দুই চারিবার নাড়িয়া,—তিনি এমন গভীর দুঃখপূর্ণ এক ... লেন যে

আমার মনে হইল, তাঁহার সমস্ত দেহটা বুঝি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রাণ-বায়ুও বুঝি বহির্গত হইল। তারপর তিনি আমায় ছাড়িয়া দিলেন, এবং ঘাড় ফিরাইয়া আমার প্যানে চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেলেন। পথপানে না চাহিয়াই চলিয়া গেলেন। এবং যতক্ষণ দেখা গেল, আমার পানে ঐ ভাবে চাহিতে চাহিতেই চলিয়া গেলেন।

পলোনিয়াস্। তুমি আমার সঙ্গে এস; আমি এখনি রাজার নিকট যাইব। ইহা প্রণয়েরই উন্মত্ততা। ইহার প্রবল বেগে নিজেই নিজের বিনাশ সাধন করিবে। আমি বড় দুঃখিত হইতেছি।—তুমি কি যুবরাজকে ... কঠিন কথা বলিয়াছিলে?

ওফিলিয়া। না। কিন্তু আপনার আদেশমত ইতিপূর্ব্বে আমি তাঁহার চিঠীপত্র ফিরাইয়া দিয়াছি,—অধিকন্তু দেখা-সাক্ষাৎও বন্ধ করিয়াছি।

পলোনিয়াস্। তাহাতেই তিনি এইরূপ হইয়াছেন। আমি দুঃখিত হইতেছি যে, আমি ভালো করিয়া হামলেটকে বুঝি নাই। আমার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, তাঁহার প্রণয় একটা কৌতুকাবহ খেলামাত্র; সুতরাং তাহাতে তোমার ইহজীবনের সাধ-আশা,—সকলই বিনষ্ট হইতে পারে। কিন্তু হায়, আমার সে আশঙ্কায় ধিক্! বৃদ্ধ বয়সের এই অমূলক অতি-সতর্কতায় ধিক্! যুবক যেমন ভবিষ্যতের দিকে এককালে দৃষ্টিশূন্য, আমরাও তেমনি সেই দিকে বড় বেশী রকম দৃষ্টিশালী। রাজাকে একথা জানাইতে হইবে। আর লুকাই রাখা উচিত নহে। কে জানে, হয়ত তাহাতে যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুত হইতেও হইবে।

---

(৭)

হামলেটের উন্মত্ততা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। রাজা ও রাণী,—উভয়েই এই উন্মত্ততার কারণ নির্দ্ধারণ জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহারা হামলেটের দুইজন বয়স্যকে, হামলেটের মনোভাব জানিবার জন্য নিযুক্ত করিলে

এ ... রাজা ও রাণীকে সকল কথা জানাইলেন। বলিলেন,

"আমার কন্যার প্রতি প্রণয়ই,—যুবরাজের উন্মত্ততার কারণ। আমার কন্যা ওফিলিয়া আমারই আদেশমত চিঠীপত্র সমস্ত আমাকে দেখাইয়া থাকে। এই শুনুন, একখানা পত্রে কি লেখা আছে;—"আমার অপার্থিব রত্ন, প্রাণের পুত্তলি, অপূর্ব্ব সুন্দরী ওফিলিয়া"! "অপূর্ব্ব সুন্দরী"—এ কথাটা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু তারপর শুনুন,—"ওফিলিয়া, তোমার তুষার-নিন্দিত শুভ্র বুকে——"

রাণী। এই পত্র হামলেট লিখিয়াছে?

পলোনিয়াস্। হাঁ—আরও শুনুন;—"নক্ষত্রকে অগ্নি বলিয়া ভ্রম করিও; সূর্য্য গতিশীল, তাহাও বিশ্বাস করিও; সত্যকে মিথ্যাভ্রম করিও; কিন্তু তথাপি আমি ভালবাসি, তাহাতে সন্দেহ করিও না।—প্রাণাধিকা ওফিলিয়া! আমি কবিতা লিখিতে জানি না,—তাই আমার সকল দুঃখকাহিনী গুছাইয়া বলিতেও পারি না;—কিন্তু বর্ণনা ও কল্পনার অতীত সুন্দরী তুমি,—তুমি বিশ্বাস করিও যে, আমি তোমায় বড়—বড় ভালবাসি।

"চিরদিন তোমার,
যে পর্য্যন্ত দেহে প্রাণ থাকিবে,
সে পর্য্যন্ত তোমার,—
আমি তোমারই হামলেট।"

আমার কন্যা এই পত্র আমাকে দেখাইয়াছে; এবং হামলেট কখন কি বলিয়াছেন, তাহাও আমাকে বলিয়াছে।

রাজা। তোমার কন্যা কি ভাবে হামলেটের এই প্রণয় গ্রহণ করিয়াছেন?

পলোনিয়াস্। আপনি আমাকে কিরূপ ভাবেন?

রাজা। বিশ্বাসী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তি বলিয়াই ভাবি।

পলোনিয়াস্। আমিও তাহারই প্রমাণ দিব। আমি যখন, হামলেট ও আমার কন্যার পরস্পরের এই প্রণয়-ব্যাপার বুঝিলাম, তখন আমার কন্যাকে ডাকিয়া বুঝাইয়া বলিলাম যে, হামলেট রাজপুত্র,—তোমার সৌভাগ্যসীমার অতীত!—তুমি তাঁহাকে পাইতে পারো না। তারপর নানা উপদেশে তাহাকে নিষেধ করিয়াছি, সে যেন হামলেটের কোন উপহার গ্রহণ না করে; কিংবা তাঁহার প্রেরিত কোন লোককে কাছে আসিতে না দেয়। ওফিলিয়াও সেই-

মত কাজ করিয়াছে। তাহাতেই হামলেটের চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে; এবং সেজন্ম আমি যার-পর-নাই দুঃখিত হইয়াছি।

রাজা। (রাণীর প্রতি) তুমি কি মনে করো,—ইহাই কারণ?

রাণী। হইতে পারে,—খুবই সম্ভব।

পলোনিয়াস্। আমার এই দেহ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া লউন,—যদি ইহাই কারণ না হয়।

রাজা। আচ্ছা, আর কি উপায়ে আমরা ইহার পরীক্ষা করিতে পারি?

পলোনিয়াস্। আপনারা জানেন, হামলেট এই কক্ষমধ্যে অনেকক্ষণ অবস্থিতি করেন। যখন তিনি এই কক্ষে আসিবেন, তখন আমি ওফিলিয়াকে এখানে পাঠাইয়া দিব। এবং নিভৃতে থাকিয়া আমরা উভয়ে তাহা লক্ষ্য করিব। যদি আমার কথা মিথ্যা হয়, তবে আমাকে রাজকার্য্যে আর না রাখিয়া বিদায় দিবেন,—আমি কোনরূপ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত হইব।

সেই সময় হাম্‌লেট উদ্ভ্রান্তবেশে কি একটা পড়িতে পড়িতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। পলোনিয়াসের কথামত রাজা ও রাণী অন্যত্র চলিয়া গেলেন। পলোনিয়াস্ হামলেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার প্রভু,—যুবরাজ হাম্‌লেট! আপনি কেমন আছেন?"

হাম্‌লেট। বেশ আছি।

পলোনিয়াস্। আমি কে,—আপনি জানেন?

হামলেট। খুবই জানি।—তুমি একজন মৎস্য-ব্যবসায়ী।

পলোনিয়াস্। না প্রভু!

হামলেট। আমি ইচ্ছা করি, তুমি একজন সৎলোক হও।

পলোনিয়াস্। সৎলোক!

হামলেট। হাঁ, তাই। এখনকার দিনে সৎলোক হওয়া আর দশ হাজার লোকের মধ্যে একজনকে খুঁজিয়া বাহির করা,—সমান কথা!

পলোনিয়াস্। সে কথা ঠিক।

হামলেট। সূর্য্য যদি মৃত কুক্কুর-দেহে কীটপতঙ্গের সৃষ্টি করে——হাঁ, তোমার না একটি কন্যা আছে?

পলোনিয়াস্। আছে।

হ্যাম্‌লেট। দেখো, তাহা ... বাহি... ইতে দিও না। ... বিধা... কৃপা বটে! কিন্তু তাই বলিয়... যেন গর্ভধারণ ... করে!— সতর্ক থাকিও।

পলোনিয়াস আপনা-আপনি ভাবিতে লা... — ... কথা ইহাতে বুঝিলাম কি? এখনও আমার কন্... ই চিন্তা ... আ... চিনিতে পারেন নাই; বলিলেন, 'আমি ম...স্য-ব্যবসায়ী!'—অনেক অগ্রসর হইয়াছেন। প্রণয়ের উন্মত্ততাই আসিয়াছে। ... যৌবনকালে একবার এমনি রোগের হাতে পড়িয়... । আচ্ছা, পু... আর কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। (প্রকাশ্যে) ... পা...

হাম্‌লেট। কেবল কথা,—কথা,—কথা!

হামলেট উন্মত্ততার ভাণ করিয়া সব সময় সকল কথা না বলিলে... সময়ে এমন উত্তর করিতেছেন যে, তাহাতে পলোনিয়াস্ মনে করিলেন,— ইহা উন্মত্ততা হয়, তবে ইহাতেও বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। এমন সং... উন্মত্ততা আমি দেখি নাই। সময় সময় হামলেটের কথাবার্ত্তা এত গভী... ভাবপূর্ণ যে, মনে হয়, মানুষ প্রকৃতিস্থ অবস্থায়ও বুঝি এমন চিন্তাপূর্ণ... বলিতে পারে না! যাহা হউক, আমার কন্যার সহিত একবার দেখা... আমায় বুঝিতে হইবে,—এই উন্মত্ততার গতি কোন্ দিকে?"

পলোনিয়াস্ প্রস্থান করিলে, হাম্‌লেট যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উন্মত্ততার ভাণ করিতে হইল।—যেহেতু রাজা ও রাণীর প্রেরিত হামলেটের দুই জন বয়স্ক হামলেটকে পরীক্ষার জন্য তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা নানা প্রকারের কথাবার্ত্তা পাড়িয়াও কিছুই বাহির করিতে পারিল না। হামলেট জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমরা এমন কি পাপ করিয়াছ যে, এই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছ?"

প্রথম বয়স্য। কারাগার!

হামলেট। সমগ্র ডেনমার্ক একটা কারাগার।

দ্বিতীয় বয়স্য। তবে এই পৃথিবীও একটা কারাগার।

...লেট। নিশ্চয়ই। ইহার মধ্যে অ...ক কারাগার, ... বন্দিগৃহ ... —তন্মধ্যে ডেনমার্ক সকলের অপেক্ষ...

প্রথম বয়স্য। আমরা তো এরূপ মনে করি না।

হামলেট। হয়ত তোমাদের কাছে কিছুই নয়। ভালো বা মন্দ, প্রকৃতিতে কিছু নাই। কেবল আমাদের বুদ্ধি বিবেচনায় ভালো ও মন্দ করিয়া লই—আমার কাছে ডেনমার্ক কারাগার ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দ্বিতীয় বয়স্য। বোধ হয়, আপনার উচ্চ আশা,—আপনার বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ণ হইবার নহে বলিয়াই, এইরূপ মনে হইতেছে। সেই জন্যই আপনার কাছে ডেনমার্ক অতি সামান্য বিবেচিত হইতেছে।

হামলেট। না, তাহা নহে। আমি অতি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও, অনন্ত ... অধীশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারিতাম; কিন্তু কতকগুলি দুঃস্বপ্ন ... প্রতি... হইয়াছে।

... বয়স্য। সেই দুঃস্বপ্নই ... দুরাকাঙ্ক্ষা। কেন না, দুরাকাঙ্ক্ষ... ভর,—স্বপ্নের ছায়া মাত্রই অবলম্বন।

হামলেট। স্বপ্ন নিজেই ছায়া।

দ্বিতীয় বয়স্য। তা ঠিক। কিন্তু আমি দুরাকাঙ্ক্ষাকে ছায়ার ছায়া বলিয়া মনে করি।

হামলেট। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ভিক্ষুক ও সাধারণ লোক-... ই কায়া; আর রাজা, যোদ্ধা বা বীর,—সকলেই ছায়া মাত্র। কিন্তু সে সকল কথা থাক্। তোমরা কি জন্য এখানে আসিয়াছ,—তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি। আমি জানি, রাজা ও রাণী তোমাদিগকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন।

প্রথম বয়স্য। কি জন্য?

হামলেট। তাহা তোমরাই আমাকে বলিবে। যদি আশৈশব আমার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে, তবে সত্য করিয়া বলো, আমার অনুমান ঠিক কি না?

বয়স্যদ্বয় তাহা স্বীকার করিল।

... আমিই বলিতেছি,—কিছু দিন হইল, কেন জানি না, ... হৃদয়ের ... আনন্দ যেন চিরদিনের মত চলিয়া গিয়াছে। ক্রীড়া-কৌতুক ... আমার ... শোভাময়ী পৃথিবী আমার চক্ষে শূন্য...

প্রতীয়মান হইতেছে! এই অনন্ত নক্ষত্রপূর্ণ সুনীল আকাশ, আমার মনে হয়, কেবল রাশিকৃত বাষ্পের সমষ্টি মাত্র। বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি মানব!——চিন্তায় কি স্থির!—মানসিক শক্তিতে কি অপ্রতিহত গতি!—আকৃতি ও গঠনে কেমন সুন্দর কার্য্যোপযোগী!—কর্ম্মে কি দেব-ভাব!—বুদ্ধিতে দ্বিতীয় ঈশ্বর-তুল্য! সমগ্র জগতের সৌন্দর্য্য,—সমগ্র প্রাণিমণ্ডলের আদর্শ!—তথাপি আমার মনে হয়, এই ধূলির সমষ্টি মানব,—আমার কি করিবে?—নর নারী কেহই আমাকে সুখী করিতে পারিবে না।

সেই বয়স্যদ্বয় হামলেটের চিত্ত বিনোদনের জন্য একদল অভিনেতা আনিয়াছিল। হামলেট এই নাট্য-সম্প্রদায়ের বড়ই অনুরক্ত ছিলেন। বয়স্যদ্বয় তাহাদের কথা উল্লেখ করিলে, হামলেট অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এবং তাহাদিগকে সেখানে আনাইয়া, অভ্যর্থনাদির পর, দুই একটি অভিনয়ের অংশ তাহাদিগকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন। তাহারা ট্রয়নগরের রাজা প্রায়ামের মৃত্যু ও তদুপলক্ষে রাণী হেকুবার বিলাপ অবলম্বন করিয়া সেই স্থান আবৃত্তি করিল। কেমন করিয়া সেই দুর্ব্বল রাজাকে শত্রুগণ, নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিল,—কেমন করিয়া তাঁহার নগরীতে আগুন ধরাইয়া দিল,—বৃদ্ধা রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে প্রজ্বলিত রাজ-প্রাসাদের চারিদিকে কিরূপে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন;—যে মাথায় সোণার মুকুট পরিয়া আসিয়াছেন, সেই মাথায় একটা চামড়ার ফেটী বাঁধিয়া এবং তাড়াতাড়ি একখানি অতি সামান্য বস্ত্রে অঙ্গ ঢাকিয়া তিনি কিরূপে শূন্য-পায়ে সেই আগুনের মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন,—সেই সকল বিষয় আবৃত্তি করিতে লাগিল। যাহারা দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, চক্ষের জলে তাহাদের বুক ভাসিতে লাগিল। অভিনয় বলিয়া কাহারও মনে হইল না;—যেন চক্ষের সমক্ষে সকলে সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছে। আর অভিনেতৃগণও অন্তরের অন্তরে সে ভাব এমনি উপলব্ধি করিতে লাগিল যে, অভিনয়-কালে তাহাদের চক্ষে অশ্রু ঝরিল,—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল।

হামলেট সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে থাকিতে আদেশ দিলেন।

তখন হামলেট ভাবিতে লাগিলেন,

"এই প্রায়াম ও হেকুবার ঘটনা শত শত বৎসর অতীত হইল সম্পন্ন হইয়াছে;—এবং অভিনেতাগণ কখন তাঁহাদিগকে দেখে নাই,—অথচ তাহারা

অভিনয় করিতে করিতে সত্য সত্যই চক্ষের জল ফেলিল!—আর আমি কি?—তেমন যে পিতা, তাঁহার সেই ভীষণ হত্যা,—সে সকল জানিয়াও আমি নিশ্চিন্ত আছি! যতই বিলম্ব করিতেছি, ততই আমার মনে হইতেছে, আমার পিতৃ'আদেশ লঙ্ঘন করিতেছি।—হায়, মহাপাপ! কেমন করিয়াই বা প্রতিশোধ লই! রাণী সর্ব্বদাই আমার পাছে পাছে ফিরিতেছেন। যখন রাণী না থাকেন, তখন তাঁহার কোন অনুচরও আমার সঙ্গে থাকে।"

হামলেটের মানসিক যন্ত্রণা ও কাতরতা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইল। তিনি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এবং ভাবিতে ভাবিতে কেবল সেই প্রেতমূর্ত্তির আদেশ-বাণী তাঁহার স্মৃতিপথে জাগিতে লাগিল। একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর জীবন লইতেও হামলেট একান্ত ব্যথিত,—এমনই তাঁহার স্বভাব; অথচ এখন তাঁহাকে পিতৃব্য-হত্যা করিতে হইবে,—সেই ভীষণ প্রতিহিংসার সঙ্কল্পে তাঁহাকে অন্তরে দৃঢ় হইতে হইতেছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,

"সেই প্রেতমূর্ত্তি যাহা বলিয়া গিয়াছে, তাহা কতদূর সত্য! যদি সেই মূর্ত্তি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে আসিয়া আমারই সর্ব্বনাশ করিবার জন্য এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকে? প্রেতযোনী সকল-মূর্ত্তিই ধারণ করিতে পারে,—কে জানে তাহার মনে কি আছে!"

হামলেট স্থির করিলেন, অগ্রে এই নটদিগের দ্বারা, তাঁহার পিতার হত্যার ন্যায় কোন এক ঘটনা অভিনয় করাইয়া, রাজা ও রাণীকে পরীক্ষা করিতে হইবে।

তাহাই হইল। তিনি নিজেই সেই অভিনেয় অংশে দুই চারি কথা যোজনা করিয়া দিলেন। এবং সেই অভিনয় দেখিবার জন্য রাজা ও রাণীকে অনুরোধ করিলেন।

অনেক ভাবিয়া হামলেট স্থির করিলেন,—"আর একটু অধিক দেখিয়া সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিব। কি জানি, আমার এই উত্তেজিত অবস্থায় এই অশুভ মুহূর্ত্তে, সুযোগ বুঝিয়াই বা সেই প্রেতমূর্ত্তি আমাকে ছলনা করিতেছে!"

---

(৮)

এদিকে পলোনিয়াসের কথামত ওফিলিয়াকে রাজপ্রাসাদের এক কক্ষমধ্যে রাখা হইল। যুবরাজ হামলেট সেই কক্ষে অনেকবার আসিয়া থাকেন। পলোনিয়াসের উদ্দেশ্য,—এই অবস্থায় হামলেট ও ওফিলিয়ার কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়, তাহা রাজা ও পলোনিয়াস্ অন্তরালে থাকিয়া শুনিয়া লইবেন। হামলেটের দুঃখের উৎপত্তি প্রেমে কিংবা আর কিছুতে, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। রাণীও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি ওফিলিয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"বৎসে, ওফিলিয়া! তোমার সৌন্দর্য্যই যেন হামলেটের উন্মত্ততার কারণ হয়। এবং আশা করি, তোমারই গুণে যেন আমার পুত্র আবার প্রকৃতিস্থ হয়।"

ওফিলিয়া। রাজ্ঞি! আমিও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনার আশা পূর্ণ হোক্।

রাণী প্রস্থান করিলেন। পলোনিয়াস্ তাঁহার কন্যাকে বলিলেন,

"ওফিলিয়া, তুমি এখানে বসিয়া এই পুস্তকখানি পড়িতে থাকো। এইরূপ অবস্থায় তোমাকে দেখিলে, হামলেট বুঝিতে পারিবেন যে, তুমি যেন এইখানে একাকী বসিয়া আছ। আমরা ধর্ম্মের মুখোস পরিয়া অনেক সময় [illegible] অন্তরের পৈশাচিক ভাবও ঢাকিয়া রাখিতে পারি;—কক্ষান্তরে [illegible] আমরা যুবরাজের মনোভাব অবগত হইব।"

কথাটা হতভাগ্য ক্লডিয়াসের অন্তরে বিদ্ধ হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—

"হায়! মন্ত্রীর এই কথা খুবই সত্য।—আমার সেই কার্য্য কি ভীষণ!"

সেই সময় যুবরাজ হামলেট সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও পলোনিয়াস্ অলক্ষ্যে, অন্তরালে সরিয়া পড়িলেন। হামলেট মর্ম্মবেদনায় অস্থির হইয়া বিলাপ করিতে করিতে আসিতেছিলেন। সে বিলাপ এইরূপ :——

"জীবন ও মরণ এই দু'য়ের কোন্‌টী এখন অবলম্বন করিব,—বাঁচিব না মরিব? নিষ্ঠুর অদৃষ্টের এই দারুণ অত্যাচার নীরবে সহ্য করাই কি মনুষ্যত্ব? কিংবা এই সমুদ্রপ্রমাণ যন্ত্রণার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শত ধারায় তাহাকে অধিক বেগবতী করা প্রয়োজন? মৃত্যু—নিদ্রা; তাহার বেশী কিছু নয়।

নিদ্রায় আধি-ব্যাধি-গ্রস্ত, যন্ত্রণাপূর্ণ জীবনের সহস্র দুঃখ ভুলিয়া থাকি। মৃত্যু—নিদ্রা; নিদ্রা কিন্তু স্বপ্নপূর্ণ। তাহাতেই অনেক গোলযোগ। মৃত্যু যদি স্বপ্নহীন নিদ্রা হইত, তাহা হইলে কোন গোল থাকিত না। কেন না, মৃত্যু-নিদ্রায় কি স্বপ্ন আসিবে, কে বলিতে পারে? এই চিন্তা যদি না থাকিত,—আত্মহত্যা করিয়া সকল দুঃখের অবসান করিতাম! সাধ করিয়া কে বলো, জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাত,—এই আপদ-বালাই সহিতে চায়? প্রবলের অত্যাচার,—গর্ব্বিতের অহঙ্কার,—প্রত্যাখাত প্রণয়ের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা,—নিগুণ, অধমের হস্তে গুণবান্ ধার্ম্মিকের অবমাননা,—এ সকল কে সহিতে চায়,—যখন কেবলমাত্র একখানা ছুরিকাঘাতে সকল দুঃখের অবসান হইতে পারে!——হায়! একান্ত দুঃখক্লিষ্ট জীবনে এত যন্ত্রণার ভার বহন করিয়া,—কে বাঁচিয়া থাকিতে চায়? কিন্তু একটা কথা আছে। মৃত্যুর পর সেই দেশ——যেখান হইতে কেহ কখন ফিরে নাই,—সেই দেশ,—কি জানি কেমন সেই দেশ!—তাহার চিন্তা নিশ্চয়ই ভয়শূন্য নহে,—সেই চিন্তাই সকল সঙ্কল্প নষ্ট করিয়া দেয়, এবং জীবনের সমস্ত পাপ কাজ গুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।——এইরূপে দেখি, আমাদের বিবেক আমাদিগকে মূর্খ বানাইয়াছে।——এইরূপে মৃত্যু-ভয় আমাদের মনের সঙ্কল্প মলিন ও বিনষ্ট করিয়া দেয়।—কিন্তু থাক্, হৃদয় শান্ত হও। (প্রকাশ্যে) এই না সুন্দরী ওফিলিয়া? ——দেবি! তোমার প্রার্থনার সময় আমার পাপরাশি স্মরণ করিও।"

ওফিলিয়া। আপনি এতদিন কেমন ছিলেন?

হামলেট। এই প্রশ্নে আমি তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি;—ভালো ছিলাম।

ওফিলিয়া। আপনি আমাকে অনেক প্রণয়-উপহার দিয়াছেন। সেগুলি অনেক দিন হইতে ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছি, এক্ষণে তাহা গ্রহণ করুন।

হামলেট। কৈ, না—আমি তো তোমায় কিছুই দিই নাই!

ওফিলিয়া। আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন,—আপনি দিয়াছিলেন। সেই উপহারের সঙ্গে সঙ্গে এমন মধুর প্রণয় কাহিনী ছিল যে, তাহাতে দ্রব্যগুলির মূল্য আরও বাড়িয়াছিল। এখন সেদিন গিয়াছে, কাজেই তাহা ফিরিয়া

লউন। দান করিবার সময় যে হৃদয় ও মন থাকে, দুই দিন পরে যদি সেই হৃদয় ও মন অন্যরূপ হয়, তবে সে দ্রব্যের আর গৌরব কি?—এই গ্রহণ করুন।

হামলেট। হাঃ হাঃ হাঃ! তুমি কি ধার্ম্মিকা!

ওফিলিয়া। কি বলিলেন?

হামলেট। তুমি কি সুন্দরী?

ওফিলিয়া। আপনি কি বলিতেছেন?

হামলেট। যদি তুমি ধার্ম্মিকা ও সুন্দরী—দুই-ই হও, তবে ধর্ম্ম ও সৌন্দর্য্য একত্রে মিশিতে দিও না।

ওফিলিয়া। ধর্ম্ম ছাড়া সৌন্দর্য্য কি, আর-কিছুর সহিত মিশিতে পারে?

হামলেট। হাঁ, নিশ্চয়ই। সৌন্দর্য্যের ক্ষমতাই বেশী। ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্যকে আপনার মত করিবার আগেই, সৌন্দর্য্য ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলে। এক সময় এ কথাটা অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।—আমি তোমায় ভালবাসিতাম।

ওফিলিয়া। বস্তুতঃ, একদিন আপনি আমায় সে কথা বিশ্বাস করিতে দিয়াছিলেন।

হামলেট। আমায় বিশ্বাস করা তোমার উচিত ছিল না।——কৈ, আমি তো তোমায় ভাল বাসিতাম না।

ওফিলিয়া। তবে আত্মভ্রমে আমি আরও অধিক প্রতারিত হইলাম।

হামলেট। তুমি চির-কুমারী হইয়া থাকো। কতক গুলা পাপীর প্রসূতি কেন হইবে? দেখ, আমি সাধারণ লোকের ন্যায়ই সৎ; তবু আমি এত অপরাধে অপরাধী যে, মনে হয়, আমি যদি জন্মগ্রহণ না করিতাম!——আমি অত্যন্ত গর্ব্বিত, দুরাকাঙ্ক্ষ, প্রতিহিংসাপরায়ণ!—আরও বিস্তর পাপে পাপী। সে পাপ,—চিন্তায় আনিতে পারি না,—তাহা কল্পনারও অতীত। আমার মত জীব পৃথিবীতে থাকিয়া কি করিবে? আমরা সকলেই দারুণ পাপী। কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। তাই বলিতেছি, তুমি চির-কুমারী হইয়া থাকো এবং চির-কুমারীর আশ্রমে যাও।—তোমার পিতা কোথায়?

ওফিলিয়া। বাটীতে আছেন।

হামলেট। তিনি যেন আর বাহির হইতে না পারেন। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা নিজের বাটীতে বসিয়াই দেখাইতে থাকুন——বিদায়!

ওফিলিয়া হামলেটের জন্য বড়ই চিন্তিতা হইলেন। করযোড়ে দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"হে দেবতা! ইহাঁকে প্রকৃতিস্থ করিয়া দাও।"

হামলেট। যদি তুমি বিবাহ করো, আমি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ এই অভিশাপ দিতেছি,—তুমি তুষারনিন্দিত শুভ্র ও পবিত্র হইলেও কলঙ্কের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে না। তাই বলি, কুমারী-আশ্রমে প্রস্থান করো। আমি বিদায় হই। আর যদি একান্তই বিবাহ করো, তবে একটা নির্ব্বোধকে বিবাহ করিও। কেন না, বুদ্ধিমানে জানে, তোমরা তাহাদিগকে কি দানবই বানাইতে চাও! শীঘ্র—শীঘ্র কুমারী-আশ্রমে যাও; আমি বিদায় হই।

ওফিলিয়া। হে দেবতা! ইহাঁর উন্মত্ততা দূর করিয়া দাও।

হামলেট। তোমরা অঙ্গ চিত্র-বিচিত্র করো, তাহা আমি জানি। ঈশ্বর তোমাদিগকে একটি মুখ দিয়াছেন; কিন্তু তোমরা আর একটি মুখ তৈয়ার করিয়া লও। তোমরা নাচিতে থাকো,—অতি ভীষণ ভাবে চলিতে থাকো,—নানাপ্রকার শব্দ করো,—কদর্য্য ভাষায় ঈশ্বরের সৃষ্ট-পদার্থ আহ্বান করো,—আর বলিতে গেলে, সকল বিষয়েই আপনাদের অতিরিক্ত সরলতা ও অজ্ঞতার ভাণ দেখাও। থাক্,—সে কথায় আর কাজ নাই। আমি আর কিছু বলিতে চাহি না। তোমাদের ব্যবহারই আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে। আমাদের আর বিবাহে কাজ নাই। যাহারা ইতিপূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছে,—একজন ব্যতীত সকলে বাঁচিয়া থাকুক। অবশিষ্ট সকলে অবিবাহিত থাকুক।—তুমি কুমারী-আশ্রমে যাও।

হাম্লেট প্রস্থান করিলেন।

"একজন ব্যতীত"—এ কথা কাহাকে উল্লেখ করিয়া বলা হই ,—সরলা ওফিলিয়া তাহা বুঝিল না। রাজা ও পলোনিয়াস্ অন্তরালে থাকিয়া এই সব কথা শুনিতেছিলেন।—পলোনিয়াস্ কিছু বুঝিলেন না; কিন্তু রাজার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই একজন কে?

হামলেটের এইরূপ চিত্ত-বিকৃতি দেখিয়া, ওফিলিয়ার কোমল হৃদয় একান্ত ব্যথিত হইল। তিনি গভীর দুঃখে, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—

"হায় হায়! এ কি হইল? তেমন সর্ব্বলোকপ্রিয়, উন্নত-হৃদয়, বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির এ কি দারুণ অধঃপতন! সকল রাজকীয় গুণের পরিচয়স্থল,—রাজ্যের আশা-ভরসা,—সকল উৎকৃষ্ট গুণের আধার,—পণ্ডিত ও যোদ্ধা,—সকলের নয়নানন্দস্বরূপ,—হা বিধাতঃ! তেমন উচ্চাশয় ব্যক্তির এই পরিণাম! আমার মত মন্দভাগিনী আর কে আছে? যাঁহার সুমধুর বীণা-বিনিন্দি কণ্ঠস্বর আমার হৃদয় মুগ্ধ করিত,—যাহা শ্রবণে আমি আত্মহারা হইতাম, আজ তিনি ছিন্ন তন্ত্রী বীণার ন্যায়!—সেই মধুরমূর্ত্তি উন্মত্ততায় পরিম্লান! হায়, কি দুঃখ!—কি দেখিয়াছি, আর কি দেখিতে হইল!"

তখন রাজা ও পলোনিয়াস্‌ অন্তরাল্‌ হইতে বহির্গত হইলেন। রাজার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, প্রণয়ই হামলেটের উন্মত্ততার কারণ নহে,—তাঁহার অন্তরের অন্তরে অন্য চিন্তা জাগিতেছে। রাজা তাঁহাকে ইংলণ্ডে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। পলোনিয়াস্‌ও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন। কিন্তু বলিলেন, "রাণীকে দিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভালো হয়। তিনি চেষ্টা করিলে বোধ হয়, হামলেটের উন্মত্ততার মূল কারণ জানিতে পারিবেন। তার পর আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই করিবেন।"

রাজাও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

---

(৯)

হামলেট যে অভিনয় দর্শনের জন্য রাজা ও রাণীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং অভিনয়ের অংশে তিনি নিজে যে, দুই চারি কথা সংযোগ করিয়া দিয়াছিলেন,—তাহা পাঠক অবগত আছেন।

ভিয়েনা নগরে গঞ্জাগো নামে এক ডিউক ছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয়, উদ্যান মধ্যে সেই ডিউককে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করিয়া তাহার রাজ্য অধিকার করে, এবং তৎসঙ্গে তাঁহার বিধবা পত্নীর অবৈধ প্রণয়ের অধি-কারী হয়।

অভিনয়ের অংশ এই। যুবরাজ হামলেটের পিতার মৃত্যু ও বিধবা মাতার বিবাহের সঙ্গে এই ঘটনার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য থাকাতে,—হামলেট নটদিগকে এই ঘটনাই অভিনয় করিতে বলেন।

এদিকে হামলেট তাঁহার প্রিয়বন্ধু হোরেসিওকে বলিলেন,

"দুর্ভাগা হামলেটের একমাত্র প্রিয়সুহৃদ্ তুমি!—তোমারই কাছে অন্তরের সকল কথা প্র[illegible] করিতে পারি।—সুখে দুঃখে অবিচলিত যদি কেহ থাকে, তবে সে তুমি। বিধাতার ক্রোধ ও আশীর্ব্বাদ,—তুল্যরূপে তুমিই গ্রহণ করিতে পারো। তোমায় বলিতে কি, তুমি জানো, আজ রাত্রে সেই অভিনয়ের আয়োজন করিয়াছি।—রাজা ও রাণী উভয়েই তাহা দেখিতে আসিবেন। তখন খুব সাবধানে তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিতে হইবে——ইহা যেন বিশেষরূপে স্মরণ থাকে। আমি সর্ব্বক্ষণ নির্লিপ্তভাবে থাকিব।"

রাত্রিকাল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে অভিনয় আরম্ভ হইল। যথাসময়ে রাজা, রাণী, পলোনিয়াস্ ও ওফিলিয়া অভিনয় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে অন্যান্য লোকও আসিল। রাণী হামলেটকে নিজের কাছে বসিতে বলিলেন; কিন্তু হামলেট ওফিলিয়ার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "না মা, আমি এই খানেই বসি।"

অভিনয়ের প্রথম অংশে রাজা ও রাণীর প্রবেশ। রাণী নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তায় আপন ভালবাসা জানাইতেছেন এবং নানাপ্রকার শপথ গ্রহণ পূর্ব্বক বলিতেছেন,—যদি এমনই হয় যে, অগ্রে রাজার মৃত্যু ঘটে, তবে তিনি কখনো দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবেন না।—যাহারা হৃদয়হীনা ও নিষ্ঠুরা,—প্রথম স্বামীকে যাহারা হত্যা করে, কেবল তাঁহাদেরই দ্বিতীয়বার বিবাহ করা শোভা পায়।—রাণীর মুখে এই ভাবের কথাও ব্যক্ত হইল।

অভিনয়ের এই অংশ দেখিয়াই হামলেট লক্ষ্য করিলেন,—তাঁহার পিতৃব্যের মুখে কিছু ভাবান্তরের চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে।

তার পর যখন অভিনয়ের সেই রাজা উদ্যানে নিদ্রিত হইলেন, তখন তাঁহার সেই আত্মীয় লুসিয়েনাস্ চুপি-চুপি সেখানে আসিয়া, সেই নিদ্রিত রাজার কর্ণে বিষ প্রয়োগ করিল।—এই দৃশ্য দেখিবামাত্র হামলেটের পিতৃব্য, যে ভাবে তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আদ্যোপান্ত মনে জাগিল।—হঠাৎ তিনি এমনই অধৈর্য্য ও চঞ্চল হইলেন যে, আর অধিকক্ষণ তথায় তিষ্ঠিতে পারিলেন না,—সহসা অসুস্থতার ভাণ করিয়া তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অভিনয়ও সেইখানে বন্ধ হইল।

তখন হামলেটের আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তখন তাঁহার মনে হইল, তাঁহার পিতার প্রেতমূর্ত্তি তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল ভৌতিক-ক্রিয়া নহে। হোরেসিও-ও ইহা অনুমোদন করিলেন।

এই সময় রাজার নিযুক্ত হামলেটের সেই বয়স্যদ্বয় সেখানে উপস্থিত হইয়া হামলেটের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা করিল।

একজন বয়স্য বলিল, "রাজা এখান হইতে গিয়াই এমন অস্থির ও অধৈর্য্য হইয়াছেন,——"

হামলেট। মদ্যপানে নাকি?

বয়স্য। না,—বরং ক্রোধে।

হামলেট। তোমার উচিত, চিকিৎসকের নিকট গিয়া ইহা ব্যক্ত করা।

বয়স্য। আপনার জননী অতি দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। এখন আপনি আমাদের কথার যথার্থ উত্তর দিন।

হামলেট। তাহা তো পারি না।

বয়স্য। কি পারেন না?

হামলেট। যথার্থ উত্তর দিতে। কেন না, আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি এখন ঠিক নাই। কিন্তু যাক্,— কথা হ তেছিল;—তোমরা বলিতেছিলে কি, আমার জননী——কি হই ছেন?

বয়স্য। আপনার জননী আপনার ব্যবহারে একান্ত বিস্মিত হইয়াছেন।

হাম্‌লেট। ধন্য পুত্র, যে তাহার মাতাকে এতদূর বিস্মিত করিতে পারে!—আর কিছু বলিবার আছে?

বয়স্য। তিনি আপনাকে ঘুমাইবার আগে একবার দেখা করিতে বলিয়াছেন।

হামলেট। তাহা করিব।—আর কিছু বলিবার আছে?

বয়স্য। আপনি এক সময়ে আমাকে ভালবাসিতেন——

হামলেট। এখনও তাই।

বয়স্য। আপনার মনের এইরূপ ভাবান্তরের কারণ কি?

হামলেট তোমরা এরূপে আমার অন্তর অন্বেষণ করো কেন?

বয়স্য। আমাদের যেটুকু কর্ত্তব্য, যদি তাহার বেশী যাই, জানিবেন, আপনার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভালবাসাই তাহার কারণ।

হামলেট। এ কথা আমি ভালো বুঝিতে পারি না।—তুমি এই বাঁশীটা বাজাইতে পারো?

বয়স্য। আমি বাঁশী বাজাইতে জানি না।

হামলেট। আমি অনুরোধ করিতেছি।

বয়স্য। সত্য বলিতেছি, আমি ইহার কিছুই জানি না।

হামলেট। মিথ্যা কওয়া যেমন সহজ, এই বাঁশী বাজানো সেইরূপ সহজ। এই বাঁশীর এই ছিদ্রগুলিতে এমনি করিয়া আঙ্গুল দাও,—এমনি করিয়া চাপিয়া ধরো;—সুন্দর বাজিবে। এই দেখ, এই গুলি ইহার টিপ্।

বয়স্য। কিন্তু আমার কোন ক্ষমতা নাই।—আমি ইহার কিছুই বুঝি না।

হামলেট। তবে দেখ, আমায় কি অপদার্থ তুমি ভাবিয়াছ!—তুমি আমায় বাজাইতে চাও? যেন তুমি আমার অন্তরের ছিদ্র ও টিপ সকলই জানো! তাই আমার হৃদয়ের সকল রহস্য ফুৎকারে বাহির করিতে অভিলাষী হইয়াছ!—তাই তুমি আমার এই হৃদয়-বাঁশীর নিম্নতম স্বরগ্রাম হইতে উচ্চতম স্বরগ্রাম বাজাই[illegible] মানস করিয়াছ! সত্য বটে, এই যন্ত্রে অ[illegible] সুমধুর গীত আ[illegible] কিন্তু[illegible]কে, তুমি তো বাজাইতে জানো না!—তু[illegible] কি ম[illegible]রা, বাঁশী অপেক্ষাও আমাকে বাজানো সহজ? আমাকে যে কোনও যন্ত্রই [illegible] মনে করো ন[illegible] কেন,—আঘাত করিয়া, এ বাঁশী তুমি বাজাইতে পারিবে ন[illegible]।

* সেই সময় পলোনিয়াস্ সেখানে উপস্থিত হইয়া,—রাণী যে হামলেটকে দেখিতে চাহিতেছেন, তাহা বলিলেন। হামলেট যাইতে সম্মত হইয়া সকলকে বিদায় দিলেন। এবং মনে মনে বলিলেন, "কি গভীর রাত্রি! এমনই গম্ভীর [illegible]শিতে প্রতিহিংসার কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু থাক্,—[illegible] ডাকিতেছেন।——হে হৃদয়! ভাঙ্গিয়া পড়িও না। মাতার প্রতি [illegible]তামার স্বাভাবিক টানে আসল কথা বলিতে ভুলিও না। তাঁহাকে সুতীক্ষ্ণ [illegible]সির আঘাত অপেক্ষাও অতি তীক্ষ্ণ রূঢ় কথা বলিতে হইবে।—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।"

(১০)

রাজার ইচ্ছাক্রমে রাণী,—হামলেটকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নটদিগের অভিনয়ে, হামলেটের ব্যবহারে, উভয়েই একান্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাণী ও হামলেটে কি কথাবার্ত্তা হয়, তাহা জানিবার জন্য রাজা পলোনিয়াস্‌কে অন্তরালে থাকিতে বলিয়াছিলেন। কারণ, মাতা পুত্রে এমন কিছু কথা হইতে পারে, যাহা রাজার জানিবার আবশ্যক আছে; অথচ রাণী তাহা না বলিতেও পারেন। এই কৌশল পলোনিয়াসের প্রকৃতির অনুরূপ। বৃদ্ধ পলোনিয়াস্ এইরূপে পরের গোপনীয় কথা শুনিতে ভাল বাসে।

যথাসময়ে হামলেট তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সংবাদ কি?"

রাণী। হাম্‌লেট, তুমি তোমার পিতার নিকট অপরাধী হইয়াছ।

হামলেট। মা, তুমি আমার পিতার নিকট অপরাধী হইয়াছ।

রাণী। থাক্, থাক্—তুমি ও কি ছেলে-মানুষী জবাব দিতেছ!

হাম্‌লেট। যাও, যাও,—তোমার প্রশ্ন কি নিষ্ঠুর!

রাণী। হামলেট, আমি কে, তাহা কি তুমি ভুলিতেছ?

হামলেট। ঈশ্বরের দোহাই, তাহা নহে। আপনি রাণী,—আপনার স্বামীর ভ্রাতার পত্নী, এবং আমার জননী।

রাণী। তুমি যদি এই ভাবে আমার সহিত কথা কও, তবে যাহারা তোমার সহিত কথা কহিতে পারে, তাহাদিগকেই পাঠাইয়া দিব।

হামলেট। থাক্, থাক্,—উঠিও না। দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় আমি তোমাকে তোমার অন্তরের ছবি দেখাইতেছি।—মা, সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করো।

রাণী। তুমি আমার কি করিবে?—আমায় হত্যা করিবে না তো?—কে আছ এখানে?

অন্তরাল হইতে পলোনিয়াস্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে আছ এখানে? শীঘ্র এস—শীঘ্র এস।"

হাম্‌লেট মনে করিলেন, বুঝি অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার পাপ পিতৃব্যই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন। হামলেট সুযোগ বুঝিয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে

শাণিত ছুরিকা লইয়া পলোনিয়াসের বক্ষে বসাইয়া দিলেন। বৃদ্ধ সচিব তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাণী। হায়, এ কি করিলে!

হামলেট। তা আমি জানি না। ও কি রাজা নাকি?

রাণী। কি ভীষণ কাজ করিলে!

হামলেট। সত্যই বটে,—রাজাকে হত্যা করিয়া রাজার ভ্রাতাকে বিবাহ করার ন্যায় ইহা ভীষণ!

রাণী। রাজাকে হত্যা!

হামলেট। হাঁ, আমি তাহাই বলিলাম।

তার পর যখন হামলেট দেখিলেন এবং বুঝিলেন, পিতৃব্যভ্রমে, অলক্ষ্যে তিনি পলোনিয়াস্‌কেই হত্যা করিয়াছেন, তখন তাঁহার বড় দুঃখ হইল। কিন্তু পলোনিয়াসের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অসদভিপ্রায় স্মরণ করিয়া, সেই মৃতদেহকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "যেমন নির্ব্বোধ তুমি, তাহার উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে! কিন্তু আমি তোমাকে বুঝিতে পারি নাই।—ভাবিয়াছিলাম, বুঝি পাপ রাজা ওখানে লুকাইয়া আছে।"

হামলেট তাঁহার মাতাকে দুঃখপ্রকাশ করিতে দেখিয়া কহিলেন, "তোমা বাহিরে এমন দুঃখ প্রকাশের আবশ্যকতা দেখি না। তোমার অন্তর ... একান্ত কঠিন হইয়া না থাকে, তবে আমি তাহাতেই আঘাত করিতে চাই।"

রাণী। আমি এমন কি করিয়াছি যে, তুমি এমনি ভাবে আমার সহিত কথা কহিতে সাহসী হও!

হামলেট। তুমি এমন কাজ করিয়াছ, যাহা রমণীস্বভাবসুলভ সকল মাধুর্য্য এককালে তিরোহিত করে!—যাহা প্রকৃত ধর্ম্মকে ছদ্মবেশী দানবরূপে পরিণত করে!—যাহা নির্ম্মলপ্রেমের শুভ্র ললাট হইতে সকল সৌন্দর্য্য কাড়িয়া লইয়া, সেই ললাটোপরি যন্ত্রণাকর জ্বালাজনক তীব্র প্রলেপ সংলগ্ন করিয়া দেয়!—যাহা বিবাহের প্রতিজ্ঞাসকল জুয়া-ব্যবসায়ীর শপথগ্রহণের ন্যায় নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়!——হায়, সে এমন কাজ,—যাহা মনে করিলে বোধ হয়, বিবাহের প্রতিজ্ঞারূপ দেহ হইতে তাহার আত্মাকে কে যেন কাড়িয়া লইয়াছে! তোমার কার্য্যে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে যে, ধর্ম্ম যেন কেবল ক...-

গুলা অর্থহীন বাক্যের সমষ্টিমাত্র। তোমার এই ব্যবহারে আকাশের মুখ জলিয়া উঠে, এবং পৃথিবীও যেন প্রলয়ের দিন ভাবিয়া অন্তরের অন্তরে একান্ত যন্ত্রণা অনুভব করে!

রাণী। আমি এমন কি কাজ করিয়াছি, যাহা, উল্লেখের আগে, প্রস্তাবনা মাত্রেই এত ভয়ঙ্কর!

হামলেট। দেখ মা, এই চিত্রখানিতে দুই ভ্রাতার মূর্ত্তি পাশাপাশি কেমন সাজিয়াছে! এই শুভ্র ললাটে মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের কি অপূর্ব্ব লীলা! দেবতা-নিন্দিত কি মনোহর মূর্ত্তি! কি উজ্জ্বল নয়ন-তারা!—যেন ভীতি ও শাসনের মধুর সম্মিলন! এই মধুর আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, যেন স্বর্গের দূত কোন গগনস্পর্শী পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান হইয়াছেন! পৃথিবীর যেখানে যাহা সুন্দর, সকলের একত্র সমাবেশে এই মধুর আকৃতি যেন আদর্শ মানবের পরিচয়-স্থল——ইহাই তোমার স্বামীর মূর্ত্তি!—আর এই দেখ, পুনর্ব্বার যাঁহাকে তুমি পতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ, এই তাঁহার মূর্ত্তি! এই কুৎসিত আকৃতি যেন এই মধুর প্রতিকৃতিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।——মা আমার! তোমার কি চক্ষু আছে? এই সুমহান্ পর্ব্বত ছাড়িয়া কি মা প্রান্তর হইতে জীবনের অবলম্বন গ্রহণ করিতে চাও?—হায়, তোমার কি চক্ষু আছে? তুমি প্রণয়ের দোহাই দিতে পারো না—তোমার জীবনের এই সময়, মনের প্রবৃত্তি আর তেমন প্রবল নাই—চিত্ত শান্ত এবং স্থির হইয়া, শেষ-বিচারের অপেক্ষা করিতেছে। তোমার যে জ্ঞান নাই; তাহা নহে। কিন্তু সে জ্ঞান অতি বিকৃত অবস্থায় আছে। তোমার এই কাজ যে উন্মত্ততার ফল, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ, উন্মত্ততা এমন করিয়া কাহাকে প্রবৃত্তির দাস করিতে পারে না। মা আমার! কেমন করিয়া তোমার চক্ষু এমন প্রতারিত হইয়াছিল?—নরকের আগুন! তুমি যদি বর্ষীয়সী নারীর হৃদয়ে এমন দুর্দ্দমনীয় লালসা জাগাইয়া তুলিতে পারো, তবে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল মত্ততায় ধর্ম্ম কেন না মোমের ন্যায় নরম হইয়া লালসার আগুনে গলিয়া যাইবে? যে বয়সে হৃদয়ের শোণিত বরফের ন্যায় শীতল হইয়া আইসে,—দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির উদ্দামগতি প্রশমিত হইয়া যায়, সে বয়সে যদি যৌবনসুলভ লালসা প্রবলা হইয়া উঠে, তবে যৌবনের দিনে বেগবতী প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া অন্যকে দোষ দিও না!

রাণী। হায়, হামলেট! আর কিছু বলিও না। তুমি আমার অন্তরের অন্তরে চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছ! এবং সেই অন্তরের মধ্যে আমি দেখিতেছি, বড় গভীর কালো-কালো রেখা আমার সমগ্র হৃদয়টা আচ্ছন্ন করিয়া আছে,—যেন তাহা আর কখন মুছিয়া যাইবে না। তোমার কথাগুলি শাণিত ছুরিকার ন্যায় আমার অন্তর বিদ্ধ করিতেছে। বৎস, মিনতি করি, আর ও-কথায় কাজ নাই।

হামলেট। কি আশ্চর্য্য! যে,—নরঘাতী, পাপিষ্ঠ ও পিশাচ,—যে তোমার স্বামীর তুলনায় অতি অপদার্থ ও হীন,—সেই অধমাত্মা, বঞ্চক ও শঠ কিনা, ডেনমার্কের রাজ-সিংহাসন ও রাজমুকুট আত্মসাৎ করিল!

রাণী। হামলেট, আর না!——

এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতে চলিতে, সহসা হামলেট, সেই খানে তাঁহার পিতার প্রেত-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইতে দেখিলেন। হামলেট ভীত হইয়া সেই মূর্ত্তিপানে চাহিলেন। রাণী হামলেটের সেই ভয়বিস্মিত ভাব দেখিয়া বুঝিলেন, হামলেট সত্য সত্যই পাগল হইয়াছে। তার পর যখন হামলেট সেই প্রেতমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন, তখন রাণী ভয়ে ও বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন। হামলেট বলিতে লাগিলেন,—"তুমি কি আমায় বলিতে আসিয়াছ, আমি তোমার আদেশ অবহেলা করিয়া বৃথায় সময় কাটাইতেছি?"

প্রেতমূর্ত্তি। আমার আদেশ ভুলিও না। তোমার সঙ্কল্প বিলুপ্তপ্রায়;—আমি তাই আবার আসিয়াছি। ঐ দেখ, তোমার জননী বিস্ময়ে কিরূপ অভিভূত হইয়াছেন! তুমি উহাঁর অন্তরের এই অবস্থায় উহাঁকে রক্ষা কর। কারণ, যাহারা শারীরিক দুর্ব্বল, তাহাদের অন্তরে কল্পনার আধিপত্য বড় বেশী।—উহাঁর সহিত কথা কও।

হামলেট। তুমি কি ভাবিতেছ?

রাণী। আমি তোমার এই ভাবে চমৎকৃত হইয়াছি। আমি তো কিছুই দেখিতে পাইতেছি না,—তুমি শূন্যে কাহার সহিত কথা কহিতেছ?

হামলেট। আমি তাঁহাকেই দেখিতেছি। দেখ, কি বিষণ্ণভাবেই তিনি চাহিয়া আছেন! যে কারণে ঐ মূর্ত্তি এখানে উপস্থিত, যদি তাহা প্রস্তরেও বিদিত থাকে, তবে সেই কঠিন প্রস্তরও বিদীর্ণ হইয়া যায়!——আমার দিকে আর চাহিও না।—তাহা হইলে আমি ঐ করুণমূর্ত্তি দেখিয়া, অতি দুঃখে, হয়ত

আমার সঙ্কল্প আমি ভুলিয়া যাইব!—হয়ত পাপিতরশনের বিনিময়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে, এ জীবন গোঁয়াইতে হইবে।

রাণী। এ সকল কথা কাহাকে বলিতেছ?

হামলেট। তুমি কি কিছুই দেখিতে বা শুনিতে পাইতেছ না?

রাণী। না।—আমরা দু' জন ছাড়া এখানে ত আর কেহ নাই!

হামলেট। এখনও,—ঐ দেখ, আমার পিতা কেমন অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতেছেন! ঐ দেখ,—এখনও দে . যায়!

রাণী। এ তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের সৃষ্টি মাত্র!

হামলেট। কল্পনা?—উন্মত্ততা?—না না, তাহা নহে। এই দেখ, আমার শিরায় শিরায় তোমারই ন্যায় শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।—একটুকুও অনিয়ম আমাতে নাই। দেহ-যন্ত্র একটুও বেসুরা বাজিতেছে না। অতএব, আমার কথা উন্মত্তের প্রলাপ বলিও না। বিশ্বাস না হয়, আমায় পরীক্ষা করিয়া দেখ! মা আমার, 'আমি উন্মত্ত,—আমার কথা অসার প্রলাপ মাত্র',—এরূপ ভাবিয়া মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিও না। তাহা হইলে তোমার পাপ,—চির-আবৃত থাকিবে। সে ব্যাধি এ জন্মে আরোগ্য হইবে না। ঈশ্বরের নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করো। আর পাপ বাড়াইও না, কিংবা আত্মপ্রতারণায় প্রতারিত হইয়া, ভীষণ পাপ ভীষণতর করিও না।—মা! আমায়ও তুমি ক্ষমা করো।

রাণী। উঃ, হামলেট! তুমি আমার অন্তর দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দিলে!

হামলেট। দুই ভাগের যে ভাগ বড় কালো, তাহা ফেলিয়া দাও, আর যেটুকু পবিত্র, তাহাই রাখো!—আমায় বিদায় দাও! কিন্তু অনুরোধ করি, মা আমার! পাপ পিতৃব্যের শয্যায় আর তুমি গমন করিও না! ধর্ম্মবোধ আদৌ না থাকে, ধর্ম্মের ভাণও দেখাও! অভ্যাস-রাক্ষসী মানুষের স্বাভাবিক ভাবরাশি বিনষ্ট করিলেও, সে ধর্ম্মপথের যথেষ্ট সহায়;—কারণ ধর্ম্মের ভাণ করিতে করিতে সে এমনি হয় যে, হয়—সেই ভাণ অন্তরের কলুষিতা একেবারে নষ্ট করে, নয়—সেই কলুষিতাকে শক্তিহীন ও নির্ব্বীর্য্য করিয়া ফেলে। তার পর, যখন তুমি অনুতপ্ত হইয়া ঈশ্বরের করুণাভিক্ষা করিবে, আমিও তখন তোমার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব।

মাতা-পুত্রের কথোপকথন এইখানে সমাপ্ত হইল।

হামলেট পলোনিয়াসের মৃতদেহ টানিয়া বাহির করিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে গভীর দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার স্নেহময়ী প্রণয়িনী,—সরলা ওফিলিয়ার পিতার হত্যাকারী,—ইহা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

---

(১১)

হামলেট অনেক দিন হইতেই বর্ত্তমান রাজা ক্লডিয়াসের চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। হামলেটকে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে, রাজা কিছু নিরাপদ হইতে পারেন,—এই চিন্তা সর্ব্বদাই রাজার মনে জাগিত। তিনি পরিষ্কার বুঝিলেন, প্রেম-চিন্তা কি আর কিছু হামলেটের উন্মত্ততার কারণ নহে। হামলেটের প্রতি দীর্ঘশ্বাসে, প্রতি কথায়, এমন কি, মুখে-চোখে পর্য্যন্ত যে উন্মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পাইত, রাজা তাহা উন্মত্ততা না ভাবিয়া, আত্মকৃত-অপরাধ বলিয়া ভাবিতেন।

তাই হামলেটকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প,—রাজার অন্তরে জাগিতেছিল। কিন্তু প্রজা-সাধারণ নাকি যুবরাজের বড়ই ভক্ত, তাই সে সঙ্কল্পসিদ্ধির পক্ষে বিস্তর বাধা পড়িল। রাণী গারট্রুডও কি ভাবিয়া, পুত্রের সকল কথা ক্লডিয়াস্‌কে বলিলেন না। পাপিনী হইলেও, পুত্রের প্রতি জননীর প্রকৃতিদত্ত স্নেহটুকু, তাঁহার এককালে তিরোহিত হয় নাই। ক্লডিয়াস্‌ও যে তাহা না বুঝিত, এমন নহে।

কিন্তু এক্ষণে পলোনিয়াসের হত্যা উপলক্ষ করিয়া, ক্লডিয়াস্‌ হামলেটকে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংলণ্ডে পাঠানোই যুক্তিযুক্ত বোধ করিয়া, তিনি জনৈক বিশ্বাসী লোকের নিকট, ইংলণ্ডের কয়েক ব্যক্তিকে কয়খানি পত্র দিলেন। তাহাতে অন্যান্য কথার সহিত এইরূপ লিখিত হইল যে, হামলেট কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী; ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেই যেন তাহাকে হত্যা করা হয়,—নানা কারণে এখানে তাহার প্রাণদণ্ড হইল না।

যথাসময়ে হামলেট তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রার কথা শুনিলেন। তিনিও যাইবার

জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মনে মনে কিছু সন্দেহ করিয়া, কৌশল পূর্ব্বক তিনি সেই পত্রগুলি হস্তগত করিলেন, এবং তারপর তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন। যাহাদের উপর তাঁহার হত্যার ভার ছিল, তাহাদেরই হত্যার কথা লিখিয়া, হ্যামলেট সেই পত্রগুলি বন্ধ করিলেন, এবং যথাস্থানে সেগুলি রাখিয়া দিলেন।

ইংলণ্ড গমনকালে, হ্যামলেট পথিমধ্যে একদল জলদস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী লোক সকল তাঁহাকে সেই বিপদাবস্থায় ফেলিয়া পলায়ন করিল। হ্যামলেট নির্ভয়ে শত্রু-সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিবার মানস করিলে, দস্যুগণ তাঁহার প্রতি শত্রু-ভাব পরিত্যাগ করিল। দস্যুগণের আশা, হ্যামলেটকে মুক্তি দিলে পুরস্কার স্বরূপ তাহারা কিছু পাইবে। তাহারা হ্যামলেটকে ডেনমার্কের নিকটবর্ত্তী কোন বন্দরে পঁহুছিয়া দিল। হ্যামলেট সেথান হইতে তাঁহার পিতৃব্যকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন যে, কোন দৈব-দুর্ঘটনায় তিনি পুনর্ব্বার ডেনমার্কে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইতেছেন। পত্র পঁহুছিবার পরদিন হ্যামলেট রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই তিনি এক অতি মর্ম্মভেদী করুণদৃশ্য দেখিলেন।

---

(১২)

পলোনিয়াসের মৃত্যুর পর হইতে ওফিলিয়ার আনন্দ-উল্লাস এবং চিত্তের প্রফুল্লতা সকলই অন্তর্হিত হইয়াছিল। একে পিতার মৃত্যু, তার উপর এই চিন্তা যে, যাহাকে তিনি প্রাণান্তপণে ভাল বাসেন,—দেবতারূপে যাহাকে হৃদয়ে আরাধনা করেন, তাহারই হস্তে তাঁহার পিতার মৃত্যু ঘটিল।—এই নিদারুণ চিন্তা ও গভীর অভিমানে,—সরলা বালিকার সকল জ্ঞান তিরোহিত হইল,—শেষ উন্মত্ততা আসিল। সেই অবধি, চিত্তের সেই বিকৃত অবস্থায়, উন্মাদিনী ওফিলিয়া, কখন কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া দেয়, কখন বা সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগকে পুষ্পরাশি উপহার দিয়া বলিতে থাকে,—"এই লও, ইহা আমার পিতার সমাধি উপলক্ষে দান।" কখন বা পিতার মৃত্যু-

ব্যাপার লইয়া গান করে; কখন বা প্রণয়-সঙ্গীত গাহিয়া বেড়ায়; কখন বা অর্থহীন প্রলাপ করিতে থাকে;—যেন পূর্ব্ব ঘটনার স্মৃতিমাত্র তাহার নাই।

রাজা ও রাণী ওফিলিয়ার এই অবস্থা দেখিয়া একান্ত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন। প্রথমতঃ পলোনিয়াসের মৃত্যু, তার পর হামলেটের অন্তর্দ্ধান, এবং তার পর হামলেটেরই হস্তে পলোনিয়াসের মৃত্যু,—এই সকল চিন্তাতেই যে বালিকার এইরূপ চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না।

এদিকে লেয়ার্টিস্, যথাসময়ে পিতার মৃত্যু ও ভগিনীর উন্মত্ততার কথা অবগত হইলেন। হামলেটই এই দু'য়ের কারণ,—তাহাও তিনি বুঝিলেন। ক্রোধে, দুঃখে ও প্রতিহিংসায় জর্জ্জরিত হইয়া, লেয়ার্টিস্ ডেনমার্কে উপস্থিত হইলেন। তিনি কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ডেনমার্কে আসিয়াছিলেন।

যখন রাজা ও রাণী, ওফিলিয়া ও হামলেট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন,—সেই সময় সহসা লেয়ার্টিস্ সসৈন্যে রাজ-প্রাসাদ আক্রমণ করিল। এবং স্বয়ং রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "হতভাগ্য নরপতি! আমার পিতা কোথায়?"

রাণী। লেয়ার্টিস্, ধীরে বলো।

লেয়ার্টিস্। আমার ধৈর্য্য নাই।—কোন শোণিত বিন্দুতে ধৈর্য্য থাকিলে, তাহা আমার পিতার শোণিত নহে!

রাজা। লেয়ার্টিস্, সহসা এই ভাবে আসিবার কারণ কি? তুমি কি বলিতে চাও?

লেয়ার্টিস্। আমার পিতা কোথায়?

রাজা। তিনি তো মৃত।

লেয়ার্টিস্। কেমন করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল?—আমি রাজা মানি না, ধর্ম্ম জানি না,—বিবেক-বুদ্ধি দূর হউক,—নরকও আমি গ্রাহ্য করি না;—আমি আমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে চাই!

রাজা ধীরে ধীরে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তিনি তাঁহার পিতাকে হত্যা করেন নাই। স্থিরভাবে শুনিলে লেয়ার্টিসকে একে একে তিনি সকল কথাই বলিতে পারেন,—ইহাও বলিলেন। কিন্তু লেয়ার্টিস্ অধীর, অস্থির, উত্তেজিত এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,—তাহাকে বুঝানো দায়।

সেই সময় ওফিলিয়া,—লতা-পাতা-ফুলে ভূষিতা হইয়া, উন্মাদিনী বেশে, গান গায়িতে গায়িতে সেখানে উপস্থিত হইল। সেই কষ্টকর করুণ দৃশ্যে লেয়ার্টিসের চক্ষে জলধারা বহিল। লেয়ার্টিস্ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—

"যে আগুন আমার মাথায় জ্বলিতেছে, তাহাতে আমার বুদ্ধি, বিবেচনা,—সমস্তই এককালে ভস্ম করিয়া ফেলুক্। এই চক্ষের জল,—চক্ষুকে চির-অন্ধ করিয়া দিক।——ওফিলিয়া! তোমার এই উন্মত্ততার সমুচিত প্রতিশোধ আমি লইব।—যে তোমার এই দশা করিয়াছে, তাহার রক্ত দর্শন করিব। হায় প্রস্ফুটিত কুসুম! প্রিয় ভগিনি! সুহাসিনী ওফিলিয়া!—হা ঈশ্বর! এই নিষ্কলঙ্ক বালিকার এ কি করিলে?"

তখনও ওফিলিয়া আপন মনে গান গায়িতেছে।

লেয়ার্টিস্ আবার বলিল, "ভগিনি! যদি তুমি প্রকৃতিস্থ থাকিয়া আমাকে উত্তেজিত করিতে, তাহা হইলেও বোধ হয়, আমি এতদূর উত্তেজিত হইতাম না। কিন্তু তোমার এই বিষাদময়ী করুণমূর্ত্তি,—এই শোকাতুর মলিন বেশ,—ইহা দেখিয়া আমার প্রতিহিংসার আগুন আরও বর্দ্ধিত বেগে জ্বলিয়া উঠিতেছে।"

তখনও ওফিলিয়ার গান চলিতেছে। সে গান,—তাহার পিতা ও পিতার মৃত্যুসম্বন্ধীয় কথা লইয়া রচিত।

লেয়ার্টিস্ শিরে করাঘাত করিয়া পুনরায় কহিল, "হা ঈশ্বর! তুমি ইহা দেখিতেছ!"

রাজা। লেয়ার্টিস্, তোমার দুঃখে আমি যে একান্ত দুঃখিত, ইহা তুমি বিশ্বাস করিও। তুমি মন দিয়া আমার কথা শুন। তোমার এই দুঃখময় ঘটনায় আমি কিছুমাত্র লিপ্ত নহি,—ইহা তুমি বিচার করিয়া দেখ। যদি আমার কোন দোষ পাও, তাহা হইলে তুমি আমার এই রাজ্য, রাজ-মুকুট, জীবন,—এ সকলই লইও। অনুরোধ,—একটু ধৈর্য্যের সহিত আমার সকল কথা শুন। আমি ইহাও বলিয়া রাখিতেছি, তোমার দুঃখের কারণ দূর করিতে আমিও সর্ব্বতোভাবে তোমার সহায় হইব।

এবার লেয়ার্টিস্ একটু স্থির হইল। রাজার নিকট সবিশেষ শুনিল। দুর্ভাগ্য

হামলেটকে একমাত্র অপরাধী স্থির করিয়া, তাঁহার প্রতি কঠোর বৈরনির্য্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইল।

---

(১২)

সুযোগ বুঝিয়া, পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস্, হামলেটের ঘাড়েই সকল দোষ চাপাইল। লেয়ার্টিস্ তাহার পিতৃহন্তার প্রাণবধ করে,—ক্লডিয়াস্ প্রকারান্তরে সেই কথা বলিয়াই, উদ্ধত ও ক্রোধোন্মত্ত যুবা লেয়ার্টিসকে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিল। অধিকন্তু ইহাও বলিল যে, হামলেট তাহার বিরুদ্ধেও উত্তেজিত হইয়াছে।

লেয়ার্টিস্ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও তাহার প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান করেন নাই কেন?"

রাজা। তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, হামলেট আমার প্রিয়তমা গার্ট্রুডের একমাত্র পুত্র। পুত্রের মুখ চাহিয়াই রাণী মৃতরাজার শোক বিস্মৃত হইয়া আছেন। তার পর তাঁহার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের এমনই সম্বন্ধ যে, নক্ষত্র যেমন কিছুতেই কক্ষচ্যুত না হইয়া স্বাভাবিক গতিতে পরিভ্রমণ করে, আমিও তেমনি তাঁহাকে লইয়া জীবন-পথে ভ্রমণ করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ, প্রজা-সাধারণের স্নেহ ও ভক্তি,—হামলেটের প্রতি এত অধিক যে, তাহারা হামলেটের সকল অপরাধই ভুলিয়া যায়। সুতরাং আমি ইচ্ছা করিলেও, সহসা কোন দণ্ডবিধান করিতে পারি না।

লেয়ার্টিস্। ওঃ! সেই জন্যই আমি পিতাকে হারাইয়াছি! এবং সেই জন্যই আমার তেমন স্নেহময়ী ভগিনীর এমন দশা হইয়াছে!

পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস্, লেয়ার্টিসের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, হামলেটের বিরুদ্ধে লেয়ার্টিস্কে আরও উত্তেজিত করিতে লাগিল। ক্লডিয়াস্ বলিল,

"দেখ, যদি তোমার যথার্থ পিতৃভক্তি থাকে,—যদি মৃত-পিতার স্মৃতি প্রকৃতই তোমার হৃদয়ে জাগরূক থাকে,—এবং যদি এই অপূর্ব্বসুন্দরী, স্নেহময়ী ভগিনী ওফিলিয়ার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থায় তুমি হৃদয়ে আঘাত পাইয়া থাকো,—তবে ইহার প্রতিশোধ লওয়া তোমার অবশ্য-কর্ত্তব্য! আমিও তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। হামলেট এবং তোমার বাহুবল ও রণকৌশল,—সকলেই

বিদিত আছে। অনেকবার এমন হইয়াছে, তোমার প্রশংসা শুনিয়া, হামলেটের মনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগিয়াছে। আমি তোমার সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য শীঘ্রই ইহা রাষ্ট্র করিয়া দিব যে, হামলেট ও তোমাতে কৃত্রিম যুদ্ধ হইবে।—তাহাতে তোমাদের উভয়ের বীরত্বের পরিচয় সাধারণ্যে প্রকাশিত হইবে। হামলেট সৎপ্রকৃতি ও উন্নতহৃদয়; সহসা এইরূপ যুদ্ধের আহ্বানে তাহার মনে কোন সন্দেহই জাগিবে না। তুমিও সেই সুযোগে সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া, তোমার কর্ত্তব্য-পালন করিবে।—বলা বাহুল্য, আমি অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়াই এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা হীন উপায় হইলেও, সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, ইহা ভিন্ন সহসা হামলেটের বিনাশসাধনের আর কোন পথ নাই।"

উভয়ের পরামর্শক্রমে ইহাও স্থির হইল যে, লেয়ার্টিস্ তাহার শাণিত কৃপাণে বিষ মাখাইয়া রাখিবে।—সেই কৃপাণ অতি অল্পমাত্র বিদ্ধ হইলেও, তাহাতেই হামলেটের মৃত্যু অনিবার্য্য।

পাপিষ্ঠ ক্লডিয়াস্ আরও এক উপায় উদ্ভাবন করিল। বিষমিশ্রিত এক পানীয় প্রস্তুত করাইয়া রাখিবে,—বলিল। যখন যুদ্ধে ক্লান্ত হইয়া হামলেট জল বা সুরা চাহিবে,—সেই সময় সেই মহাপাপ পিতৃব্য, সেই বিষাক্ত পানীয় হামলেটকে দিবে।—তাহাতে মৃত্যু আরও শীঘ্র ঘটিবে।

যখন এইরূপ পরামর্শ চলিতেছিল, সেই সময় রাণী গৃহে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিলেন যে, ওফিলিয়া জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

লেয়ার্টিস্ দুঃখে ও বিস্ময়ে বলিল, "এ্যাঁ! জলমগ্ন হইয়াছে,—কোথায়? কিরূপে!"

রাণী। যেখানে সেই ক্ষুদ্র নদীর ধারে উইলো গাছগুলি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, নদীর জলে আপনাদের ছায়া দেখিয়া থাকে, ওফিলিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিল।—কেহ দেখে নাই এবং কেহ জানিতে পারে নাই,—অভাগিনী গায়ে কত লতা-পাতা-ফুল জড়াইয়া, নানা ফুলে মালা গাঁথিতে গাঁথিতে, সেই নদীর ধারে, সেই উইলো শাখা-পাশে কি ভাবে আসিয়া দাঁড়াইল।—তারপর একটি ক্ষুদ্র শাখার উপর, ক্ষুদ্র পা দু'খানি রাখিয়া, এক উচ্চ শাখায়, যেমন তাহার সেই সাধের ফুলমালা ঝুলাইয়া দিবে, অমনি তাহার সেই পাদদেশস্থ ক্ষুদ্র শাখা ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সোণার প্রতি-

মাও ডুবিয়া গেল! তাহার পরিচ্ছদ কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিয়াছিল।—সেই কিছুক্ষণও বিষাদিনী আপন ভাবে বিভোর হইয়া, তাহার সেই মধুর কণ্ঠে সেই মধুর গান গায়িতেছিল;——যেন স্বর্গের কোন দেবী আপন মধুর জীবনের মধুর আনন্দে আত্মহারা হইয়া, সেই গান গায়িতে লাগিলেন! কিন্তু হায়! অধিকক্ষণ এ দৃশ্য রহিল না—এই রূপ গান গায়িতে গায়িতে, ফুটন্ত নলিনী অতলজলে ডুবিয়া গেল!

লেয়ার্টিস্। তবে ডুবিয়াই গিয়াছে!——হায় ভগিনি! তোমাতে অনেক জল আছে, তবে আর চক্ষের জল ফেলিব না! কিন্তু মন তবুও বুঝে না। তবুও চক্ষের জল পড়ে। চক্ষের জল থাকুক,—তথাপি আমি অবশ্যই ইহার প্রতিশোধ লইব।—রাজন্! বিদায় হই। যদি চক্ষের জলে মনের এ আগুন না নিবিয়া যায়, তবে ইহা দ্বিগুণবেগে জলিয়া উঠিবে!

---

(১৩)

হামলেট রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, কাহারও সহিত দেখা হইবার অগ্রে, হোরেসিওকে সমভিব্যাহারে লইয়া, এক সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন, কাহার জন্য একটি কবর প্রস্তুত হইয়াছে।

এদিকে রাজা, রাণী, লেয়ার্টিস্, পুরোহিত এবং অন্যান্য বিস্তর লোক ওফিলিয়ার সৎকারের জন্য সেই সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। হামলেট ও হোরেসিও সকলের অন্তরালে, নিভৃতে রহিলেন।

তারপর একে একে সৎকারের সকল নিয়ম পালন হইলে, লেয়ার্টিস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কি করিতে হইবে?—আর কি বাকী রহিল?"

পুরোহিত। আর কিছুই করিতে হইবে না। ইহার জন্য আমাদের যতদূর ক্ষমতা ও অধিকার, তাহা পালন করিয়াছি।

লেয়ার্টিস্। আর কিছুই করিবার নাই?

পুরোহিত। আর কিছুই করিবার নাই। যাহার আত্মা শান্তিসুখে নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাহার সেই শান্তিপূর্ণ আত্মার ন্যায় এই শেষ-কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না।

লেয়ার্টিস্‌ ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে ইহাকে কবরের মধ্যে শোয়াইয়া দাও এবং এই নির্ম্মল, সুন্দর দেহ হইতে স্বর্গীয় পারিজাত প্রস্ফুটিত হউক।——পুরোহিত, আমার ভগিনী স্বর্গের করুণাময়ী দেবী হইবেন, আর তুমি নরকে পড়িয়া চীৎকার করিবে!"

রাণী অগ্রসর হইয়া ওফিলিয়ার দেহোপরি পুষ্পরাশি ছড়াইলেন; বলিলেন,

"ওফিলিয়া! তুমি যেমন কুসুমকোমলা সুন্দরী, এই কুসুমগুলিও তেমনি মধুরে মধুর মিশিয়া যাক। বড় সাধ ছিল, তোমাকে হামলেটের পার্শ্বে দেখিয়া, আমার সাধের পুত্রবধূরূপে তোমাকে বরণ করিব;—তোমাদের মধুর বাসর মধুর শোভায় সাজাইয়া দিব;—কিন্তু হায়! আজ তোমার কবরে আমাকে পুষ্পবর্ষণ করিতে হইল!"

লেয়ার্টিস্‌ দুঃখে ও অভিমানে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,

"ওঃ! যাহার জন্য আমার স্নেহময়ী ভগিনীর আজ এই দশা, তাহার মস্তকে শত সহস্র বিপদ্‌পাত হউক!——বিলম্ব করো, এ সোণার দেহ মাটিতে ঢাকিও না। আমি আর একবার দেখিয়া লই,—আর একবার বুকে করিয়া তুলিয়া লই।"

লেয়ার্টিস্‌ কবর মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং ওফিলিয়াকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিল,—"এইবার তোমরা এই কবর মাটিতে ঢাকিয়া ফেল!—আমি আর উঠিব না। দুর্ভাগ্য ভাই-ভগিনীর উপর মাটী ফেলিয়া-ফেলিয়া, তোমরা এই স্থান গগনস্পর্শী পর্ব্বতে পরিণত করো!"

হামলেট আর স্থিরভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারিলেন না,—দারুণ দুঃখে ও কষ্টে তাঁহার অন্তর আলোড়িত হইল। লেয়ার্টিসের দুঃখে আকাশের তারাও বুঝি নিস্পন্দ হইয়া রহিল, এবং সেই ব্যথিত হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন বুঝি তাহারা শুনিতে লাগিল। সহৃদয় হামলেট ইহা বুঝিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। এবং সেই কবরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন। লেয়ার্টিস্‌ সহসা হামলেটকে নিকটে পাইয়া আক্রমণ করিলেন।

রাজা ও রাণী উপর হইতে লেয়ার্টিসকে নিরস্ত হইতে বলিলেন। দুই জনে কবর হইতে উপরে উঠিলেন। কিন্তু তখনও পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। হামলেট বলিলেন,

"আমি ওফিলিয়াকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিতাম। সহস্র ভ্রাতার স্নেহ আমার প্রেমের কাছে অতি তুচ্ছ,—অতি হীন। তুমি ওফিলিয়ার জন্য কি করিতে পারো? জগতে এমন বিপদ, এমন যন্ত্রণা, এমন বিষম ঘটনা কি আছে,——যাহা আমি ওফিলিয়ার জন্য সুখে আলিঙ্গন করিতে না পারি!—তুমি তাহা পারিবে? তুমি কবরের মধ্যে তাহার সহিত প্রোথিত হইতে চাও,—আমি কি চাই না?—লেয়ার্টিস্! শুন, আমিও তোমায় ভালবাসিতাম;—ওফিলিয়ার ভ্রাতা বলিয়াই ভালবাসিতাম; কিন্তু এখন আর সে ভালবাসায় কিছুই যায়-আসে না।"

হামলেট তথা হইতে প্রস্থান করিলেন,—একটুও বিলম্ব করিলেন না। হোরেসিও-ও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। রাজা ও রাণী লেয়ার্টিসকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, হামলেট পাগল,—তাহার ব্যবহারে রাগ করা উচিত নয়। কিন্তু পরক্ষণেই ক্লডিয়াস্ চুপি চুপি লেয়ার্টিসকে তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিল। স্মরণ করাইয়া দিল যে, হামলেটের বিনাশসাধন করিতেই হইবে।

---

(১৪)

লেয়ার্টিসের প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও, হামলেট অন্তরের অন্তরে লেয়ার্টিসের জন্য দুঃখিত। হামলেট ও লেয়ার্ট্রিসের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃতই ভালবাসা ছিল। হামলেট তাহা স্মরণ করিয়া লেয়ার্ট্রিসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। যথাসময়ে দুই জনের মধ্যে আবার সখ্য-ভাব সংস্থাপিত হইল। কিন্তু যতই যউক, লেয়ার্ট্রিসের অন্তর একেবারে নির্ম্মল হইল না। প্রতিহিংসার দুর্দ্দমনীয় চিন্তা অন্তরে জাগিয়া রহিল; তাহার উপর পাপিষ্ঠ রাজার কুমন্ত্রণাও ইন্ধনস্বরূপ হইল।

যথাদিনে ক্লডিয়াসের কৌশলে হামলেট ও লেয়ার্ট্রিস,—পরস্পর কৃত্রিম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হামলেটের উদারচিত্তে কোন ভয়, উদ্বেগ বা সন্দেহ ছিল না। এমন খেলা প্রায়ই হইয়া থাকে;—আজিও কি তাই?

এইরূপ কৃত্রিম যুদ্ধে সুতীক্ষ্ণ অসি ধারণ করিবার নিয়ম না থাকিলেও,

লেয়ার্টিস তাহা গ্রহণ করিল। এবং পূর্ব্ব-অভিসন্ধিমত সেই শাণিত বিষাক্ত করিয়া লইল।

ক্রীড়া আরম্ভ হইল। রাজা ও রাণীর সহিত বহুসংখ্যক দর্শক সে উপস্থিত রহিল। পাপিষ্ঠ রাজা তাহার পূর্ব্ব সঙ্কল্পমত বিষাক্ত পানীয় প্রস্তু করাইয়া রাখিয়াছিল।

ক্রীড়া চলিতে লাগিল। কখন হামলেট আহত হন, কখন লেয়ার্টিস আহত হন। রাণী স্বাভাবিক পুত্রস্নেহে, কখন আসন হইতে উঠিয়া রুমালে হামলেটের ঘর্ম্মাক্ত ললাট মুছাইতে যান; রাজা কখন বা হামলেটের ক্ষিপ্রকারিতায় কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করেন। এই ভাবেই ক্রীড়া চলিতে লাগিল।

রাণী পিপাসিত হইয়া, রাজার নিকট যে পানীয় প্রস্তুত ছিল, তাহাই পান করিতে উদ্যত হইলেন। রাজা নিষেধ করিলেন। কিন্তু রাণী, কারণ অবগত না থাকায়, সে নিষেধ-বাক্য না শুনিয়া তাহা পান করিলেন। রাজা দেখিলেন, সেই বিষাক্ত পানীয়,—রাণীর গলাধঃকরণ হইয়াছে। মহাসমস্যার মধ্যে পড়িয়া তিনিও কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

রাজার পরামর্শ, অন্তরে জাগিয়া থাকিলেও, লেয়ার্টিস সহসা হামলেটকে আহত করিতে পারিলেন না। বিবেক আসিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিল। কিন্তু তবু লেয়ার্টিস ক্ষান্ত হইলেন না,—তিনি হামলেটের দেহে সেই শাণিত কৃপাণ বিদ্ধ করিলেন। হামলেটও লেয়ার্টিসের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলেন।

এদিকে অল্পক্ষণের মধ্যে রাণী,—সেই বিষাক্ত পানীয়ের প্রভাবে মৃতপ্রায় হইলেন। বিষের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন।

হামলেট ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। রাজা বলিলেন, "তোমরা খেলিতে খেলিতে সত্য সত্যই এইরূপ শোণিতাক্ত হইবে,—ইহা কে জানিত? তোমাদের শোণিত দর্শনে কোমলহৃদয়া রাণী মূর্চ্ছিত হইবার উপক্রম হইয়াছেন।

রাণী। না হামলেট, তাহা নহে,——বিষ,—বিষ,—বিষ! আমায় বিষ খাওয়াইল,—আমি মরিলাম!

দেখিতে দেখিতে রাণীর মৃত্যু ঘটিল।

খন হামলেট চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও! কি শত্রুতা! দ্বার বন্ধ —আমি শত্রুতার কারণ অন্বেষণ করি।"

য়ার্টিস্। কারণ আর কি হামলেট,—তুমিও মরিয়াছ!—আর অর্দ্ধ দণ্ড কালমাত্র তোমার জীবন! তোমায় বাঁচাইতে পারে, তেমন ঔষধ জগতে নাই। আমিও মরিলাম,—আর উঠিতে হইবে না। হায়! তোমার মাও, না জানিয়া, বিষপানে প্রাণত্যাগ করিলেন। যে শাণিত কৃপাণ তোমায় বিদ্ধ করিয়াছি, তাহা বিষাক্ত ছিল, তাহাতেই তুমি মরিবে। আমিও মরিলাম। পাপিষ্ঠ রাজা এই সকল অনর্থের মূল।

হামলেট ক্রোধে অন্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ পাপ পিতৃব্যকে হত্যা করিলেন।

তখন লেয়ার্টিস্ সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন যে, রাজা কৌশলে হামলেটের বিনাশসাধনের জন্য সেই বিষাক্ত পানীয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। লেয়ার্টিস্ মরিবার সময় হামলেটের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং বলিলেন, "আমার বা আমার পিতার মৃত্যুর অপরাধ তোমাতে স্পর্শিবে না। এবং প্রার্থনা করি, তোমায় মারিবার অপরাধও যেন আমাতে না স্পর্শে।"

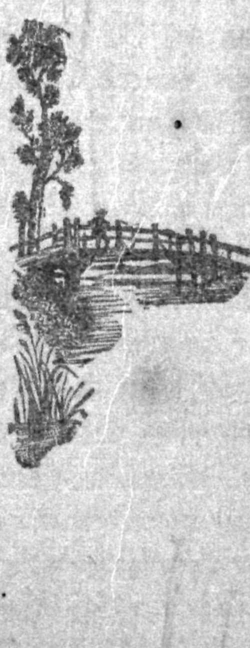
হামলেট। না, সে অপরাধ তোমায় স্পর্শিবে না। আমিও তোমার অনুসরণ করিতেছি।——হোরেসিও,—দুর্ভাগা হামলেটের চিরসুহৃৎ!—বিদায়!—আমি চলিলাম।—হায় রাণী! হা দুর্ভাগ্যবতী জননি! চির-বিদায়! হোরেসিও, —হে উপস্থিত দর্শকমণ্ডলি!—এই ভীষণ পরিণামে তোমাদের কোন হাত নাই। যদি আমার সময় থাকিত, তবে সকল কথা বলিয়া যাইতে পারিতাম; কিন্তু মৃত্যু আর প্রতীক্ষা করিতেছে না। হোরেসিও, আমি চলিলাম,—তুমি থাকিও। যে বুঝিবে না, তাহাকে বুঝাইও,—দুর্ভাগ্য হামলেটের জীবন কি গভীর দুঃখে পূর্ণ ছিল!—কি অরুন্তুদ যন্ত্রণায় সে আজীবন পুড়িয়াছে! বুঝাইও, সেই দুঃখ হেতু তাহার জীবনের যাবতীয় ঘটনা এইরূপ রহস্যময়। নিন্দা বা প্রশংসা যাহা হইবার, তাহা ইহাতে হইবে।

হোরেসিও। এই যে, এখনও এই পাত্রে বিষ আছে!—হামলেট, তুমি মনে করিও না যে, তোমায় হারাইয়া আমি পৃথিবীতে থাকিব!

হামলেট। প্রিয় হোরেসিও, ক্ষান্ত হও। বুঝিয়া দেখ, লোককে না বুঝাইলে, অনন্তকাল আমি আমার পশ্চাতে দুর্নাম রাখিয়া গেলাম! জীবন

যন্ত্রণার হউক,---আমার জন্য এবং আমার কথা বুঝাইবার জন্য, অতি কষ্টেও সেই জীবন ধারণ করিও। আর না,---আমি চলিলাম। বিষ, আমার সমস্ত শরীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। ওঃ! আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

দেখিতে দেখিতে দুর্ভাগ্য হামলেটের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। হোরেসিও বন্ধু-বিরহে একান্ত কাতর ও মুহ্যমান হইলেন। এবং সেই বিষাদ-কাহিনী বলিবার জন্য, অতি শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে, তিনি পৃথিবীতে রহিলেন।



অতি আড়ম্বরে লঘু ক্রিয়া।

(MUCH ADO ABOUT NOTHING.)

(১)

মেসিনা নগরের অধিপতি লিওনেটোর হীরো-নাম্নী এক কন্যা ও বিয়াটিস-নাম্নী এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। হীরো ও বিয়াটিস পরস্পর একান্ত প্রীতিভরে, মনের সুখে কালাতিপাত করিত।

বিয়াট্রিস বড় চঞ্চলা, হীরো কিন্তু শান্তপ্রকৃতি। বিয়াটিস সর্ব্বদাই ক্রীড়া-কৌতুকে ও হাস্য-পরিহাসে হীরোকে নিতান্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিত। পৃথিবীর যত কিছু ঘটনা,—লঘুপ্রকৃতি বিয়াটিসের হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করিত।

যে সময়ের এই কাহিনী বর্ণিত হইতেছে, সেই সময়, কতিপয় বীর-যুবক কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি উপার্জ্জনপূর্ব্বক, মেসিনা-নগর অতিক্রম করিতেছিলেন। তাঁহারা, মেসিনার অধিপতি লিওনেটোর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইহাঁদের তিনজনের পরিচয় এই ;—প্রথম আরাগন দেশের রাজপুত্র ডন্-পেড্রো, দ্বিতীয় তাঁহার বন্ধু ফ্লরেন্স-দেশীয় লর্ড ক্লডিও, এবং তৃতীয় প্যাডুয়া নগরের লর্ড বেনিডিক। বেনিডিক হাস্য-কৌতুকে এবং রঙ্গ-রস-রসিকতায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ বিদেশীয় হইলেও, মেসিনা-রাজের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারা আর একবার মেসিনা-নগরে আসিয়া-

ছিলেন। লিওনেটো আপন কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর সহিত তাঁহা... করিয়া দিলেন।

গৃহে প্রবেশ মাত্র বেনিডিক,—লিওনেটো ও আরাগন-রাজপুত্রের সহিত হাস্য-কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। কুমারী বিয়াট্রিসও নাকি যথেষ্ট বাচাল-প্রকৃতি,—তাই আগন্তুকের এই বাক্যচ্ছটা ও রঙ্গ-রস-রসিকতা তাহার ভালো লাগিল না। যেহেতু, পাছে লোকে ভাবে, এই বাক্য-বিদ্যায় বেনেডিক, বিয়াট্রিস অপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন,—তাই তাহার বেনেডিকের কথা ভালো লাগিল না। সে, বেনিডিকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, "মহাশয়! যখন কেহই আপনার কথা শুনিতেছেন না, তখন আপনা-আপনি এই মিছা বকিয়া মরেন কেন?"

বেনিডিকও ছাড়িবার পাত্র নন,—বিয়াট্রিসের নারী-প্রকৃতির এ প্রকার অনুচিত-বাক্যে কিছু অসন্তুষ্ট হইলেন। তার পর তাঁহার মনে হইল যে, গত বারে যখন তিনি মেসিনা-রাজ-ভবনে অতিথি হইয়াছিলেন, তখন বিয়াট্রিস, তাঁহাকে লইয়া কেবলই হাস্য-পরিহাস করিত। বিশেষ, ইহা প্রায়ই দেখা গিয়া থাকে যে, যাহারা হাস্য-রসে রসিক, তাহারা অন্যের হাস্য-রসে তেমন সন্তুষ্ট হয় না। বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের পক্ষেও তাহাই হইল। যখনই বিয়াট্রিস ও বেনিডিক পরস্পর পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইত, তখনই উভয়েই উভয়ের কৌতুকাবহ কথোপকথনে অসন্তুষ্ট হইত, এবং সেই উপলক্ষে প্রায় এক ক্ষুদ্র "কুরুক্ষেত্র-ব্যাপার" হইয়া দাঁড়াইত। অধিকন্তু, উভয়ের নিকট উভয়ের বিদায়কালে, পরস্পরের মনের অসন্তুষ্ট ভাব টুকুও প্রকাশ পাইত।

আজ অন্যের সহিত কথোপকথনের মাঝখানে, যখন বিয়াট্রিস সহসা বেনিডিককে বলিল, "যখন কেহ তোমার কথা শুনিতেছে না, তখন মিছা-মিছি বকিয়া মরো কেন?" তখন বেনিডিক এইরূপ ভাণ করিলেন,—বিয়াট্রিস যে সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহা যেন তিনি জানিতেন না,—বলিলেন, "একি! ঘৃণাস্পদা দেবী নাকি?—আজও তুমি জীবিত আছ?"

মহা দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বাক্যবাণ ছুটিতে লাগিল। বিয়াট্রিস জানিত, সম্প্রতি যে যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহাতে বেনিডিক যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন;—তথাপি বিয়াট্রিস বলিল, "যুদ্ধে তুমি যত

...ত করিয়াছ, আমি রমণী হইয়াও, সে সমস্তই ধ্বংস করিতে ...ম।"

আবার বিয়াট্রিস যখন দেখিল, বেনিডিকের কথাবার্ত্তায় আরাগন-রাজপুত্র বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন, তখন সে বলিয়া উঠিল, "ওহো! কি লজ্জা! দেখিতেছি, তুমি এই রাজকুমারের তোষামোদকারী একটি ভাঁড় মাত্র!"

বিয়াট্রিস এ পর্য্যন্ত যত কথা বলিয়াছে, তন্মধ্যে এই শেষ কথাটি বেনিডিকের মনে বড় আঘাত করিল। বিয়াট্রিস যখন বলিয়াছে, "যুদ্ধে যত লোক নিহত করিয়াছ, সে সকলই আমি একা ধ্বংস করিতে পারি"—বেনিডিক সে কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নাই। আনেন নাই তাহার কারণ, তিনি আপনার বল বুঝিতেন। কিন্তু বিয়াট্রিসের এই শেষ-বাক্যে তাঁহার অন্তরে বড় আঘাত লাগিল। যাহারা নিতান্তই কৌতুকামোদী ও রঙ্গভঙ্গপ্রিয় হইয়া থাকে, তাহাদের সেই রঙ্গভঙ্গের অখ্যাতির বিষয়ে সর্ব্বদাই ভয় করিয়া চলিতে হয়। ভয় করিয়া চলিবার কারণ এই, অনেক সময় দেখা যায়, এই রঙ্গভঙ্গী,—ভাঁড়ামির নামান্তর মাত্র;—তাহাতে প্রকৃত রসিকতা কিছুই নাই। তাই বিয়াট্রিসের মুখে এইরূপ অপবাদের কথা শুনিয়া, বেনিডিক মনে মনে তাহার মুণ্ডপাত করিলেন।

শান্ত-স্বভাব হীরো নিস্তব্ধ ভাবে এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহে যৌবন-সুলভ সৌন্দর্য্যরাশি বিকশিত হইয়াছিল। আরাগন-রাজপুত্রের সুহৃৎ ক্লডিও নিবিষ্ট মনে হীরোর সেই সৌন্দর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলেন। রাজপুত্র প্রথমাবধি বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের কৌতুকালাপ মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিতেছিলেন। তিনি লিওনেটোর কর্ণে মৃদুস্বরে কহিলেন, "দেখিতেছি, এই সুন্দরী বিয়াট্রিস বিলক্ষণ চতুরা এবং রসিকাও বটেন; বেনিডিকও তদ্রূপ। বোধ হয়, উভয়ে পরিণীত হইলে মন্দ হয় না।"

লিওনেটো। যদি ইহারা পরস্পরে বিবাহিত হয়, তবে এইরূপ হাস্য-পরিহাসে, দেখিবেন, সপ্তাহ মধ্যে ইহারা উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে!

যদিও লিওনেটো বুঝিলেন, ইহাদের পরস্পরের বিবাহ বড় সুবিধার হইবে না, তথাপি রাজকুমারের ইচ্ছা, উভয়কে পতিপত্নী-সূত্রে আবদ্ধ করেন।—রাজপুত্র সে সঙ্কল্প পরিত্যাগও করিলেন না।

(২)

যখন আরাগন-রাজপুত্র ডন-পেড্রো,—তাঁহার বন্ধু ক্লডিওর সহিত মেসিনা-রাজভবন হইতে প্রত্যাগত হইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন, বিয়াট্রিসের সহিত বেনিডিকের বিবাহ দেওয়ার কল্পনা ব্যতীত, আর এক ঘটনা ঘটিয়াছে। তিনি স্বীয় বন্ধু ক্লডিওর মুখে মেসিনা-রাজতনয়া হীরোর রূপলাবণ্যের যথেষ্ট প্রশংসা শুনিলেন, এবং তাহাতে বন্ধুর মনের ভাবও বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না ;—বরং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! সত্যই কি তুমি হীরোকে ভাল বাসিয়াছ ?"

ক্লডিও। গতবারে মেসিনা নগরে আসিয়াছিলাম ও এই সুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তখন আমি যুদ্ধোন্মুখী বীর পুরুষ ;—সেই সময়োপযোগী চক্ষেই হীরোর প্রতি চাহিয়াছিলাম। তখন ভালবাসার অবসর আমার ছিল না। কিন্তু এখন যুদ্ধ মিটিয়াছে, চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে।—পূর্ব্বে যুদ্ধ-চিন্তায় যে স্থান পূর্ণ ছিল, আজ হৃদয়ের সে স্থান শূন্য ;—তাই সৌন্দর্য্যময়ী হীরো-প্রতিমা, অবসর বুঝিয়া, এই শূন্য-হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

রাজপুত্র সকলই বুঝিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লিওনেটোর নিকট এই বিষয়ে প্রস্তাব করিলেন। লিওনেটো এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং হীরোও তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ করিলেন। ক্লডিও বস্তুতঃ সর্ব্বগুণান্বিত পুরুষ ছিলেন। পরে সকলের সম্মতিক্রমে উভয়ের বিবাহের দিন ধার্য্য হইল।

বিবাহের জন্য যে দিন ধার্য্য হইল, সে দিনের আর অতি অল্পমাত্রই বাকী। কিন্তু সেই অল্প দিনই,—ক্লডিওর পক্ষে বহু বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। যুবকেরা যখন কোন বিষয় শেষ করিবার জন্য অতিমাত্র উৎসাহিত হইয়া উঠে, তখন অল্পমাত্র বিলম্বেও তাহারা অধৈর্য্য হয়। কিন্তু আরাগন-রাজপুত্র, প্রিয় বন্ধুর এই কল্পিত সুদীর্ঘ সময়,—কোন বাস্তব আনন্দকর ঘটনার সহিত মিশ্রিত করিয়া, অতি অল্প সময়ে পরিণত করিবার জন্য, এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিলেন যে, এই বেনিডিক ও বিয়াট্রিস যাহাতে পরস্পরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়, সেইরূপ কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। ক্লডিও অত্যন্ত আনন্দ সহকারে এই মতে মত দিলেন। মেসিনা-রাজ স্বয়ং এ কার্য্যে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমন কি,

বিয়াট্রিসের ভগিনী হীরো পর্য্যন্ত এ কার্য্যে যোগদান করিলেন এবং বলিলেন, "ভগিনীর যখন এমন সুযোগ্য পতি লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে, তখন আমি অবশ্যই তাঁহার হৃদয়ে সে অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে চেষ্টা পাইব।"

---

(৩)

আরাগন-রাজপুত্র,—বেনিডিক ও বিয়াট্রিসকে লইয়া যে কৌতুক করিবেন, সে কৌতুকের উপায় নির্দ্ধারিত হইল। ক্লডিও এবং অন্যান্য ব্যক্তি বেনিডিককে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, বিয়াট্রিস যেন যথার্থই তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী; আর মেসিনা-রাজকুমারী হীরো স্বীয় ভগিনী বিয়াট্রিসকে এরূপ বিশ্বাস করাইবেন, যেন বেনিডিক যথার্থ তাঁহার প্রণয়-প্রার্থী।

সর্ব্বপ্রথমে বেনিডিককে লইয়া পালা আরম্ভ হইল। মেসিনা-রাজ লিওনেটো, আরাগন-রাজপুত্র ও তদীয় সুহৃৎ ক্লডিও,—পূর্ব্ব পরামর্শমত বেনিডিকের উপর আপনাদিগের কৌশল প্রয়োগ করিলেন।

একদিন ঘটনাক্রমে এক কুঞ্জমধ্যে বসিয়া বেনিডিক নিবিষ্ট মনে পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন, সেই অবসরে আরাগন-রাজপুত্র প্রভৃতি, সেই কুঞ্জের অতি নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষান্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। এত নিকটে দাঁড়াইলেন যে, বেনিডিক তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত কথাবার্ত্তা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন।

প্রথমটা নানারূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা চলিতে লাগিল। আরাগন-রাজকুমার মেসিনা-রাজকে সম্বোধন করিয়া কথা পাড়িলেন। এমন ভাবে কথা পাড়িলেন, যেন, পূর্ব্ব হইতে তাহার সূচনা হইয়াছিল। বলিলেন, "তারপর মহাশয়, সে দিন না আপনি বলিতেছিলেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী বিয়াট্রিস,—বেনিডিকের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন? আমার কিন্তু কখন মনে হয় না যে, সে রমণী কাহারও প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইবেন!"

লিওনেটো। সত্যই রাজকুমার! আমারও ঐরূপ বিশ্বাস ছিল। ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। কারণ এ দিকে দেখিতে পাই, বাহিরের ব্যবহারে বিয়াট্রিস বেনিডিককে যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু——



ক্লডিও-ও সেই কথাটা আরও ঘোরালো করিয়া বলিলেন, "বলিতে কি, ব্যাপার এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, হীরোর নিকট শুনিয়াছি, বেনিডিকের ভালবাসা না পাইলে বিয়াট্রিস নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিবেন!"

এ কথায় লিওনেটোও ক্লডিওর সহিত যোগ দিলেন। উভয়ে একবাক্যে পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "ব্যাপার নিতান্তই গুরুতর! বেনিডিকের মনে এ

অনুরাগ জন্মাইয়া দেওয়া সহজ নয়। কারণ, তিনি সকল সুন্দরীর বিরুদ্ধেই—বিশেষতঃ বিয়াট্রিসের বিরুদ্ধে লাগিয়াই আছেন।”

আরাগন-রাজপুত্র এরূপ ভাব দেখাইলেন, যেন তিনি বিয়াট্রিসের দুঃখে একান্তই দুঃখিত এবং নিতান্তই কাতর। তাই তিনি বলিলেন, “তাই তো! তবে এ ব্যাপার বেনিডিককে জানানো উচিত।”

ক্লডিও। তাহাতে কি ফল?—বেনিডিক এ কথা শুনিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন, এবং হয়ত বিয়াট্রিসের হৃদয়ে আরও দুঃখ দিবেন।

রাজপুত্র। যদি তাহাই হয়, তবে বেনিডিকের প্রাণদণ্ড করা উচিত। বিয়াট্রিস রূপে গুণে সর্ব্ব প্রকারে সুন্দরী।—হায়, অরসিক বেনিডিকের প্রতি তাঁহার এ ভালবাসা কেন হইল?

এই কথা বলিয়া রাজকুমার ইঙ্গিত করিলেন, সহচরগণ চলিয়া গেলেন। রাজকুমার বুঝিলেন, এতক্ষণ তাঁহারা যাহা বলিলেন, বেনিডিক তৎ সমস্তই শুনিয়াছেন, এবং এখন তিনি সেই সকল কথা লইয়া মনের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

রাজকুমার প্রস্থান করিলেন। বেনিডিক আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিলেন।

---

(৪)

বেনিডিক অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিয়াট্রিস যে তাঁহাকে ভালবাসে, ইহা মনে করিয়া তিনি আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—“ইহাও কি সম্ভব? বিয়াট্রিস আমারই প্রতি অনুরাগিণী?”

এইরূপ ভাবিয়া আপনা-আপনি বিচার করিতে বসিলেন;—

“রাজপুত্র ডন-পেড্রো প্রভৃতি যেরূপ বলিতেছিলেন, তাহা মিথ্যা বা প্রতারণা হইতে পারে না। কেন না, তাঁহারা বেশ অকপটভাবেই এ কথার আলোচনা করিতেছিলেন। হীরোর নিকট হইতে তাঁহারা এ কথা শুনিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে বিয়াট্রিসের জন্য কিছু উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইয়াছেন, তাহাও বুঝা গেল।—বিয়াট্রিস আমাকে ভালবাসেন? তবে এ প্রেমের প্রতিদানও

আবশ্যক। বিবাহ করিব, এমন কথা কখন আমার মনেও উদয় হয় নাই। মনে মনে এক রকম সঙ্কল্পই ছিল যে, এইরূপ অবিবাহিত অবস্থায় জীবনটা কাটাইয়া দিব। ভ্রমেও একবার মনে করি নাই যে, আমাকে আবার বিবাহ করিতে হইবে।—রাজপুত্র প্রভৃতি বলিতেছিলেন, বিয়াট্রিস রূপবতী এবং গুণবতী;—বস্তুতঃ তাহাতে সন্দেহও নাই। সকল কার্য্যেই বিয়াট্রিসের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাই। কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ,—ইহাতে কিন্তু তাঁহার তেমন সুবুদ্ধির পরিচয় পাইলাম না।—আর তাই বা কেন? ইহা এমনই বা কি দোষের কার্য্য হইয়াছে?"

বেনিডিক যখন এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন, বিয়াট্রিস সেই সময় সেখানে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বেনিডিক মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আজ দেখিতেছি, বিয়াট্রিস যথার্থই সুন্দরী বটে। অনুরাগের কিছু চিহ্নও যেন মুখে প্রকাশ পাইতেছে।"

অনন্তর বিয়াট্রিস তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, নারী-স্বভাব-অনুচিত কিঞ্চিৎ রূক্ষকণ্ঠে কহিলেন, "আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তোমার ভোজনার্থ তোমায় ডাকিতে আসিয়াছি।"

বেনিডিক এখন আর সে বেনিডিক নাই। যে ভাবে উত্তর দিলেন, বিয়াট্রিসকে তেমন মধুর সম্ভাষণ তিনি আর কখন করেন নাই। বলিলেন, "সুন্দরি! এজন্য তুমি কেন এত ক্লেশস্বীকার করিলে?—আমি তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।"

কিন্তু বিয়াট্রিস তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। বরং কিছু মিঠে-কড়া রকমের দুই চারি কথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিয়াট্রিসের এইরূপ রূক্ষ পরুষ-বাক্য বেনিডিক বরাবরই শুনিয়া আসিতেছেন। আজ কিন্তু তাঁহার মনে হইল, এই কঠোরতার মধ্যেও যেন বেশ একটুখানি কমনীয়তা প্রচ্ছন্নভাবে আছে। তাই তিনি মনে মনে বলিলেন, "যদি আমি বিয়াট্রিসের প্রেমের প্রতিদান না করি, তবে নিশ্চয়ই আমি অতি নিষ্ঠুর। যদি আমি তাঁহাকে ভাল না বাসি, তবে নিশ্চয়ই আমি নরাধম। এখন একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি,—বিয়াট্রিসের প্রকৃত মনোভাব কি।"

সুচতুর বেনিডিক এইরূপে প্রেমজালে আবদ্ধ হইলেন।

(৫)

এইবার বিয়াট্রিসের পালা। হীরো সে ভার লইয়াছিলেন। তিনি দুই জন সহচরীকে আহ্বান করিয়া সেই কার্য্যে সহায়তা করিতে বলিলেন। এক জনকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "সখি, তুমি একবার বৈঠকখানায় যাও। সেখানে দেখিবে, আমার ভগিনী বিয়াট্রিস আরাগন-রাজকুমার ও ক্লডিওর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। তুমি চুপি চুপি তাঁহার কাণে কাণে বলিয়া আইস, আমরা উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছি, আর যে কিছু আলোচনা করিতেছি, সে সকলই বিয়াট্রিসকে উপলক্ষ্য করিয়া। এবং আরও বলিও, বিয়াট্রিস যেন তরুপল্লবাচ্ছাদিত সেই কুঞ্জকানন মধ্যে দাঁড়াইয়া চুপি চুপি আমাদের কথা-বার্ত্তা শ্রবণ করেন। তাহা হইলে আমরা যে তাঁহারই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন। এবং বুঝিতে পারিলেই আসিবেন।"

ইতিপূর্ব্বে এই কুঞ্জমধ্যে বসিয়া বেনিডিক, আরাগন-রাজপুত্র প্রভৃতির সেই কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। হীরোর সহচরী সমস্ত শুনিয়া কহিল, "তুমি আর সমস্ত ঠিক করো, আমি এখনই বিয়াট্রিসকে বলিয়া আসিতেছি। শুনিয়াই যে, তিনি এখানে ছুটিবেন, তাহা আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।"

অনন্তর হীরো অন্য সখী সমভিব্যাহারে কথিত উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন, "দেখ সখি, যখন বিয়াট্রিস এই কুঞ্জমধ্যে আসিবেন, তখন তোমায় আমায় এই পথটির ধারে বেড়াইতে থাকিব এবং বিয়াট্রিসকে এরূপ বুঝিতে দিব, যেন আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। বেড়াইতে বেড়াইতে আমরা বেনিডিক সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিব এবং যখনই আমি তাঁহার নাম উল্লেখ করিব, তুমি তাঁহার প্রশংসা করিবে।—এমন প্রশংসা করিবে যে, মানুষ কখন সেরূপ প্রশংসা প্রত্যাশা করিতে পারে না। আমি সর্ব্বপ্রথমেই তোমার সহিত এইরূপ কথা পাড়িব যে, বেনিডিক যেন আমার ভগিনী বিয়াট্রিসের প্রতি অনুরাগী হইয়াছেন।—(মৃদুস্বরে) ঐ দেখ, আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য বিয়াট্রিস কত মৃদুভাবে আপনাকে লুকাইয়া, অতি সাবধানে ঐ কুঞ্জমধ্যে আসিতেছেন। তবে এস, আমরাও এইবার পালা আরম্ভ করি।"

---

(৬)

পালা আরম্ভটা এইরূপ হইল।—

হীরো ইতিপূর্ব্বে যেন তাঁহার সখীর সহিত বিয়াট্রিসের প্রণয়-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। এক্ষণে বলিলেন, "না সখি, আমি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না। বিয়াট্রিস বড় গর্ব্বিতা; আর পার্ব্বতীয় পক্ষীর ন্যায়, তাঁহার অন্তর, প্রণয়-সম্বন্ধে বড়ই লজ্জাশীল।"

সখী। কিন্তু তুমি ঠিক জানো,—বেনিডিক বিয়াট্রিসকে ভালবাসেন?

হীরো। আরাগন-রাজপুত্র এইরূপ বলিয়াছেন এবং আমার প্রিয়তম ক্লডিওর মুখেও এইরূপ শুনিয়াছি। আর তাঁহারা বিয়াট্রিসকে এ সম্বন্ধে সকল কথা জানাইবার জন্য আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি আবার তাঁহাদিগকে বলিয়াছি যে, যদি তোমরা বেনিডিকের যথার্থ সুহৃৎ হও এবং যথার্থই যদি তাঁহার প্রতি তোমাদের স্নেহ থাকে, তবে এ কথা কখন বিয়াট্রিসের কর্ণগোচর করিও না।

সখী। মিথ্যা নহে। বিয়াট্রিসকে না জানানোই ভালো। কি জানি, হয়ত বেনিডিকের এই প্রণয়-প্রসঙ্গ লইয়া তিনি কতই ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ করিবেন।

হীরো। আমার ভগিনীর স্বভাব এমনই যে, অতি রূপবান্ ও গুণবান্ পুরুষের কথা শুনিলেও, তিনি তাহার নিন্দা করিয়া থাকেন।

সখী। এ প্রকার স্বভাব নিশ্চয়ই প্রশংসার কথা নহে।

হীরো। তা ঠিক। কিন্তু আমার ভগিনীকে এ কথা বলিতে কে সাহস করিবে? আমি যদি বলিতে যাই, আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিবেন।

সখী। আমার বোধ হয়, তুমি ভুল বুঝিতেছ। বিয়াট্রিস কি সত্য সত্যই এত নির্ব্বুদ্ধি যে, বেনিডিকের মত এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পাত্রকে পরিত্যাগ করিবেন?

হীরো। বেনিডিকের যথেষ্ট সুখ্যাতির বিষয় আছে। এই ইটালীর মধ্যে, আমার প্রিয়তম ক্লডিও ব্যতীত, বেনিডিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

এইরূপ কথার পর তাঁহাদের পরস্পরের একটু ইঙ্গিত-ইসারা, একটু হাসাহাসি হইল,—তৎসঙ্গে সেই প্রসঙ্গ অন্যদিকে পরিবর্ত্তিত হইল।

সখী বলিল, "আচ্ছা, তোমার বিবাহ কি কল্যই হইবে?"

হীরো। হাঁ; প্রিয়তম ক্লডিওর সহিত কল্যই আমার বিবাহের দিন স্থির আছে। এস দেখি, একবার আমার নূতন পরিচ্ছদগুলি দেখিয়া আসিবে। কল্য কোন্ পরিচ্ছদ পরিধান করিব, তাহা তুমিই নির্ব্বাচন করিবে।

হীরো, সখীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন।

---

(৭)

বিয়াট্রিস সেই কুঞ্জান্তরালে দাঁড়াইয়া এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন। স্থির, নিশ্চল, পাষাণ-প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন। নিশ্বাস পড়িতেছিল কিনা, সন্দেহ। সখী সমভিব্যাহারে হীরো যখন চলিয়া গেলেন, তখন বিয়াট্রিস আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি শুনিলাম! কর্ণকুহরে কে যেন আগুন জ্বালিয়া দিল! ইহা কি সত্য? অহব ঘৃণা, বিদ্রূপ,—সকলই বিদায় হও! আমি কুমারী,—কুমারীর যে অভিমান, তাহাও দূর হউক।—বেনিডিক! প্রিয়তম বেনিডিক! ভালবাস, ভালবাস, আরও ভালবাস! আমিও আমার এ দুরন্ত হৃদয়, তোমারই চরণে অর্পণ করিব। তোমার প্রেম-শান্তি-জলে এ দুরন্ত হৃদয় শান্ত হইবে।—আমিও তোমায় ভালবাসিব।"

এইরূপে বেনিডিক ও বিয়াট্রিসের হৃদয়ে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম জন্মিল। অন্ধকার আকাশ উজ্জ্বল করিয়া প্রেম-পূর্ণচন্দ্র উদয় হইল।

সুচতুর আরাগন-রাজপুত্রের কৌশলে বেনিডিক ও বিয়াট্রিস,—পরস্পর পরস্পরের অজ্ঞাতসারে প্রতারিত হইয়া এবং মিথ্যা বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া,—পরস্পর পরস্পরের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হইয়া উঠিলেন। ঘটনাটি বড় সুখের হইত এবং এমন দুইটি অনৈক্য হৃদয়ের মিলন,—একটি বিশেষ দর্শনীয় বিষয় হইত; কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনায় একটি বিশেষ ব্যাঘাত পড়িল। হীরোর ভাগ্য-গগনে বড় একখণ্ড ঘন মেঘ উঠিল। যেদিন হীরোর বিবাহ উৎসবের আনন্দ-কোলাহলে গৃহ পরিপূর্ণ হইবে, সেই দিন হীরো ও তাঁহার পিতা লিওনেটোর হৃদয়ে নিদারুণ এক আঘাত লাগিল। পবিত্র প্রণয়মন্দিরে পিশাচের অধিষ্ঠান হইল। সেই কথাই এখন বলিব।

---

(৮)

আরাগান-রাজপুত্রের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিল। তাহার নাম ডন্ জন্। এই ব্যক্তি এই সময়ে মেসিনা-নগরে উপস্থিত ছিল। লোকটা নিতান্তই শান্তি-হীন এবং এরূপ খলপ্রকৃতি ছিল যে, সর্ব্বদাই পরের মন্দ করিবার মতলব আঁটিত। আরাগান-রাজপুত্র তাহার ভাই বটেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিও জনের বিজাতীয় ঘৃণা ছিল এবং ভাইয়ের বন্ধু বলিয়া লর্ড ক্লডিওকেও সে ঘৃণা করিত। জন্ সঙ্কল্প করিল, "ক্লডিওর সহিত হীরোর যে বিবাহ-সংঘটন হইতেছে, ইহা হইতে দিব না। দেখিতেছি, আমার ভ্রাতা এই উদ্যোগের মধ্যে হৃদয় ঢালিয়া দিয়াছেন। অতএব কোনও মতে এ কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া, ভায়ার বড় সাধে বাদ সাধিব।"

(খল এইরূপেই আনন্দলাভ করিয়া থাকে।)

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া, পাপিষ্ঠ জন্, বোরাকিও নামক এক মহা-খলের সাহায্য লইল, এবং তাহাকে প্রভূত পুরস্কারের লোভে আকৃষ্ট করিয়া আপন অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিল। জনের নিযুক্ত এই বোরাকিও, হীরোর এক সহচরীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। জন্ তাহা জানিত। তাই সে, তাহাকে এইরূপ শিখাইয়া দিল,——"দেখ, তুমি তোমার প্রণয়িনীকে এইরূপ স্বীকার করাইয়া লইবে যে, সে যেন রাত্রিকালে, হীরো নিদ্রিতা হইলে, হীরোর পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া, হীরোর শয়নকক্ষের গবাক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া, তোমার সহিত কথা কহে;—সেই সময়ে আমি ক্লডিওকে দেখাইয়া দিব, তাঁহার বড় সাধের হীরো পরপুরুষের প্রতি কেমন প্রণয়াসক্ত! রাত্রিকালে হীরোর পরিচ্ছদে আবৃতা থাকিলে, তোমার প্রণয়িনীকে, ক্লডিও কখনই চিনিতে পারিবে না।"

পাপিষ্ঠ বোরাকিও, ডন্ জনের এই পাপ-প্রস্তাবে সম্মত হইল। খলের ষড়যন্ত্রে নরকের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

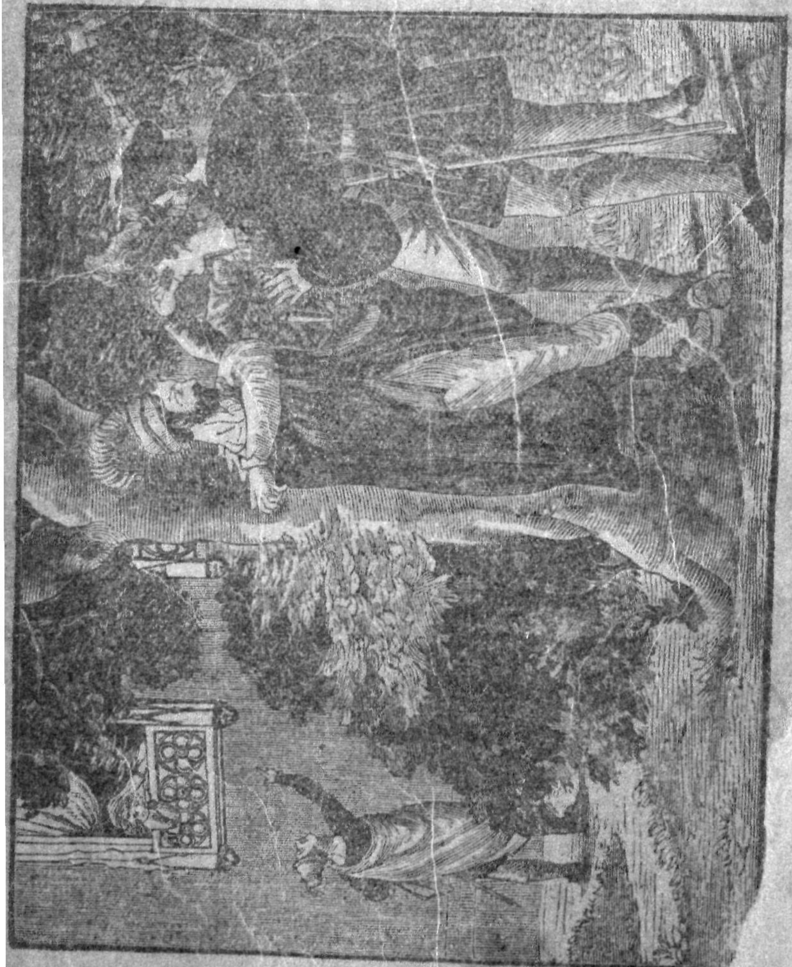
(৯)

এইরূপ স্থির করিয়া পাপিষ্ঠ জন্, ভ্রাতা ডন্ পেড্রো ও ক্লডিওর নিকট [illegible] পূর্ব্বক, হীরোর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল। বলিল, "তোমাদের পছন্দকে

বলিহারী যাই! নিশীথে, বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া, পরপুরুষের সহিত প্রণয়ালাপ,—কুল-কুমারীর পবিত্রতার চিহ্নই বটে!"

তখন সন্ধ্যা। সেই সন্ধ্যার পর রাত্রি। সেই রাত্রি-প্রভাতেই বিবাহ।

ক্লডিওর মন চঞ্চল হইল। রাজপুত্র ডন্ পেড্রো ও ক্লডিও সত্যাসত্যের প্রমাণ চাহিলেন। জন্ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইয়া দিতে স্বীকার করিল। ক্লডিও বলিলেন, "জন্ যাহা বলিতেছে, ইহা যদি সত্য হয়, আমি কথনই বিবাহ করিব না।



কল্য সভায় দাঁড়াইয়া, বিবাহ-উৎসবে, তাহার যে মুখমণ্ডল উৎফুল্ল দেখিতাম, নিন্দার ঘনকালিমায় তাহা ঢাকিয়া দিব।”

রাজপুত্র ডন-পেড্রো বলিলেন, আর এই বিবাহ ব্যাপারে আমি যেমন তোমার সহায়তা করিয়াছি,—তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, ঘৃণা ও অপমানে সেই কলঙ্কিনীর মস্তক অবনত করিতে, আমিও তেমনই সহায়তা করিব!”

তার পর সেই রাত্রে যখন সকলে হীরোর গৃহ সন্নিকটে দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, কে এক ব্যক্তি হীরোর গৃহের বাতায়ন-তলে দাঁড়াইয়া আছে,—আর হীরো বাতায়নে মুখ বাড়াইয়া তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে।

বস্তুতঃ, সে সকলই খলস্বভাব জনের কাজ এবং এ রমণী যে হীরো নহেন,—হীরোর বসনাবৃতা হীরোর এক সহচরী, পাঠক তাহা বুঝিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, এ সকলই,—সেই খলের ষড়যন্ত্র। কিন্তু রাজপুত্র বা ক্লডিও তো আসল ব্যাপার কিছুই বুঝিলেন না!

এইরূপ না বুঝিয়াই, ক্লডিওর অন্তরে ক্রোধবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রাজকুমারী হীরোর প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ও স্নেহ ছিল, তাহা ঘোর অবিশ্বাস ও ঘৃণায় পরিণত হইল। তিনি মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন,—“কল্য বিবাহ-আসরে, ধর্ম্মমন্দিরে, দশের মাঝে এ কথা প্রকাশ করিয়া দিব।”

রাজপুত্রও তাহাতে পূর্ণ সম্মতি দিলেন। বলিলেন, “কল্য যাহার বিবাহ হইবে, আজ নিশীথে গবাক্ষপথে দাঁড়াইয়া পর-পুরুষের সহিত তাহার আলাপ! —কিসে যে এই দুষ্টার সমুচিত শাস্তি হয়, বলিতে পারি না।”

অমৃতে গরল মিশিল।

---

(১০)

পরদিন বিবাহ-সভায় যখন সকল লোক সমবেত হইয়াছে এবং হীরো ও মেসিনা-রাজ পুরোহিতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন,—যখন পুরোহিত মাঙ্গলিক বিধির উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় কোপপ্রজ্বলিত-হৃদয়ে, অতি ক্ষুব্ধভাবে, ক্লডিও মনের ভাব ব্যক্ত করিলেন। রাজকন্যা হীরো যে ঘোর অবিশ্বাসিনী ও কলঙ্কিনী, দশের মাঝে অতি কঠোর ভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন। সভায়

লোকবৃন্দ শুনিয়া অবাক্ হইল। হীরো সেই কথা শুনিয়া অতি ধীরভাবে বলিল, "আমি আশা করি, আমার প্রিয়তম ক্লডিওর মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই। তিনি যাহা বলিতেছেন, ইহা অপেক্ষা ভয়ানক কথা আর কি হইতে পারে?"

মেসিনা-রাজ লিওনেটোও অধিকতর চমৎকৃত হইয়া আরাগন-রাজপুত্রকে বলিলেন, "রাজকুমার! আপনি নীরব রহিয়াছেন কেন?"

রাজপুত্র। আমি আর কি বলিব? ঘৃণায়, লজ্জায় ও অপমানে আমি আর মাথা তুলিতে পারিতেছি না। এমনই একটা অধম কন্যার সহিত আমার প্রিয়-বন্ধুর বিবাহকার্য্যে আমি ব্রতী হইয়াছিলাম!—মহাশয়, অধিক আর কি বলিব,—গত রাত্রে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, আপনার কন্যা বাতায়ন-পথে দাঁড়াইয়া পর-পুরুষের সহিত অবৈধরূপে প্রণয়ালাপ করিতেছেন!"

বেনিডিক এ সকল কথা শুনিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন। বলিলেন, "পরিণয়ের তো এ রীতি নহে।"

হীরো এই কলঙ্কের কথায় দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন। বলিলেন, "হা ঈশ্বর! ইহাও কি সম্ভব?——"

তখন সেই ব্যথিতা,—লজ্জাবতীলতা রাজকুমারী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। বোধ হইল, বুঝি তাঁহার প্রাণ দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

আরাগন-রাজপুত্র ও ক্লডিও সেই অবস্থায় সেই সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। হীরো আর উঠিল কি না, তাহা দেখিবার জন্য একটুও অপেক্ষা করিলেন না। মেসিনা-রাজ লিওনেটোর সে মর্ম্মান্তিক কষ্টে তাঁহারা একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। দারুণ ক্রোধ, ঘৃণা ও অভিমান,—তাঁহাদের হৃদয়কে পাষাণবৎ কঠিন করিয়া তুলিয়াছিল।

---

(১১)

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়ে মূর্চ্ছিতা হীরোর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। বেনিডিক জিজ্ঞাসিলেন, "হীরো এখন কেমন আছেন?"

বিয়াট্রিস ভগিনীকে বড় ভালবাসিতেন। বিষণ্ণবদনে উত্তর করিলেন, "আর কেমন আছেন!—বুঝি, চৈতন্য আর ফিরিবে না।"

হীরোর সুশীলতা ও সৎপ্রকৃতিতে বিয়াট্রিসের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। সেই ভগিনীর প্রতি এই প্রকারের অপবাদ,—বিয়াট্রিসের বিশ্বাস হইল না। কিন্তু লিওনেটোর বিশ্বাস, যে কলঙ্ক রটিয়াছে, তাহা একেবারে মিথ্যা নহে। তিনি কন্যাকে সেইরূপ মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু দারুণ লোক-লজ্জায় মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে ঈশ্বর! "আমার কন্যার দেহে আর যেন চৈতন্য ফিরিয়া না আসে!—আর যেন হতভাগিনীর নয়ন উন্মীলন না হয়!"

বৃদ্ধ পুরোহিতটি বড় বুদ্ধিমান। মানবচরিত্রের অপূর্ব্ব রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। যখন সেই নিষ্কলঙ্ক নির্দ্দোষ রাজকুমারীর প্রতি এরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইল, তখন তিনি একান্ত মনে কুমারীর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিলেন, সেই লাজশীলার মুখমণ্ডলে সহস্র সহস্রবার লজ্জার রক্তিম আভা বিদ্যুদ্বৎ চমকিতেছে। পরক্ষণেই দেখিলেন, স্বর্গের পবিত্র জ্যোতি সেই মুখমণ্ডলে প্রস্ফুটিত হইতেছে। তিনি হীরোর চক্ষের প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন, সে আঁখিযুগল হইতে কি-এক অপূর্ব্ব তেজ বহির্গত হইতেছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, রাজকুমারীর প্রতি যে কলঙ্কের আরোপ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

পুরোহিত সেই মর্ম্মাহত রাজাকে বলিলেন, "আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আপনার কন্যা নিরপরাধ। যদি একথা মিথ্যা হয়, তবে আমাকে নির্ব্বোধ, মূর্খ ও অবিবেচক বলিয়া জানিবেন। আমার শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞতা—সকলই মিথ্যা বলিয়া জানিবেন। আমার এই বৃদ্ধ বয়সের ভূয়োঃদর্শন, আমার এই খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্ভ্রম, আমার এই ধর্ম্ম-যাজকতা—এ সকলই মিথ্যা বলিয়া জানিবেন।"

এদিকে অল্পে অল্পে হীরোর চৈতন্যোদয় হইল। পুরোহিত স্নেহভরে হীরোকে জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসে! তোমার নামের সহিত যে ব্যক্তির কথা একত্র উচ্চারিত হইয়াছে, সে ব্যক্তি কে?—তাহার কি নাম?

হীরো। যাহারা এই কলঙ্ক রটাইলেন, তাঁহারাই জানেন,—আমি ইহার কিছুই জানি না।

হীরো পিতাকে কহিলেন, "পিতঃ! গত রাত্রে তেমন অসময়ে কোন

ব্যক্তির সহিত আমি কথা কহিয়াছি, ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাকে ঘৃণা করুন, দূর করিয়া দিন, কিংবা মৃত্যুর তুল্য কোন কঠোর যন্ত্রণা প্রদান করিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন।—"

পুরোহিত বলিলেন, "আরাগন-রাজকুমার ও ক্লডিও নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রাজন্! আমি আপনাকে একটি পরামর্শ দিই। আপনি এইরূপ প্রচার করিয়া দিন, যে, আপনার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। সেই দারুণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া রাজকুমারী যে ভাবে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, তাহাতে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিলে, কেহ অবিশ্বাস করিবে না। এবং আপনিও শোক-বসন পরিধান করুন;—কন্যার মৃত্যুতে বিধিমত সকল অনুষ্ঠান করিয়া তাহার কৃত্রিম কবর ভূমির উপর স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত করুন।—দেখুন, ইহার ফল কি হয়!"

লিওনেটো। ইহার ফল কি হইবে?

পুরোহিত। এই মৃত্যু-সংবাদে লোকে হীরোর কলঙ্কের কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইবে এবং তাহার গুণের কথাই ক্রমে আলোচনা করিবে। ইহাতে কিছু উপকার হইবে। তবে আমি যতটা আশা করি, ইহা দ্বারা ততটা না হইতেও পারে। কিন্তু যখন ক্লডিও শুনিবেন যে, তাঁহার মুখে সেই নিদারুণ কলঙ্কের কথা শুনিয়া হীরোর মৃত্যু হইয়াছে, তখন ক্লডিওর হৃদয়ে হীরোর প্রতিমূর্ত্তি ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিবে। তখন অল্পে অল্পে দয়ার সহিত শোক মিশিয়া কুমারীর জন্য ক্লডিও নিশ্চয়ই কাঁদিতে থাকিবেন। এবং যদি যথার্থই তাঁহার হৃদয়ে প্রণয় সঞ্চিত হইয়া থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে বলিবেন,— "সত্য হইলেও, হায়! কেন এ কলঙ্কের ডালি বালিকার মাথায় তুলিয়া দিলাম!—কেন আমি রাজকুমারীর জীবনহন্তা হইলাম!"

বেনিডিক মেসিনা-রাজকে বলিলেন, "মহাশয়! সুবিজ্ঞ পুরোহিত যেরূপ বলিতেছেন, ইহা মন্দ পরামর্শ নহে। আপনি জানেন, রাজকুমার ও ক্লডিও উভয়েই আমার বন্ধু; উভয়কেই আমি যথেষ্ট স্নেহ করি; তথাপি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এ সকল কথা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর করিব না।"

লিওনেটো। আমি আর কি বলিব,—এই অভাবনীয় দুর্ঘটনায় আমি মর্ম্মাহত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি। কন্যার কলঙ্ক দূর করিতে যদি অল্পমাত্রও কোন আশা থাকে, তবে আমি তাহাই অবলম্বন করিব।

অতঃপর পুরোহিত,—মেসিনা-রাজ ও রাজকুমারী হীরোকে সান্ত্বনা করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন।

বেনিডিক ও বিয়াট্রিস সেখানে রহিলেন। তখন আর কেহ তথায় নাই। তাঁহারা পরস্পর প্রণয়ালাপে নিবিষ্ট হইলেন। এই ঘটনা ঘটাইবার জন্যই আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের কতই আগ্রহ, কতই আড়ম্বর এবং কতই কৌশল-বিস্তার!—সেই মিলন, সেই প্রণয়ালাপ, সেই শুভ দৃষ্টি, সেই সমস্তই হইল,—কিন্তু হায়! তাহারা আজ কোথায়? এই কৌতুকের মূলে যে আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইতেছিল, সে উৎস আজ নীরব, নিস্তব্ধ ও চৈতন্যহীন। সেই আনন্দকারিগণের হৃদয়ে আজ দুঃখ ও শোকের ঘন মেঘ বিরাজিত!

---

(১২)

বেনিডিক বিয়াট্রিসকে কহিলেন, "সুন্দরি! সমস্ত ক্ষণই তো কাঁদিলে,—আরও কি কাঁদিবে?"

বিয়াট্রিস্। কি জানি, কান্না যে রোধ করিতে পারিতেছি না।

বেনিডিক। বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস, তোমার গুণবতী ভগিনী হীরো সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

বিয়াট্রিস। হায়! ভগিনীর এ কলঙ্ক দূর করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন যদি কেহ থাকে, তবে আমি বুঝি আজীবন তার কেনা হইয়া থাকি!

বেনিডিক। তুমি বোধ হয় জানো প্রিয়তমে, আমি তোমায় যেমন ভালবাসি, এ পৃথিবীতে তেমন ভাল আর কাহাকেও বাসি না। কিন্তু তুমি এই যে অসীম স্নেহের পরিচয় দেখাইয়া আত্মবিসর্জ্জন পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইলে,—ইহা কি সত্য?

বিয়াট্রিস বেনিডিকের মনোভাব বুঝিলেন। কিন্তু কিছু রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিলেন, "আমি ইহাও বলিতেছি, এ ভূমণ্ডলে তোমায় অধিক ভালবাসি। অথচ যাহা বলিতেছি, ইহাও কিছু মিথ্যা নয়।—সুতরাং সহসা আমায় বিশ্বাস করিও না। দেখ, আমি এখন কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করিতেছি না। ভগিনীর অবস্থা স্মরণ করিয়া আমি বিবেক-বুদ্ধি হারাইয়াছি।"

বেনিডিক। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যেমন আমায় ভাল-

বাসিয়াছ, আমিও তোমায় সেইরূপ ভালবাসিয়াছি। এখন তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিতে প্রস্তুত।

বিয়াট্রিস। তবে—তবে সেই নিষ্ঠুর ক্লডিওকে হত্যা করো!

বেনিডিক। সমগ্র পৃথিবীর জন্যও তাহা পারি না!

ক্লডিওর প্রতি বেনিডিকের যথার্থই স্নেহ ছিল। বেনিডিকের বিশ্বাস, হীরোর প্রতি সন্দেহ করিয়া ক্লডিও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং সেই ভ্রম অন্য কর্তৃক সংঘটিত হইয়াছে। বিয়াট্রিসের কথায় বেনিডিক বলিলেন, "সমগ্র পৃথিবীর জন্যও আমি প্রিয়তম বন্ধু ক্লডিওর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।"

বিয়াট্রিস। ক্লডিও দুরাত্মা,—সে আমার ভগিনীর চরিত্রে অযথা দোষারোপ করিয়াছে। সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে ঘৃণিত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়াছে। হায়, আমি যদি পুরুষ হইয়া জন্মিতাম!

বেনিডিক। শুন বিয়াট্রিস!—

বিয়াট্রিস শুনিল না।

বেনিডিক পুনর্ব্বার অনুরোধ করিলেন, বিয়াট্রিস তথাপি শুনিল না। বরং বলিতে লাগিল, "বেনিডিক, এখনই ইহার প্রতিবিধান করো। গবাক্ষ-পথে দাঁড়াইয়া নিশীথে অন্য পুরুষের সহিত আলাপ সত্য হইলেও,—হায় ভগিনি! মিথ্যা অপবাদে তুমি এ দারুণ মনস্তাপ ভোগ করিতেছ! ক্লডিওর প্রতিশোধ লইবার জন্য, হায়, আমি কেন পুরুষ হই নাই!—অহো! আমার এই মনো ভাব বুঝিয়া, সেই পাপিষ্ঠ ক্লডিওকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিতে পারে, এমন সুহৃৎ যদি আমার কেহ থাকিত! কিন্তু হায়, শিষ্টাচার ও শীলতায়,—বীরত্ব ও সাহস অন্তর্হিত হইয়া যায়! ইচ্ছা করিলেই তো আমি পুরুষ হইতে পারি না! তবে আর কি করিব? কাঁদিয়াই এ অবলা-জীবন সমাপন করি।"

বেনিডিক। বিয়াট্রিস থামো। আমি তোমায় ভালবাসি—এই হস্ত-প্রসারণ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি,—তোমায় ভালবাসি!

বিয়াট্রিস্। তোমার এই হস্ত আমার প্রতি তোমার প্রেমের সাক্ষ্য স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া অন্য দিকে প্রেরণ করো।

বেনিডিক। তুমি কি মনে করো বিয়াট্রিস, ক্লডিও কর্তৃক হীরোর প্রতি এই অত্যাচার সাধিত হইয়াছে?

বিয়াট্রিস। তাহা নিশ্চয়। আমার আপন অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাস, ক্লডিও কর্ত্তৃক এই কার্য্য সাধনেও, আমার সেইরূপ বিশ্বাস।

বেনিডিক। যথেষ্ট হইয়াছে।—প্রাণাধিকে! আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, ক্লডিওকে এবিষয়ে সমুচিত শিক্ষা দিব। তোমার একটিমাত্র প্রেমচুম্বন গ্রহণ পূর্ব্বক, আমি এখনই তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। ক্লডিওর নিকট হইতে এ বিষয়ের পরিষ্কার উত্তর গ্রহণ করিতে, অবশ্যই তাহাকে বাধ্য করিব। তোমায় মিথ্যা বলিতেছি না। আমার বাক্য যেমন শুনিতেছ, আমাকে এমনই বিশ্বাস করিও। এখন যাও, তোমার ভগিনীকে সান্ত্বনা করো।

---

(১৩)

যখন বিয়াট্রিস ও বেনিডিকের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন বৃদ্ধ রাজা লিওনেটো,—আরাগন-রাজপুত্র ও ক্লডিওকে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিতেছিলেন, "কেন তোমরা আমার কন্যার প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া তাহার মৃত্যুর কারণ হইলে? তোমরা কেন এমন ভীষণ পাপে লিপ্ত হইলে?"

রাজপুত্র ও ক্লডিও বলিলেন, "মহাশয়, আপনার সহিত বিবাদ করা আমাদের ইচ্ছা নহে।—আমাদের সহিত বিবাদ করিবেন না।"

সেই সময় বেনিডিকও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং হীরোর প্রতি কলঙ্ক আরোপের প্রতিশোধ লইবার জন্য ক্লডিওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ক্লডিও এবং আরাগন-রাজপুত্র বুঝিলেন, "বেনিডিকের এরূপ ভাবান্তর ঘটিবার আর কোন কারণ নাই,—বিয়াট্রিস ইহার মূলে আছে।" মনে মনে তাঁহারা একটু হাসিলেন। কিন্তু হাসিলেও, ক্লডিও সে আহ্বানে পরাঙ্মুখ হইলেন না। কিন্তু সেই সময় বিধির বিধান ও ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অন্যরূপে প্রকাশিত হইল। তাহাতে হীরোর সেই দুরপনেয় কলঙ্ক বিদূরিত হইল, এবং তৎসঙ্গে সকল দিক মঙ্গল আলোকে আলোকিত হইল। এবং অতি আড়ম্বরের ফলও যে লঘু ক্রিয়া, তাহাও প্রমাণিত হইল।

---

(১৪)

বেনিডিক ও ক্লডিওর মধ্যে যখন এইরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধের উপক্রম হইতেছিল, সেই সময় একজন শান্তিরক্ষক,—সেই পাপিষ্ঠ ডন্ জনের নিযুক্ত—সেই বোরাকিওকে বন্দী করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই নীচাশয় হতভাগ্য বোরাকিও যখন তাহার দুষ্ট কার্য্য-সিদ্ধির কথা তাহার বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করিতেছিল এবং বলিতেছিল, ডন্‌জন তদীয় ভ্রাতা—সেই আরাগন-রাজপুত্র ডন্ পেড্রোর প্রতি হিংসা-পরবশ হইয়া, তাঁহার বন্ধু ক্লডিওর সুখের পথে কাঁটা দিবার জন্য, নিরপরাধ রাজকুমারী হীরোর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে কেমন কৃতকার্য্য হইয়াছে,—পিশাচ অনুচর যখন বুক ফুলাইয়া সেই সব পাপ-কাহিনী বলিতেছিল, শান্তিরক্ষক বিচারক অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাহা আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়াছিলেন।

এখন নিগ্রহ-ভয়ে, বোরাকিও সর্ব্বজন-সমক্ষে সকল কথাই ব্যক্ত করিল। শুনিয়া রাজপুত্র ও ক্লডিওর চৈতন্য হইল। বোরাকিও বলিতে লাগিল, "ডন্ জনের পরামর্শে এই অতি গর্হিত কার্য্যে আমি নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সেই গবাক্ষপথে যাহাকে দাঁড় করাইয়া কথা কহিয়াছিলাম, সে রাজকুমারী হীরো নহেন,—তাঁহার সহচরী মারগারেট। রাজকুমারীর পরিচ্ছদে আবৃত থাকায় আপনারা চিনিতে পারেন নাই যে, সে রমণী প্রকৃত কে ?"

সেই কথা শুনিয়াই রাজপুত্র ও ক্লডিওর মনে হীরোর নির্দ্দোষিতা উপলব্ধি হইল। আবার সেই সময় সকল রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়িল দেখিয়া, পাপিষ্ঠ ডন্ জন, ভয়ে সে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তাহাতে সকল দিক আরও পরিষ্কাররূপে বুঝা গেল। হীরো যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ ও নিষ্পাপ, তাহা সকলেরই বিশ্বাস হইল।

তখন ক্লডিওর অন্তরে দারুণ অনুতাপ-অনল জ্বলিয়া উঠিল ;—"হায় ! আমি তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া অযথা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি !—আমি শেলতুল্য নিষ্ঠুরবাক্য বলিয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিয়াছি !"

ভাবিতে ভাবিতে ক্লডিও মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় অধীর ও অস্থির হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে অতীতের অনেক কথা তাঁহার স্মৃতিমাঝে জাগিয়া উঠিল। সেই প্রথম

প্রণয় দিবসে হীরোর প্রেমময়ী মূর্ত্তি যেরূপ দেখিয়াছিলেন, আজিও যেন সেই মূর্ত্তিতে হীরো তাঁহার চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূতা হইতেছেন!"

আরাগন-রাজপুত্রও যার-পর-নাই ব্যথিত হইলেন। অতঃপর ক্লডিওকে বলিলেন, "যখন তুমি বোরাকিওর নিকট সকল কথা শুনিতেছিলে, তখন তোমার হৃদয়ে কি তীব্র জ্বালা উপস্থিত হইল বলো দেখি!—অন্তরে যেন লৌহ-শলাকা বিদ্ধ হইল!—না?"

ক্লডিও। বোরাকিও যখন সকল কথা বলিতেছিল, তখন আমার মনে হইতেছিল, বুঝি আমি হাতে করিয়া কালকূট সেবন করিয়াছি!

তারপর অনুতপ্ত ক্লডিও,—বৃদ্ধ রাজা লিওনেটোর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন এবং গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, "রাজন্! আমি নিতান্ত অবিবেচক ও মূঢ়;—আমি গুরুতর অপরাধে অপরাধী। এক্ষণে আপনি আমায় সমুচিত শাস্তি প্রদান করুন। আমি আপনার সরলা কন্যার প্রতি যে অতি-বড় নিষ্ঠুর পিশাচের আচরণ করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া, বোধ হয় অনায়াসে আজীবন সেই শাস্তি ভোগ করিতে পারিব। অন্ততঃ তাহা পারা উচিত।—হা নির্দ্দোষ বালিকা! হা পবিত্রতার আধার!——"

লিওনেটো এক শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বলিলেন, "হীরোর অনুরূপা আমার আর এক কুমারী-কন্যা আছে। তাহাকেই তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।"

ক্লডিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং বলিলেন, "মহাশয় যেরূপ বলিতেছেন, তাহাতে আমি কোন আপত্তি করিব না। সেই কুমারী আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা;—এমন অবস্থায় তিনি যদি অতি কুরূপা, গুণহীনা এবং আরও কিছু হন, তবুও আমি তাঁহাকে বিবাহ করিব।"

বলা বাহুল্য, আরাগন-রাজপুত্রও মেসিনা-রাজের নিকট যথোচিত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও হীরোর জন্য তাঁহাদের—বিশেষতঃ ক্লডিওর অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হীরোর কবরের উপর যে স্মৃতি-স্তম্ভ ছিল, ক্লডিও সে দিন সারানিশি সেইখানে বসিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

---

(১৫)

পরদিন প্রভাতে আরাগন-রাজপুত্র, ক্লডিওকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মেসিনা-রাজ লিওনেটো, বিয়াট্রিস, বেনেডিক, পুরোহিত প্রভৃতি সকলে উপস্থিত ছিলেন।

লিওনেটো, ক্লডিওর হস্তে কুমারীকে অর্পণ করিলেন। কুমারীর মুখখানি তখন ছদ্মবেশে আবৃত ছিল। ক্লডিও অবশ্যই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। ক্লডিও বলিলেন, "এই পুরোহিত আমাদিগের সম্মুখে রহিয়াছেন।—তোমার হস্ত আমার হস্তের উপরে দাও। যদি তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করো, তবে আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকেও সর্ব্বান্তঃকরণে সানন্দে পত্নীরূপে গ্রহণ করিব।"

তখন সেই অবগুণ্ঠনাবৃতা কুমারী বলিলেন, "যখন আমি বাঁচিয়া ছিলাম, তখনও আমি তোমার পত্নী ছিলাম।"

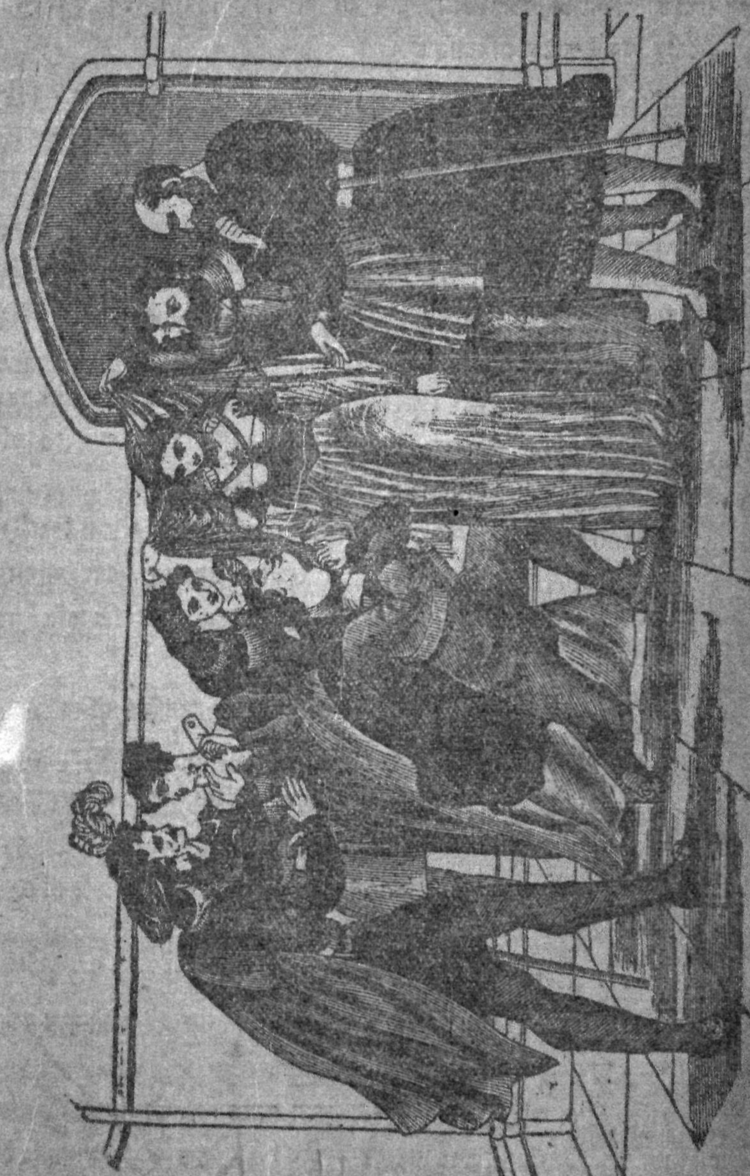
তারপর ধীরে ধীরে সে অবগুণ্ঠন অপসৃত হইল।—একি! সে কুমারী অন্য কেহ নহেন,—স্বয়ং হীরো! কিন্তু ক্লডিও চক্ষে দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

সকলেই শুনিয়াছিল, হীরোর মৃত্যু হইয়াছে,—তবে এ আবার কি প্রহেলিকা! ক্লডিও নিজের চক্ষুকে অবিশ্বাস করিলেন। রাজপুত্রও সেইরূপ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ইহাঁকে তো সুন্দরী হীরো বলিয়া বোধ হইতেছে!—ইনি কি আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিতা হীরো নহেন?"

লিওনেটো। কুমার, এই বালিকা আমার সেই হীরোই বটে। কিন্তু যতদিন কলঙ্ক জীবিত ছিল, ততদিন হীরোর মৃত্যু হইয়াছিল; এখন কলঙ্ক মরিয়াছে, তাই হীরোও পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছে।

এই অভাবনীয় অপূর্ব্ব আনন্দ মিলনে ক্লডিও ও আরাগন-রাজপুত্রের আনন্দের আর অবধি রহিল না। বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, এ রহস্য-ব্যাপার আদ্যোপান্ত সকলকে বুঝাইয়া দিতে পুরোহিত অঙ্গীকার করিলেন।

ক্লডিও ও হীরোর বিবাহ-কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইতেছে, এমন সময় বেনিডিক মেসিনা-রাজের নিকট বিয়াট্রিসকে প্রার্থনা করিলেন।



বিয়াট্রিস কিছু ইতস্ততঃ করিলেন। কিন্তু বেনিডিক সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত

বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমে, তুমি যে আমায় ভালবাস, সে কথা আমি হীরোর নিকট স্পষ্টই শুনিয়াছি।"

তখন আবার সেই সব কথা উঠিল। বন্ধুগণের সেই কুঞ্জান্তরালে দণ্ডায়মান, বেনিডিক ও বিয়াট্রিস-সংক্রান্ত সেই মন-গড়া ভাব-ভালবাসা এবং প্রেম-প্রণয় বিষয়ক সকল কথা তখন একে একে উঠিতে লাগিল, এবং তাহা লইয়া সকলের মধ্যে একটা উচ্চ হাস্যের রোল উত্থিত হইল। তখন বেনিডিক ও বিয়াট্রিস উভয়েই বুঝিলেন, অন্যের কৌশলে প্রতারিত হইয়া এবং পরস্পর পরস্পরকে ভুল করিয়া ভাল বাসিয়াছেন। কিন্তু সেই ভুল করিয়া ভাল-বাসিয়াও, এক্ষণে উভয়ের মধ্যে অকপট প্রণয় সংস্থাপিত হইয়াছে। সে প্রণয় সহজে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। যখন বেনিডিক বিবাহে একান্ত স্থিরসঙ্কল্প হইলেন, তখন তিনি বলিলেন, "এই বিবাহের প্রতি সমগ্র পৃথিবীও যদি অনাস্থা প্রদর্শন করে, তথাপি আমি তাহা গ্রাহ্য করিব না।"

কিন্তু স্বাভাবিক কৌতুকপ্রিয়তা বশতঃ বলিলেন, "কি জানো বিয়াট্রিস, হীরোর মুখে শুনিয়াছিলাম, তুমি আমাকে একান্ত ভালবাস, এবং আমাকে পাইবার জন্য নাকি তুমি পাগলিনীপ্রায় হইয়াছিলে, তাই কি করি, দয়া করিয়া তোমায় ভালবাসিয়াছি!"

বিয়াট্রিসও হটিবার মেয়ে নন। তিনিও বলিলেন, "আমিও শুনিয়াছিলাম, আমার জন্য তুমি নাকি একেবারে মরিতে বসিয়াছিলে,—কি করি, এ[illegible] জীবহত্যার পাতক হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিয়া, সকলের অনুরোধে, তোমায় গ্রহণ করিতেছি।"

এইরূপে সেই রহস্যপ্রিয়, রঙ্গ-রস-রসিক, পরস্পরের প্রতি চির-বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন যুবক-যুবতী দাম্পত্যমিলনে মিলিত হইলেন।

ক্লডিও ও হীরোর শুভ পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, রাজ-পুরোহিত উপস্থিত লোকমণ্ডলীকে সকল রহস্য প্রকাশ করিলেন। তখন সকলেই হাসি-মুখে মনের সুখে পান-ভোজনান্তে গৃহে ফিরিল।

কাহিনী শেষ করিবার আর একটা কথা আছে। সেই পাপাত্মা ডন্ জন্ অবিলম্বে ধৃত হইয়াছিল এবং তাহার সম্মুখেই এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।—জনের পক্ষে ইহা বড় কম শাস্তি হয় নাই।

জুলিয়াস্ সিজার।

(JULIUS CÆSAR.)

[বাঙ্গলার পাঠক ইতিহাস পড়িতে ভালবাসেন না। অথচ যে আখ্যায়িকা লিখিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা ঐতিহাসিক ঘটনা। সুতরাং ইতিহাসের কথা পূর্ব্বে কিছু না বলিলে, সহজে কিছু বোধগম্য না হইতেও পারে। তাই আমরা ইতিহাসসম্বন্ধীয় দুই এক কথা মুখবন্ধস্বরূপ এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্লুটার্কের "জীবনী" হইতে এই কয়েক ছত্র সঙ্কলিত হইল।]

মুখবন্ধ।

যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সিলা রোমের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, জুলিয়াস্ সিজার তখন অল্পবয়স্ক বালকমাত্র। কিন্তু সেই বালকের তেজ, সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় তখন হইতেই পাওয়া যায়। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে সিজার পিতৃহীন হন, এবং তৎ পরবৎসরে পৌরহিত-কার্য্যে নিযুক্ত হন। সিলার নিষেধসত্ত্বেও সিজার কর্ণিলিয়াকে বিবাহ করেন। এই কর্ণিলিয়া,—সিলার প্রতিদ্বন্দ্বী সিনার কন্যা। দেশের অন্যতম প্রধান শত্রু সিনার কন্যাকে বিবাহ করাতে, সিলা সিজারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে সিলার ক্রোধ-বহ্নি সঞ্চিত হয়। সেই ক্রোধ-বহ্নিতে দেশের শত শত লোক যখন ভস্মীভূত হইতেছিল,—সারা দেশ ব্যাপিয়া যখন হাহাধ্বনি উত্থিত হইতেছিল,—অধিকন্তু সিলার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে যখন কেহ সাহসী হয় নাই,—সেই সময় সিজারের এই

অপরাধ ঘটিল, সুতরাং সে অপরাধ উপেক্ষিত হইবার নহে। সিলা ভাবে সিজারের বিনাশসাধনের সঙ্কল্প করিলেন।

সিজার প্রাণভয়ে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। প্রধান ব্যক্তিগণ, সিলাকে,—বালক সিজারের অপরাধ বিস্মৃত হইতে তাহাকে ক্ষমা করিতে, অনুরোধ করিলেন। সিলা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "তোমরা এই বালককে চিনিতে পারো নাই। এই বালক,—যাহার জন্য তোমরা আমায় অনুরোধ করিতেছ,—এই বালক একদিন এই দেশের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিবে, এবং দেশধ্বংসের কারণ হইবে।"

সিলার অনুমান একেবারে মিথ্যা হয় নাই। অল্প বয়স হইতেই সিজারের জীবনে, তাহার আভাসও পাওয়া গিয়াছিল।

যখন সিজার বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন, তখন পথে এক দল জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত হন। সিজার দস্যুগণকে বহু অর্থ দিয়া মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু তাহাদিগকে বলেন, "আমি ইহার প্রতিশোধ লইতে ভুলিব না।"

বস্তুতঃ অতি সত্বর তিনি কথামত কার্য্য করিয়াছিলেন।

অধ্যয়নকালে সিজারের বিলক্ষণ বাক্‌পটুতা জন্মে। সুবিখ্যাত বাগ্মী সিসিরো ও তিনি এক গুরুর ছাত্র ছিলেন। সিসিরোর স্বভাবতই এমন একটা ক্ষমতা ছিল, যাহাতে বাগ্মিতায় তিনি সর্ব্বজয়ী হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সিজারও সিসিরো অপেক্ষা কিছু কম হইলেও, বাগ্মিতায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সিসিরোকে অতিক্রম করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল না। তবে বাগ্মিতার সঙ্গে সঙ্গে রণকৌশল শিক্ষা করাতে তাঁহার অনেক সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। সূক্ষ্মদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ কেটোর রাজনীতি অবলম্বনে সিসিরো গভীর উদ্দীপনায় ও তেজস্বিনী ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা করেন, সিজার তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, অন্য এক গ্রন্থ (Anti-Cato) লিখিলেন। গ্রন্থের ভূমিকায় এইরূপ লিখিত হইল,—"একজন সৈনিকের হস্তে গ্রন্থের ভাষা ও ভাব যেরূপ হওয়া উচিত, তাহাই হইয়াছে। তাই ইহার মধ্যে, আজীবন শিক্ষানুরাগী মহাপণ্ডিতের লিপিকুশলতা নাই।"

সিজারের বাগ্মীতা,—তাঁহার স্বদেশস্থ সকলের ভালো লাগিত। সিজারের

সাধারণ ব্যবহার উদার ও বিনীত ছিল। সিজার একে একে রোমে অনেক বন্ধু পাইলেন, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ হইতে ক্রমশই তিনি এক অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

তখন সিলার ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, এবং অনতি-বিলম্বেই তিনি শাসনকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, সাধারণ লোকের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মধুর ব্যবহার, সার্ব্বজনীন প্রীতি, সাহস, নির্ভীকতা এবং নানা কৌশলে,—সিজার ক্রমশই মাথা তুলিতে লাগিলেন। ক্রমশ তিনি স্পেন-শাসনের ভার পাইলেন। রোমে তখন ক্রেসাস ও পম্পির নাম সুবিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সিজার স্পেনে নানা উপায়ে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া দেশে ফিরিলেন, এবং পম্পির সহিত মিলিত হইলেন। পম্পির সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় করিবার জন্য, সিজার আপন কন্যা জুলি-য়াকে পম্পির হস্তে সমর্পণ করিলেন। উভয়েই উভয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়া, দেশের প্রধান পদ আয়ত্বাধীন করিতে লাগিলেন। পাঁচ বৎসরের জন্য সিজার গল্‌দিগের উপর শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে, তিনি রোম-সাম্রাজ্য দিন দিন বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তিনি ব্রিটেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যে ব্রিটেনের আজ জগৎযোড়া নাম, এবং যাহার ক্ষমতা ও প্রতাপ আজ সর্ব্বপ্রধান, তখন এ দেশের নামও কেহ জানিত না।

সিজার এবং পম্পি উভয়েরই ক্ষমতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে ক্রেসাসের মৃত্যু হইল এবং সিজারের কন্যা জুলিয়ারও মৃত্যু হইল। এই উভয়ের মৃত্যুতে সিজার ও পম্পি, যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। কারণ উভয়েই উভয়কে বাড়াইলেও, উভয়ের মধ্যে ধিকি ধিকি বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিতেছিল। কেহ কাহাকে ছাড়াইয়া উঠিতে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না,—উভয়েই সর্ব্বপ্রধান হইবার আশা করিতেছিলেন। জুলিয়ার মৃত্যু হইলে সিজারের সহিত পম্পির সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল,—ক্রেসাসও আর মাঝখানে রহিলেন না;—সুতরাং এক্ষণে সিজার ও পম্পির পরস্পরের প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দী হইতে, কোন বাধা রহিল না।

তখন রোমের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া আসিতেছিল। উচ্চ পদপ্রার্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে ঘুষ লওয়া প্রচলিত হইয়াছিল, এবং সময়ে সময়ে এক একটি

ছোট খাট অন্তর্বিদ্রোহও উপস্থিত হইল। তাহার উপর সিজার ও পম্পির বিদ্বেষ-ভাব ক্রমশ একটি বিদ্রোহে পরিণত হইল। রোমের বিচারাসনে, দেশের যে সকল গণ্যমান্য ব্যক্তি আসীন ছিলেন, পম্পি তাঁহাদের নিকট আপন পক্ষ সমর্থন করিয়া, সিজারের হস্ত হইতে সমস্ত সৈন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। সিজারও দূরে থাকিয়া, সেই মর্ম্মে, পম্পির বিরুদ্ধে আবেদন করিলেন। সিজারের আবেদন অগ্রাহ্য হইল এবং পম্পিরই জয় হইল। যথাকালে সিজারের প্রিয়বন্ধু আণ্টনিও এই সংবাদ লইয়া, সিজারের নিকট উপস্থিত হইলেন। আণ্টনি তখন কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পম্পির লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিল। সিজার এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া, প্রকাশ্যরূপে পম্পির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

তখন উন্মুক্ত অসিহস্তে সিজার ইটালী প্রবেশ করিলেন, এবং দুই মাসের মধ্যে সমগ্র ইটালী আপন আয়ত্তাধীন করিয়া রোমে উপনীত হইলেন। তখন পম্পি তাঁহার দলবল লইয়া রোম হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সিজার রোম হইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া পম্পির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং খৃষ্ট জন্মের আটচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, ফার্সেলিয়া রণক্ষেত্রে পম্পির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। যুদ্ধে পম্পি পরাজিত হইলেন এবং ইজিপ্ট নগরে পলায়ন করিলেন। সেখানে এক ঘাতকের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। সিজার পম্পির অনুসরণ করিয়া ইজিপ্টে উপস্থিত হইলেন, এবং ইজিপ্টের ভোগলালসাবতী, ইতিহাস-বিখ্যাত রূপবতী,—রাণী ক্লিওপেট্রার প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, কিছুদিনের জন্য আপন অতুল নাম ও যশঃ ডুবাইয়া রাখিলেন।

যখন তিনি আলেকজেন্ড্রিয়া নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বিপদের সীমা রহিল না। তথাপি অসীম সাহসে আপনাকে বিপদমুক্ত করিয়া, শেষে তিনি ইজিপ্ট আপনার শাসনাধীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তার পর আফ্রিকার নানা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, তিনি স্পেনে উপনীত হইলেন। পম্পির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রগণ সিজারের বিরুদ্ধে স্পেনে এক বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন। সিজার এই বিদ্রোহ দমনের জন্য পম্পির পুত্রগণকেও বিনষ্ট করিলেন।

আর কোথাও তাঁহার কোন শত্রু রহিল না। সিজার এক্ষণে সর্ব্বপ্রধান।